চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 66 Monday, 5 February, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৬৬ সংখ্যা ❋ ২১ মাঘ, ১৪৩০, সোমবার, ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বাবা হলেন গায়ক দুর্নিবার সাহা। রবিবার দুর্নিবার ও মোহরের কোলে এল পুত্রসন্তান। এই সুখবর নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন দুর্নিবার। ...বিস্তারিত পাতা ৩

রবিবার সকালে দিঘা বাইপাসের কাছে বিলামুডিয়া যাওয়া ব্রিজের নিচে খালে ধড়হীন মুন্ডু উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ব্যাপক ছড়ায়। ...বিস্তারিত পাতা ৫

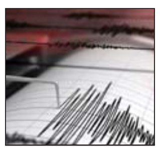

কার্গিলে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। রবিবার দুপুরের পর এই ভূকম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৮। ...বিস্তারিত পাতা ৬

খারাপ পারফর্ম করলে নেটিজেনরা যেমন ক্রিকেটারদের তুলোধনা করতে ছাড়েন না, তেমনই ভালো পারফর্ম করলেও সিংহাসনে বসাতেও ভোলেন না। ...বিস্তারিত পাতা ৮

বাম আমলের দায় নেব কেন? এই সরকারের কোনও গলদ নেই তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ সওয়া ২ লক্ষ কোটি টাকা খরচের হিসাব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ক্যাগ (কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটরস জেনারেল)। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কড়া চিঠি দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার ক্যাগ রিপোর্ট নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেছে তৃণমূল কংগ্রেস শিবির। তারা স্পষ্ট জানিয়েছে, বাম আমলে কী হয়েছে তার দায় বর্তমান সরকার নেবে না। রবিবার সকালে তৃণমূলের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। শাসক দলের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে, ক্যাগ রিপোর্টে ২০০২-০৩ সাল থেকে ২০২০-২১ সালের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই সময়ে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় ছিল। তাই বাম আমলে কী হয়েছে তার দায় বর্তমান তৃণমূল সরকার নিতে বাধ্য নয়। শাসক শিবিরের দাবি, যতবার কেন্দ্রের তরফে টাকা এসেছে তৃণমূল সরকার যথাযথ সময়ে, যথাযথ কেন্দ্রীয় বিভাগে তার খরচের হিসাব দিয়েছে। তাই জন্যই এতে কোনও বিতর্ক নেই, পরের টাকাও ঠিক সময়ে এসেছে। তৃণমূলের স্পষ্ট দাবি, ক্যাগের রিপোর্টের ধরনকে হাতিয়ার করে বিজেপি বাংলাকে বদনাম করার চেষ্টা করছে, বাংলার সরকারকে

অপবাদ দিচ্ছে। প্রসঙ্গত, বাংলায় সরকারি প্রকল্প খাতে কেন্দ্র ও রাজ্য যে অর্থবরাদ্দ করে তার কতটা খরচ হল, কীভাবে খরচ হল সেই হিসাব রাখতে হয়। তাকে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট বলে। অনেক সময়ে দেখা যায়, আগের কিস্তির টাকা খরচের হিসাব তথা ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট না পেলে পরের কিস্তির টাকা দেয় না কেন্দ্র। তৃণমূল এটাই দাবি করেছে যে, ২০১১ সালের পর থেকে এই বিষয়ে কোনও গলদ হয়নি সরকারের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী মোদিকে দেওয়া চিঠিতে প্রশ্ন তুলেছেন, ২০০২-০৩ সালে তিনি তো মুখ্যমন্ত্রীই ছিলেন না। বামেরা কী করে গেছেন, তার দেয় কেন তিনি দেবেন? তা ছাড়া মমতার দাবি, কেন্দ্রের সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক থেকে রাজ্য সরকার তাঁর মেয়াদে যে সব বরাদ্দ পেয়েছে, তার সব ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট ইতিমধ্যে পেশ করা হয়ে গেছে।

কিছু কি হয়েছে? মমতার ধরনায় এলেন না অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগে দু'দিনের ধরনায় তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অথচ সেই ধরনায় দেখাই গেল না সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বকেয়া পাওনা আদায়ে ধরনায় যোগ দিতে দলের সব সাংসদকে নির্দেশ দেন মমতা। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে সব সাংসদদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়। সব সাংসদ থাকলেও দেখা মেলেনি তৃণমূল ‘সেনাপতিকে’। অভিষেকের এই অনুপস্থিতি নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি নেত্রীর নির্দেশ অমান্য করলেন অভিষেক? এ দিকে, এই নিয়ে যখন রাজনৈতিক চাপানউতর বাড়ছে, সেই সময় অভিষেকের ‘টিমের’ অন্যতম সদস্য হিসাবে পরিচিত অদিতি গায়েনের এক্স হ্যান্ডেলের পোস্ট আরও চর্চা বাড়িয়েছে। তিনি আবার লিখেছেন, ‘যোগ্য ব্যক্তিরা স্থান পায় না, অযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে ঘর সাজায়।’ যদিও, যুবনেত্রী সায়নী ঘোষ জানিয়েছেন, অভিষেক দিল্লিতে কাজে ব্যস্ত। তাই যোগ দিতে পারেননি। বস্তুত, দুর্গাপুজোর আগে বকেয়ার দাবিতে প্রথমে দিল্লিতে ও পরে কলকাতায় রাজভবনের সামনে ধরনায় বসেছিলেন অভিষেক। সেই আন্দোলন তুলে নেওয়ার কারণ হিসাবে অভিষেক সম্প্রতি বলেছিলেন, দলনেত্রীর নির্দেশেই তাঁকে ধরনা তুলতে হয়েছিল। তারপর আজ তাঁর অনুপস্থিতি জল্পনা আরও বাড়িয়েছে। এ দিকে, বিষয়টি নিয়ে আরও বিরোধীরাও নিজেদের মত প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম জানিয়েছেন, যখনই কর্মসূচির ঘোষণা হয়। তখনই অভিষেক বিদেশ চলে যান। এর আগেও তাই

হয়েছিল। এখনও হচ্ছে। বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ বলেন, ‘‘ওদের নিজেদের ব্যাপার। কে কীভাবে কী করবে ওরাই জানে।’’ প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেও তৃণমূলের অন্দরে নবীন-প্রবীণ ইস্যু নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। যদিও, ক্যামেরার সামনে কোনও নেতা তা স্বীকার না করলেও মত পার্থক্য যে ছিল সে কথা রাজনীতির কারবারিরা বারেবারে বলেছেন। এমনকী, কালীঘাটে তৃণমূলের বৈঠক চলাকালীনও সম্প্রতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কিছুটা ‘গুম’ মেরে থাকতে দেখা যায়। খোদ তৃণমূল নেত্রী তাঁকে বলেছিলেন, যাঁরা বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন তাঁদের অন্তত শুভেচ্ছা বার্তা দিতে। ‘নিমরাজি’ অভিষেক মাইক নিয়ে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের কথাই বলেন। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে যান। কী হয়েছিল তাঁর তা যদিও জানা যায়নি।

আচমকা খুলে ফেলা হচ্ছে ডিএ মঞ্চ
কে ‘কলকাঠি’ নেড়েছেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবিতে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। এক বছরেরও বেশি অতিক্রান্ত। আজ তাঁদের আন্দোলনের ৩৭৪ দিন। পাশাপাশি ১৬ দিন হল, অনশন মঞ্চও চালাচ্ছেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আন্দোলনরত সরকারি কর্মচারীরা। এসবের মধ্যে এবার জোর করে, চক্রান্ত করে তাঁদের অনশন মঞ্চ ও ধরনা মঞ্চ খুলে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নেতাদের। রবিবার সকাল থেকেই ডেকরেটার্সের সংস্থার লোকজন এসে মঞ্চ খুলতে শুরু করে। যদিও সরকারি কর্মচারীরা জানিয়ে দিয়েছেন, এরপরও তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। মঞ্চ খুলে দিলেও খোলা আকাশের নীচেই হবে তাঁদের আন্দোলন। দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে ধরনা-অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছিলেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নেতারা। গত ১৬ দিন ধরে চলছে প্রতীকী অনশনও। কিন্তু এসবের মধ্যে রবিবার আচমকা তাঁদের মঞ্চ খুলে দেওয়ার কাজ শুরু করে ডেকরেটার্স সংস্থা। ডেকরেটার্স সংস্থার কর্মীরা ইতিমধ্যেই তাঁবু, খাট

শোনালেন আন্দোলনকারীরা

ও অন্যান্য জিনিসপত্র খুলে ফেলার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। আন্দোলনরত সরকারি কর্মচারীদের দাবি, সরকারের তরফে চক্রান্ত করেই এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে আরও জানানো হচ্ছে, গতকাল সেনার তরফে এক প্রতিনিধি দল এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে। দাবি করা হচ্ছে, সেই সময়ও তাঁদের বলা হয় ধরনা-অবস্থান তুলে নেওয়ার জন্য। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলছেন, ‘‘বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর বুকের কাটা হয়ে উঠেছিল। তিনি চলতে ফিরতে আমাদের নিয়ে অস্বস্তিতে পড়ছিলেন। যে কারণে, তিনিই কলকাঠি নেড়েছেন। যতই হোক, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তো। কলকাতা পুলিশের কিছু আধিকারিক সেনাকে দিয়ে এটা করিয়েছেন।’’ তবে এরপরও সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, আইনি লড়াই চলতে থাকবে। তাঁরা জানাচ্ছেন, ‘‘আমাদের কাছে আদালতের অনুমতি রয়েছে। প্রয়োজন হলে, ফাঁকা মাঠে এখানে কম্বল পেতে বসে অবস্থান ও অনশন কর্মসূচি চলবে।’’ প্রসঙ্গত, বড়দিনের আগে রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য ৪ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাতেও ক্ষোভ প্রশমিত হয়নি সরকারি কর্মীদের। এই ৪ শতাংশ অতিরিক্ত ডিএ কার্যত ভিক্ষে দেওয়ার মতো বলে মন্তব্য করতে শোনা যায় তাঁদের। অন্যদিকে, একাধিকবার সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার তারিখ পিছিয়েছে। আগামীকাল ৫ ফেব্রুয়ারি শীর্ষ আদালতে মামলাটি উঠতে পারে। তবে ওইদিন শুনানি হবে কিনা, তা নিয়ে এখনও প্রশ্ন রয়েছে।

‘মোদির তৃতীয় দফায় বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হবে ভারত’, আত্মবিশ্বাসী অর্থমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ তিনদিন আগেই পেশ হয়েছে কেন্দ্রীয় বাজেট। কয়েক মাস বাদেই লোকসভা নির্বাচন থাকায় পূর্ণাঙ্গ নয়, অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করা হয়েছে। নতুন সরকার গঠনের পর পেশ করা হবে পূর্ণাঙ্গ বাজেট। এবারের অন্তর্বর্তী বাজেটে বিশেষ কোনও ছাড় বা বড় নতুন কোনও প্রকল্পের ঘোষণা করেনি সরকার। এই সিদ্ধান্তের পিছনেও রয়েছে বিশেষ কারণ। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের দাবি, তৃতীয়বারও ক্ষমতায় আসতে চলেছে মোদি সরকার। এই বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী এনডিএ। সেই কারণেই বাজেটে বিশেষ কোনও চমক রাখা হয়নি। এবার সেই ইঙ্গিত দিলেন খোদ অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনও। তিনি বললেন, ‘‘তৃতীয়বার মোদি সরকার গঠন হলেই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হবে ভারত।’’ একটি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বিকশিত ভারতের লক্ষ্য এবং সরকারের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। পূর্ববর্তী ইউপিএ

সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘‘মোদি সরকার প্রথমবার যখন ক্ষমতায় এসেছিল, তখনই দেশের অর্থনীতিকে উন্নয়নের রাস্তায় পরিচালিত করেছি। দ্বিতীয় দফায় ভারতের অর্থনীতিকে আরও মজবুত করেছে সরকার এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পকে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে।’’ তৃতীয়বার যদি ক্ষমতা আসে মোদি সরকার, তবে জনগণ কী আশা করবে? এই প্রশ্নের উত্তরে নির্মলা সীতারামন বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই বলেছেন যে তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর ভারতের অর্থনীতি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হিসাবে গড়ে উঠবে। অর্থনীতিকে ওই উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য যা যা প্রয়োজন, সব করা হবে।’’ করোনাকালে আর্থিক প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করেও সীতারামন বলেন, ‘‘মোদি সরকারের দ্বিতীয় দফায় আমরা ভয়ঙ্কর মহামারি দেখেছি, যা আগে কখনও হয়নি। তারপরও অর্থনীতিকে উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ করা হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি হিসাবে উঠে এসেছে ভারত।’’

সুপারিশপত্র আছে, তবু চাকরি পাননি, মমতার বাড়ির সামনে গেলেন চাকরিপ্রার্থীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে চাকরিপ্রার্থীরা। এসএলএসটি

শরীরশিক্ষা-কর্মশিক্ষা চাকরিপ্রার্থীরা বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু, অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তর পর এবার এলেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। সুপারিশ পত্র পেলেও নিয়োগপত্র দেওয়ায় স্থগিতাদেশ রয়েছে আদলতের। তাই নিয়োগ হচ্ছে না। দ্রুত যাতে এই বিষয়টি দেখা হয় সেই আবেদন নিয়েই মমতার বাড়ির সামনে হাজির তাঁরা। এ দিন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে তাঁরা সেখানে পৌঁছন। পুলিশ আধিকারিকদের হাতে নিজেদের ডেপুটেশন জমা দেন। বলা চলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে এসে এইভাবে ডেপুটেশন জমা দেওয়া কার্যত নজিরবিহীন। প্রসঙ্গত, আইনী জটিলতায় আটকে এই সকল চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগ। দ্রুত মামলার নিস্পত্তির জন্য প্রয়োজন রাজ্যের হলফনামা। তাই যাতে দ্রুত হলফনামা জমা দেয় রাজ্য সেজন্য মুখ্যমন্ত্রীর আধিকারিকদের কাছে পূর্ব নির্ধারিত ডেপুটেশন দিতে আসেন চাকরিপ্রার্থীরা। বিক্ষোভরত এক চাকরি প্রার্থী বলেন, ‘‘দীর্ঘ পনেরো মাস ধরে একটা মিথ্যে কেসের জন্য স্থগিতাদেশ রয়েছে আমাদের চাকরিতে। তার থেকে নিস্পত্তি চেয়ে আমরা স্কুলে যেতে চাই। যেহেতু আমাদের কাউন্সিলিং হয়ে রয়েছে তাই আমরা এবার দ্রুত নিয়োগ চাই। সেই কারণেই ডেপুটেশন জমা দিতে এসেছি।’’

আবার ৭০০০ কোটি ঋণ নেবেন, রাজ্যে কফিনে শেষ পেরেক পুঁতেতে চাইছেন মমতা। শুভেন্দু

দুরন্ত বার্ত, কাঁথি, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ ক্ষমতা থেকে যাওয়ার আগে রাজ্যেকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে রেখে যেতে চান মমতা। রবিবার নিজের শহর কাঁথিতে দাঁড়িয়ে এমনই অভিযোগ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি দাবি করেন, ১০০ দিনের কাজের বকেয়া শোধ করতে ৭০০০ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে রাজ্য সরকার। শুভেন্দু বলেন, ‘‘অর্থ দফতরের লোকেরা সকালে আমাকে নোট পাঠিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী ৭ তারিখের আগে একটা অ্যাডিশনাল লোনের সাত হাজার কোটি টাকা প্রেয়ার করতে বলেছেন। সাত হাজার কোটি টাকা অ্যাডিশনাল লোনের প্রেয়ার করার জন্য বাজেট সেলকে বলেছেন। এই লোনটা তিনি নেবেন। এর ক্ষতি হলো রাজ্যের। ঋণের পরিমাণ বাড়বে, আগামী অর্থবর্ষে বেতন থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বার্ধক্য ভাতা থেকে শুরু করে গ্রাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশনার্স এর টাকা এবং যে স্কুলগুলো রাজ্য সরকার নিজেরা চালায় বা ম্যাচিং গ্যারান্ট দিতে হয় যেমন ৯৫১ কোটি টাকা পরশুদিন এসেছে জল জীবন মিশনের। সেই ৯৫১ কোটি টাকায় ভারত সরকারের জলশক্তি দপ্তরের শর্ত দিয়েছে যে সমান ৯৫১ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ওই সেম অ্যাকাউন্টে দিতে হবে। তারপর কেন্দ্রের ৯৫১ কোটি টাকায় আপনি হাত দিতে পারবেন।

তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যকে রসাতলে পাঠানোর জন্য অর্থনৈতিক অবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য ঋণ নিচ্ছেন।’’ শুভেন্দু আরও বলেন, ‘‘পরে ওনাকে যে চালাতে হবে না তা উনি জানেন। কফিনের শেষ পেরেক পোঁতার জন্য ৭ হাজার কোটি টাকা অ্যাডিশনাল লোনের প্রেয়ার করতে বলেছেন। এটা নির্বাচনের আগে মেটেরিয়াল পেমেন্টের নামে তৃণমূলের কাটমানি, ঘুষ। নির্বাচনী তহবিল এবং এই ঠিকাদারদেরকে দিয়ে গ্রামাঞ্চলে ভোট নিয়ন্ত্রণ করা এবং মদ-মাংসের মোচ্ছব করে যাতে লোকসভায় কোনভাবে অস্তিত্ব রক্ষার এটা চেষ্টা তিনি করছেন।’’ এদিন শুভেন্দু আরও দাবি করেন, ১০০ দিনের কাজে শ্রমিকদের বকেয়া নয়, ঠিকাদারদের ভুয়ো বিল শোধ করা অগ্রাধিকার মমতার সরকারের কাছে।

ভোটের ব্লু প্রিন্ট তৈরিতে বঙ্গ বিজেপির ‘টিম’ তৈরি, কারা পেলেন জায়গা?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ লোকসভা ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। এখন শুধু নির্ঘণ্ট ঘোষণার অপেক্ষা। এরইমধ্যে ভোটের জন্য কমিটি তৈরি করল রাজ্য বিজেপি। কমিটিতে রয়েছেন সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষরা। লোকসভা ভোটে মাটি কামড়ে লড়াই চালাতে মরিয়া সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিই। ইতিমধ্যেই রাজনীতির নানা সমীকরণ দেখা যাচ্ছে। জোট থেকে দলবদলের হিড়িক, রয়েছে সবই। নির্বাচনের আবহে সুষ্ঠুভাবে ভোট পরিচালনায় কোমর বেঁধে ময়দানে নেমে পড়ল বিজেপি। আজ রবিবার বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের সইসম্বলিত রাজ্য নির্বাচন কমিটির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে রয়েছেন চারজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রয়েছেন পাঁচজন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক, একজন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন), একজন রাজ্য যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন)। এছাড়াও আছেন দুই কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক, দু'জন কেন্দ্রীয়, সহকেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক। রয়েছেন দুই প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষ, শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও নাম রয়েছে সুভাষ সরকার, নিশীথ প্রামাণিক, শান্তনু ঠাকুর, জন বার্লা, রাহুল সিনহা, লকেট চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পল, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, দীপক বর্মন, অমিতাভ চক্রবর্তী, সতীশ ধন্দ, ফাল্গুনী পাত্র। স্পেশাল ইনভাইটি হিসাবে আছেন সুনীল বনশল, মঙ্গল পাণ্ডে, অমিত মালব্য ও আশা লাকড়া।

উচ্চমাধ্যমিকের প্রশ্নে এই প্রথমবার ‘ইউনিক কোড’, কী করতে হবে পরীক্ষার্থীদের?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ নিরাপত্তার জন্য উচ্চ মাধ্যমিকের প্রশ্নে এবার ইউনিক কোড থাকছে। প্রশ্নের ডানদিকে উপরে থাকবে ইউনিক সিরিয়াল নম্বর। উত্তরপত্রে সেই সিরিয়াল নম্বর লিখতে হবে পরিক্ষার্থীদের। সই করার সময় পরীক্ষা পরিদর্শকরা দেখে নেবেন উত্তরপত্রে ইউনিক কোড আছে কি না। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও জাতীয় স্তরের পরীক্ষার ক্ষেত্রে এরকম ইউনিক কোডের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এবার তা প্রশ্নপত্রে রাখছে উচ্চশিক্ষা সংসদও। এ বছর প্রথমবার উচ্চমাধ্যমিকে এই কোডের ব্যবহার করা হবে। আগেই সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, পরীক্ষাব্যবস্থায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এই ইউনিক কোডের আলাদা ভূমিকা থাকবে। জয়েন্ট এন্ট্রান্সের মতো পরীক্ষায় এই ইউনিক কোডের ব্যবহার দেখা যায়। মূলত সিকিউরিটি ফিচার হিসাবেই এটিকে গণ্য করা হয়। রবিবার এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করেছে সংসদ। ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তা চলবে। ১৬ ফেব্রুয়ারি হবে প্রথম ভাষার (বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, নেপালি, উর্দু, সাঁওতালি, ওড়িয়া, তেলুগু, গুজরাটি ও পঞ্জাবি) পরীক্ষা। ১৭ তারিখ রয়েছে ভোকেশনাল বিষয়ে পরীক্ষা। ১৯ তারিখ রয়েছে দ্বিতীয় ভাষার (বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, নেপালি) পরীক্ষা। অল্টারনেটিভ ইংরাজি পরীক্ষাও হবে ১৯ তারিখ। ২০ তারিখ রয়েছে অর্থনীতির পরীক্ষা। ২১ ফেব্রুয়ারি পদার্থবিদ্যা, নিউট্রিশন, এডুকেশন ও অ্যাকাউন্টেন্সি। ২২ তারিখ কম্পিউটার সায়েন্স, আধুনিক কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা, গান, ভিজুয়াল আর্টস, পরিবেশ বিদ্যার পরীক্ষা। ২৩ তারিখ দর্শন, সমাজবিজ্ঞান ও কমার্শিয়াল ল' অ্যান্ড প্রিলিমিনারিস অব অডিটিং বিষয়ের পরীক্ষা রয়েছে। এরপর ২৪ ফেব্রুয়ারি থাকছে রসায়ন, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন, সংস্কৃত, ফারসি, আরবি ও ফরাসি ভাষার পরীক্ষা। ২৭ তারিখ অঙ্ক, মনোবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, কৃষিবিদ্যা ও ইতিহাসের পরীক্ষা। ২৮ তারিখ জীববিদ্যা, বিজনেস স্টাডিজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরীক্ষা। ২৯ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষার শেষদিন পরিসংখ্যান, ভূগোল, কস্টিং অ্যান্ড ট্যাক্সেশন, গৃহ ব্যবস্থাপনা এবং পারিবারিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার পরীক্ষা।

জোটের আশা জিইয়ে রেখেও মমতাকে জয়রামের বার্তা, একতরফা ঘোষণা ঠিক হয়নি

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ লোকসভা ভোটকে মাথায় রেখে তৈরি হয়েছিল ‘ইন্ডিয়া’ জোট। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বেশিরভাগ বিরোধী দল এক ছাতার তলায় এলেও বর্তমানে তার নড়বড়ে অবস্থা। নীতীশ কুমার জোট ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ঘোষণা করে দিয়েছেন যে বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হচ্ছে না। এই বিষয়ে এতদিন নরম সুর রেখেছিলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ। কিন্তু এবার যেন ধর্য্যের বাঁধ ভেঙেছে। ‘‘বিজেপি এবং আরএসএস-এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, এটাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত’’। এমনটাই বক্তব্য জয়রামের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের দল সম্পর্কে দাবি করেছেন যে তারা হয়তো ৪০টি আসনও পাবে না। তার প্রতিক্রিয়া দিয়ে জয়রাম বলেন, ‘‘আমাদের তরফ থেকে আমরা আলোচনা বন্ধ করিনি। একতরফা আসনও ঘোষণা করিনি। এমনকী ৫-১০ আসনের কথাও ওভাবে বলা হয়নি, কথাবার্তা চলছে।’’ তৃণমূল নেত্রীর সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা পরিষ্কার বলেন, ‘‘একজন হঠাৎ করে বলে দিলেন আলোচনা বন্ধ হয়ে গেছে, আমরা ৪২ আসনেই লড়ব, এটা সঠিক নয়।’’ জয়রাম স্বীকার করে নেন, ইন্ডিয়া জোটের অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জোটের নাম দেওয়ার পিছনেও তিনিই আছেন। এক্ষেত্রে বলা যায়, কংগ্রেস নরমে হোক কী গরমে, এখনও বাংলায় জোটের আশাতেই আছে। প্রসঙ্গত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, কংগ্রেসকে তিনি ২টি আসনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু তারা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে কংগ্রেসকে একটাও আসন দেবেন না। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট না হওয়ার কারণ হিসেবে মমতা সিপিএমকেও নিশানায় নেন। দাবি করেন, কংগ্রেস-সিপিএম এক হয়েছে বিজেপিকে সাহায্য করার জন্য।

‘বিজেপিতে যোগ দিতে বাধ্য করছে’, বিধায়ক কেনাবেচার অভিযোগে বিস্ফোরক কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ টানা পাঁচবার ইডির সমন এড়িয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আগাগোড়াই তিনি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তলবকে বেআইনি বলে এসেছেন। গ্রেফতারের জন্যই কেজরিওয়ালকে বার বার তলব করা হচ্ছে বলে দাবি করেছে আম আদমি পার্টি। আর এইসবের মাঝেই তাঁকে বিজেপিতে যোগ দিতে বাধ্য করা হচ্ছে বলে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন কেজরিওয়াল। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, প্রতিনিয়ত তাঁর উপর রাজনৈতিক চাপ তৈরির চেষ্টা চলছে। কোনও পরিস্থিতিতেই ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে সমঝোতা করবেন না বলে সাফ জানিয়েছেন কেজরিওয়াল। কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়ে আপ প্রধান বলেন, ‘‘যে কোনও অবস্থাতেই এই চাপের কাছে মাথা নত করব না। যত খুশি ষড়যন্ত্র করুক, কিছু করতে পারবে না। কিছুতেই হার মানব না।’’ এমনকী বিজেপিতে যোগদান করলেই তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ তুলে নেওয়া হবে বলে দাবি করেন কেজরিওয়াল। কয়েকদিন আগেই আম আদমি পার্টির বিধায়কদের কোটি কোটি টাকার লোভ দেখানো হচ্ছে বলে দাবি করেন কেজরিওয়াল। দলের সাত বিধায়ককে ২৫ কোটি টাকার বিনিময়ে বিজেপি কেনার চেষ্টা করছে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে এমন অভিযোগও আনতে দেখা গিয়েছে।

কেজরিওয়ালের সেই দাবির বিরোধিতা করে দিল্লি পুলিশের দ্বারস্থ হয় বিজেপি। নোটিশ হাতে দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের একটি দল পৌঁছে যায় কেজরিওয়ালের বাসভবনে। আপের অপর মন্ত্রী অতিশির বাড়িতেও রবিবার পৌঁছয় ক্রাইম ব্রাঞ্চ। শনিবার রাতে কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেয় ইডি। শনিবার দিল্লির আদালতে কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) ৬৩ (৪) ধারায় অভিযোগ জানিয়েছে ইডি। সূত্রের খবর, কেজরিওয়ালের হাজিরা নিশ্চিত করতে বুধবার তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার জন্য আদালতে আবেদন জানাতে পারেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যে সেই প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, কেজরিকে দিল্লির আবগারী দুর্নীতি সূত্রে বারবার সমন পাঠাচ্ছে ইডি। আপ সূত্রের খবর, প্রায় দু'বছর হতে চলল প্রাক্তন আবগারি মন্ত্রী মণীশ সিশোদিয়া মদ দুর্নীতির মামলায় জেলে রয়েছেন। তিনি ছিলেন কেজরিওয়ালের দক্ষিণ হস্ত। মাস ছয়েক হতে চলল জেল বন্দি আপের আর এক গুরুত্বপূর্ণ নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং। এই পরিস্থিতিতে কেজরিওয়ালও গ্রেফতারের আশঙ্কা করছেন। তাই তিনিও জেলে চলে গেলে পার্টির সমূহ বিপদ। আর এই কারণেই ইডির তলবে তিনি সাড়া দিচ্ছেন না বলে দাবি রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

অসমে ১১,৬০০ কোটি টাকার দশটি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস প্রধানমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ গুয়াহাটির খানাপাড়ায় পশু চিকিসা মহাবিদ্যালয় ময়দানে সমাবেশ মঞ্চ থেকে নরে ঃদ্র মোদী ভার্চুয়ালি মোট ১১,৬০০ কোটি টাকার ১০টি প্রকল্পের শিলান্যাস এবং কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর মধ্যে ৪৯৮ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে মা কামাখ্যা দিব্যলোক প্রকল্প ৩,২৫০ কোটি টাকা বিনিযগেে সব সুবিধাযুক্ত অত্যাধুনিক গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের আপগ্রেডেশন ৩৬৮ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে লোকপ্রিয় .গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবঃদর সংযোগকারী রাস্তা প্রশস্তকরণ প্রকল্প অসম মালা ২.০-এর অধীনে ৩,৪৪৪ কোটি টাকায় ৪৩টি রাস্তার আপগ্রেডেশন এবং ৩৮টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প ৮৩১ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে নেহরু স্টেডিয়ামকে ফিফা স্ট্যান্ডার্ড ফুটবল স্টেডিয়ামে আপগ্রেডকরণ ক্রীড়া সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চন্দ্রপুর স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো উন্নয়নে ৩০০ কোটি টাকার প্রকল্প ৫৭৮ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে রামকৃষ্ণনগরে করিমগঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং ২৯৭ কোটি টাকা বিনিয়োগে একটি ইউনিটি মল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের শিলান্যাস। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন বিশ্বনাথ চারিয়ালি থেকে গহপুর পর্যন্ত ১,৪৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত গুরুত্বপূর্ণ চারলেন সড়ক এবং দোলাবাড়ি থেকে জামুগুড়ি পর্যন্ত ৫৯২ কোটি টাকায় নির্মিত চার লেন সড়ক। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সার্বিক উন্নযনই সরকারের প্রধান অ্যাজেন্ডা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন ছাড়া দেশ এগিয়ে যেতে পারবে না। তীর্থস্থান, মন্দির, বিশ্বাসের স্থানগুলো শুধু দেখার জায়গা নয়, এগুলো আমাদের হাজার বছরের উদ্বোধন এবং রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর গত ১২ দিনে প্রায় ২৪ লক্ষ পুণ্যার্থী প্রভু শ্রীরামের

গুয়াহাটির খানাপাড়ায় পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ময়দানে সমাবেশ মঞ্চ থেকে ভার্চুয়ালি মোট ১১,৬০০ কোটি টাকার ১০টি প্রকল্পের শিলান্যাস এবং কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করে প্রদত্ত ভাষণে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রায় দু লক্ষাধিক জনতার সামনে প্রদত্ত উদাত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর যাঁরা বছরের পর বছর ক্ষমতায় ছিল, দুর্ভাগ্যবশত তাঁরা দেশের পবিত্র উপাসনালয়ের গুরুত্ব বুঝতে পারেনি। তিনি বলেন, 'আমাদের সভ্যতার নিদর্শন। রাজনৈতিক সুবিধার জন্য তাঁরা নিজেদের সংস্কৃতি ও ইতিহাস নিয়ে লজ্জাজনক ধারা বজায় রেখেছিল। এটা অতীতের জন্য লজ্জিত করার একটি প্রবণতা হয়ে উঠেছিল। কোনও দেশই তার অতীত ভুলে শিকড় কেটে উন্নয়ন করতে পারে না। প্রকৃত ইতিহাসকে অবহেলা করে কোনও দেশ উন্নতি করতে পারে না। তবে গত দশ বছরে দেশের পরিস্থিতি পাল্টেছে,' অনুষ্ঠানে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদী বলেন, অযোধ্যায় রাম মন্দির দর্শন লাভ করেছেন। পর্যটন ক্ষেত্রের উন্নয়ন হয়েছে। অসমেও মা কামাখ্যা দর্শনে অসংখ্য পর্যটক ও পুণ্যার্থীর আগমন ঘটবে। আগামীদিনে অসম দেশের অন্যতম প্রধান পর্যটন ভূমি হয়ে উঠবে। আর্থিকভাবে লাভান্বিত হবেন এখানকার মানুষ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অসমে বিজেপি সরকারের আগে মাত্র ছয়টি মেডিক্যাল কলেজ ছিল। বর্তমানে ১২টি মেডিক্যাল কলেজ হয়েয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে অসম আজ ক্যানসার চিকিসার একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠছে।

ঝাড়খণ্ডের লোহারদাগায় গুলিবিদ্ধ ঠিকাদার

লোহারদাগা, ৪ ফেব্রয়ারি ঃ ঝাড়খণ্ডের লোহারদাগায় একজন ঠিকাদারকে গুলি করে খুন করা হয়। রবিবার সকালে ঝাড়খণ্ডের লোহারদাগা জেলার কুদু বাজারে ঠিকাদার সন্তোষ মাঞ্জি ওরফে মংলুকে গুলি করে হত্যা করা হয। সন্তোষ মাঞ্জিকে গুরুতর অবস্থায. রাঁচির আরআইএমএসে নিয়ে যাওয়ার পথে রাস্তাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। মৃতদেহ নিয়ে.রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী।একটি মোটরসাইকেলে করে দুই ব্যক্তি এসে তাঁকে গুলি করে পালিযে. যায।পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে। কী কারণে এই হত্যাকাণ্ড তা এখনই অনুমান করা যাচ্ছে না।

হাতির হামলা

চালসা, ৪ ফেব্রয়ারি ঃ জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকে মুদি দোকানে হামলা চালাল হাতি। দোকান ভেঙে সাবাড় করল যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার ভোররাত নাগাদ সংলগ্ন পানঝোরা জঙ্গল থেকে একটি হাতি বেরিয়ে চলে আসে মঙ্গলবাড়ি বস্তি এলাকায়।

উত্তরপ্রদেশের লখনউতে একটি তিনতলা আবাসনে আগুন, কেউ আহত হয়নি

লখনউ, ৪ ফেব্রয়ারি ঃ উত্তরপ্রদেশের লখনউতে একটি তিনতলা আবাসনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। যদিও এই আগুনে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। শনিবার গভীর রাতের এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটির তথ্য পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। মুখ্য দমকল আধিকারিক মঙ্গেশ জানিয়েছেন, তিনতলা আবাসনের পার্কিং এলাকায.আগুন লেগে সেখানে পার্ক করা গাড়ি ও বাইকসহ বেশিরভাগ যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লখনউয়ের চক থানার সীমানায.রাজা বাজার মোড়ে এই আবাসনটি অবস্থিত। ওই এলাকার স্থানীয় বাসিঃদারা ওই আবাসনের পার্কিং এলাকায় আগুন লেগেছে বুঝতে পেরে দমকল বিভাগ এবং পুলিশে খবর দেয়। দমকল বিভাগের ২টো ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় ব্যবসায়ীর মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার গাড়ির চালক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ ফেব্রয়ারি,ঃ শিলিগুড়ির সেবক রোডে বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় এক ব্যবসায়ীর মৃত্যুর ঘটনায় দুদিন পর গ্রেফতার হল গাড়ির চালক। ধৃতের নাম দীপক গিরি। ধৃতকে এদিন জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। সূত্রের খবর অনুযায়ী, গত বৃহস্পতিবার দুই বন্ধুর সঙ্গে সেবক রোডে দাড়িয়ে ছিলেন মুকেশ মিত্তল। সেসময় ভক্তিনগর চেকপোস্টের দিক দিয়ে দ্রুতগতিতে আসা একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। গাড়ির নীচে চাপা পড়ে দুজন। ঘটনার পর আহতদের উদ্ধার করে সেবক রোডে একটি নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে মুকেশ মিত্তলকে মৃত বলে জানান চিকিৎসকেরা। দুর্ঘটনার পরই পালিয়ে যায় ঘাতক গাড়িটিতে থাকা তিনজন। খবর পেয়ে ভক্তিনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এদিকে ঘটনার পর মৃতের পরিবার ও পরিজনেরা গাড়ি চালকের গ্রেফতারের দাবী তোলে।এরপরই পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্ত চালকের খোঁজ শুরু করে।শনিবার রাতে গান্ধীনগর এলাকা থেকে চালক দীপক গিরিকে ধরে ফেলে পুলিশ। ধৃতকে এদিন জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হবে।গোটা ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

রাজস্থানের সীকারে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ৩ যুবক

সীকার, ৪ ফেব্রয়ারি ঃ রাজস্থানের সীকারে শনিবার গভীর রাতে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় ৩ যুবকের মৃত্যু হয়েছে। সীকার জেলার লসাল থানা এলাকায় একটি ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ৩ যুবকের মৃত্যু হয়েছে। একই সঙ্গে গুরুতর আহত হয়েছেন ১ যুবক। শনিবার রাতে একটি সুইফট গাড়ি রাস্তার পাশের খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা দিলে দুর্ঘটনা ঘটে। লোসাল থানার এসএইচও রাকেশ কুমার জানিয়েছেন, রাত ২টা নাগাদ দিদওয়ানা রোডে দুর্ঘটনাটি ঘটে। গঙ্গাঘর হোটেলের আগে পুরসভার একটি বড় খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা লাগে সুইফট গাড়ির, আর তাতেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। গাড়িতে ছিলেন ৪জন। চিকিসাধীন অবস্থায় শিশরাম ওলা (২০), ধর্মেন্দ্র জাট (১৯) এবং লোকেশ জাট (২০)-এর মৃত্যু ঘটে। আহত সুনীল জাট (১৫)কে চিকিসার জন্য অন্যত্র রেফার করা হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডের লোহারদাগায় গুলিবিদ্ধ ঠিকাদার

লোহারদাগা, ৪ ফেব্রয়ারি ঃ ঝাড়খণ্ডের লোহারদাগায.একজন ঠিকাদারকে গুলি করে খুন করা হয়। রবিবার সকালে ঝাড়খণ্ডের লোহারদাগা জেলার কুদু বাজারে ঠিকাদার সন্তোষ মাঞ্জি ওরফে মংলুকে গুলি করে হত্যা করা হয়। সন্তোষ মাঞ্জিকে গুরুতর অবস্থায.রাঁচির আরআইএমএসে নিয়ে যাওয়ার পথে রাস্তাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। মৃতদেহ নিয়ে.রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী।একটি মোটরসাইকেলে করে দুই ব্যক্তি এসে তাঁকে গুলি করে পালিয়ে যায়।পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে। কী কারণে এই হত্যাকাণ্ড তা এখনই অনুমান করা যাচ্ছে না।

মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে মাঠের মধ্যে উদ্ধার হ্যান্ড গ্রেনেড

ইংদোর, ৪ ফেব্রয়ারি ঃ মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে মাঠের মধ্যে হ্যান্ড গ্রেনেড মেলায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এলাকাবাসী। ইন্দোরের দ্বোয়ারকা পুরি এলাকায় শনিবার রাতে এই গ্রেনেডটি লক্ষ্য করা যায়। তারপরই এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। স্থানীয়রা গ্রেনেডটি দেখে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বম্ব ডিসপোসাল স্কোয়ার্ডকে খবর পাঠায়। বোমা নিষ্ক্রীয়কারী সংস্থা ঘটনাস্থলে এসে বোমাটি নিষ্ক্রীয় করে। দ্বোয়ারকা পুরির স্টেশন ইনচার্জ অনিল গুপ্তা জানিয়েছেন, আইটিসি মাঠে বোমা পাওয়ার খবর আমাদের জানালে আমরা বোমা নিষ্ক্রীয়কারী সংস্থাকে খবর পাঠাই। ওই সংস্থা বোমাটি নিষ্ক্রীয় করে এবং পরবর্তী পরীক্ষার জন্য পাঠায়।

চুড়াইবাড়িতে ২০ লক্ষাধিক টাকার নেশা জাতীয় কফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত

বাজারিছড়া (অসম), ৪ ফেব্রয়ারি ঃ গুয়াহাটি থেকে ত্রিপুরায় পাচারের পথে করিমগঞ্জ জেলার (অসম) অন্তর্গত বাজারিছ।া থানাধীন চুড়াইবাড়ি ওয়াচ পোস্ট পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে প্রায় ২০ লক্ষাধিক টাকার নেশা জাতীয় কফ সিরাপ। নিষিদ্ধ নেশার কফ সিরাপ পাচারের অভিযোগে গাড়ি চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ ওয়াচ পোস্টের ইনচার্জ প্রণব মিলি জানান, আজ রবিবার সকালে এএস ইউপি ২১ সিএন ৭৬৫৬ নম্বরের শীতবস্ত্র বোঝাই বেসরকারি ট্রান্সপোর্ট সংস্থা মা অন্নপূর্ণা নামের একটি কন্টেইনার (পণ্যবাহী লরি) চুড়াইবাড়ি পুলিশ চেক গেটে আসে। লরিতে রুটিন তালাশি চালিয়ে কর্তব্যরত পুলিশের দল বিভিন্ন শীত বস্ত্রের আড়াল থেকে ১২ কার্টুনে এক হাজার ২০০ শিশি নেশার কফ সিরাপ এসকাফ উদ্ধার করেন। উদ্ধারকৃত কফ সিরাপগুলির কালোবাজারে মুল্য কমপক্ষে ২০ লক্ষাধিক টাকা হবে। নিষিদ্ধ কফ সিরাপ পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা কনটেইনার চালক গুলফাম আলিকে। পুলিশ অফিসার মিলি জানান, ধৃত গুলফামের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হলো অরুণোদয় সংকলনের বই

মলয় সুর, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ৪৭ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় বঙ্গভূমি সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে ২৬৯ নম্বর সৌনীতা প্রকাশনীর সহযোগিতায় ডক্টর সহদেব দলুই ও ডক্টর অর্ণব দত্ত এঁদের যুগ্ম সম্পাদনায় অরুনোদয় সংকলনের বইটির মোড়ক প্রকাশিত হলো। এবারের বইমেলায় রবিবার একাদশ দিনের বিকালে বই প্রকাশের সময় উপস্থিত ছিলেন তিনবারের জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সমাজসেবী অনির্বাণ সামন্ত, বিশ্ব বঙ্গীয় সাহিত্য কলা একাডেমীর চেয়ারম্যান সঞ্জয় কুমার মুখোপাধ্যায়, কবি মোহিতলাল মজুমদার ও কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক এর উত্তরসূরী মহাশ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কবি মৌটুসী বীর ,বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সর্বজি যশ , বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ কুন্তল অধিকারী, কবি দিলীপ প্রামানিক প্রমূখ। ডক্টর সহদেব দলুই তিনি নিজে কবি ও সাহিত্যিক। বিষয় ইস্টার্ন রেলের হাওড়া ডি আর এম বিল্ডিং এ কর্মরত। আবার তাঁর কলম থেকেই বেরিয়েছে অসংখ্য কবিতা। সমালোচকদের প্রশংসাধন্য নতুন আলো সোনালী সকালের মতো পাঠক প্রিয় জনপ্রিয় কবিতা গুলি। হার্ড কভার বইটির প্রতিটি লেখাই সুখপাঠ্য। একবার ধরলে পুরোটা শেষ না করে ওঠা যায় না।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২০ মাঘ, রবিবারের পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা রবিবার ২০ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজী ৪ ফেব্রয়ারী ২০২৪, ৫৩৭ চৈতনাব্দ, কলি ৫১২৪, সৌর ২১ মাঘ, চান্দ্র ২৪ মাধব মাস, ১৯৪৫ শকাব্দ ২০৮০ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৭ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশ ২১ মাঘ ১৪৩০, ভারতীয় সিভিল ১৫ মাঘ ১৯৪৫, মৈতে ২৪ বাকচিং, আসাম ২০ মাঘ, মুসলিম ২৪-রজব-১৪৪৫ হিজরী সূর্য উদয় সকাল ০৬১৭১০ এবং অস্ত বিকাল ০৫২৩২৯। চন্দ্র উদয় শেষ রাত্রি ০১৪৪১৮(৪) এবং অস্ত সকাল ১২৩৩৫৯(৫)। কৃষ্ণ পক্ষ । তিথি নবমী (রিক্তা) দুপুর ঘ ০১৩৬২৪ দং ১৫৪৭৫২.৫ পর্যন্ত নক্ষত্র অনুরাধা শেষ রাত্রি ঘ ০৩৩২৪৮ দং ৫৩৯৫৭.৫ পর্যন্ত পরে জ্যেষ্ঠা করণ গর দুপুর ঘ ০১৩৬২৪ দং ১৫৪৭৫২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজ রাত্রি১২৩৭৩০ দং ৪৫৫১৪২.৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টি যোগ ধ্রুব অমৃতযোগ দিন ০৭০১৪০ থেকে - ০৯৫৯২২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭০৬৪৪ থেকে - ০৮৪৯৫৩ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ দিন ০৬১৭১৫ থেকে - ০৭০১৪০ পর্যন্ত, তারপর ১২৫৭০৩ থেকে - ০১৪১২৮ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬১৫০৯ থেকে - ০৭০৬৪৪ পর্যন্ত, তারপর ১২১৬১২ থেকে - ০৩৪২৩১ পর্যন্ত। কুলিকবেলা দিন ০৩৫৪৪৪ থেকে - ০৪৩৯০৯ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রি ০৩৪২৩১ থেকে - ০৪৩৪০৬ পর্যন্ত।

বারবেলা দিন ১০২৭০৭ থেকে- ১১৫০২৫ পর্যন্ত। কালবেলা দিন ১১৫০২৫ থেকে- ০১১৩৪২ পর্যন্ত। কালরাত্রি ০১২৭০৭ থেকে-০৩২৩৫০ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন) রবি ৯২১১৫২১ (২২) ৪ পদ,চন্দ্র ৭১৭২৬৪৯ (১৮) ১ পদ, মঙ্গল ৮২৬৪০৫৪ (২১) ১ পদ, বুধ ৯৬১৮১৬ (২১) ৩ পদ, বৃহস্পতি ০১৩৫৫৫৪ (২) ১ পদ, শুক্র ৮২০৪৫৫৪ (২০) ৩ পদ, শনি ১০৯৪২১১ (২৪) ১ পদ, রাহু ১১২৭৭১৭ (২৭) ৪ পদ, কেতু ৫২৭৭১৭ (১৪) ২ পদ। লগ্ন মকর রাশি সকাল ০৬৫০২২ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৮২৩৪৬ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯৫৪৫০ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১১৩৫২৩ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০১৩৩৪৭ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০৩৪৭০৬ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৬০২৪৯ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮১৪০৯ পর্যন্ত।

রাশিফল

মেষ-গুরুজনের শরীর নিয়ে একটু চিন্তিত হতে হবে আপনাকে। চাকুরিজীবীদের আয়ের বাড়তি উস থাকবে। সঞ্চিত সম্পদ বৃদ্ধি হবে।

বৃষ-আজ শুরুটা খুব শুভ হতে চলেছে। এই সময়ে, আপনার পরিকল্পিত কাজ সময়মতো হয়ে যাবে।

মিথুন-সাফল্যের সময় শুরু হবে। পরিকল্পিত কাজ শেষ করার জন্য আপনাদের অলসতা দূর করতে হবে।

কর্কট- শুরুতে কাউকে এমন কোনোও প্রতিশ্রুতি দেবেন না। যা ভবিষ্যতে পূরণ করতে সমস্যায. পড়তে হবে।

সিংহ-কোনোও প্রভাবশালী ব্যক্তির সহাযতায. দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে। যার কারণে আপনার মন খুব খুশি হবে। জমি ও বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের ইচ্ছা পূরণ হতে পারে।

কন্যা-সতর্ক থাকতে হবে। অন্যথায় আপনাকে অপ্রয়োজনীয় সমস্যার সম্মুখীন হতে হতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে আপনার কর্মক্ষেত্রে কারোর সঙ্গে তর্ক করা এরিয়ে চলতে হবে।

তুলা-কিছু সমস্যা নিয়ে.শুরু হতে পারে, কিন্তু শেষার্ধে তারা কাঙ্খিত সুখবরে ভালো ফল পাবেন। এমন পরিস্থিতিতে, কোনোও অবস্থাতেই আপনার ধৈর্য ও বিচক্ষণতা হারাবেন না।

বৃশ্চিক- অন্যথায় এই তিনটিই আপনার মাথাব্যথার কারণ হতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে, আপনাকে বাড়ির মেরামত বা বিলাসবহুল জিনিসগুলিতে পকেট থেকে আরও বেশি অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে।

ধনু-আপনি পেশা এবং ব্যবসা সম্পর্কিত কিছু ভালো খবর শুনতে পারেন। যারা চাকরি খুঁজছেন তারা কাঙ্ক্ষিত সুযোগ পাবেন।

মকর-শুভানুধ্যায়ীদের সাহায্যে পরিকল্পিত কাজ সময়মতো শেষ হবে। কর্মক্ষেত্রে সিনিয়র ও জুনিয়র উভয়ই আপনার প্রতি সদয় হবেন।

কুম্ভ-শুরুটা কিছু সমস্যা দিয়েই কাটবে। এই সপ্তাহে আপনাকে পারিবারিক-সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান খুঁজতে একটু বেশি দৌড়াতে হতে পারে।

মীন-কোনও কাজে তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে.চলুন এবং কোনও কাগজে সঠিকভাবে না পড়ে এবং না বুঝে সই করবেন না।

মন্দ আবহাওয়ার কারণে শ্রীনগর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাতিল ৭টি বিমান

শ্রীনগর, ৪ ফেব্রয়ারি ঃ আবহাওয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় শ্রীনগর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৭টি বিমান বাতিল করা হয়েছে। রবিবার সকাল থেকেই জম্মু ও কাশ্মীরে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বিরাজ করছে। শ্রীনগর শহর তুষারে ঢেকে রয়েছে। সেজন্যই ৭টি বিমান চলাচল বাতিল করা হয়েছে, সেইসঙ্গে অন্যান্য বিমানগুলিকে স্ট্যান্ডবাই রাখা হয়েছে। শ্রীনগর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এক আধিকারিক রবিবার জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত কমপক্ষে ৭টি বিমান বাতিল করা হয়েছে এবং অন্যগুলি স্ট্যান্ডবাইতে রয়েছে। তিনি বলেন, তুষারপাত অব্যাহত থাকায় অন্যান্য বিমান টেক অফ হবে নাকি বাতিল হবে তা এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। অন্যদিকে, জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়ে যানবাহন চলাচলের জন্য একদিক খুলে দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে যাত্রীদের সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে ট্রাক্টরের ধাক্কায় মৃত ২ বাইক আরোহী

মির্জাপুর, ৪ ফেব্রয়ারি ঃ উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে ট্রাক্টরের ধাক্কায.২জন বাইক আরোহী যুবকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার গভীর রাতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আহরাউড়া থানা এলাকার কুদারন-আধওয়ার সড়কের একটি কালভার্টের কাছে একটি ট্রাক্টরের ধাক্কায় ২জন বাইক আরোহী যুবকের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃতরা হলেন, অরবিন্দ (২৬) এবং দীপক (২৫)। পুলিশ জানিয়েছে ২জন শনিবার রাতে বাইকে করে গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে আহরাউড়া থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। কুদরান খাল কালভার্টের কাছে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক্টর আচমকাই তাদের বাইককে ধাক্কা মারলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় ২ যুবকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর ট্রাক্টর চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

ধানবাদে আবার শুরু রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়া ন্যায় যাত্রা

দুরন্ত বার্তা, ধানবাদ, ৪ ফেব্রয়ারি ঃ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর 'ভারত জোড়ো ন্যায.যাত্রা' ধানবাদে আবার শুরু হয়েছে। রবিবার এই যাত্রা ধানবাদ থেকে শুরু হয়েছে। রবিবার ঝাড়খণ্ডে তাঁর যাত্রার তৃতীয় দিন। শনিবার ধানবাদ জেলার টুন্ডি ব্লকে রাতে বিশ্রাম নেন রাহুল গান্ধী। তারপর আবার রবিবার সকাল থেকে ধানবাদ শহরের গোবিন্দপুরে যাত্রা শুরু হয়। 'ভারত জোড়ো ন্যায. যাত্রা' প্রসঙ্গে কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ রবিবার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, আজ আমরা ধানবাদে আছি এবং আমরা পরে বোকারোতে যাব। তিনি বলেন, বোকারো একটি স্টিলের শহর। রমেশ আরও জানান, যখন মানুষ বলে যে আমরা ৭০ বছরে কী করেছি, সেই প্রসঙ্গে বলি ভিলাই, রৌরকেলা, দুর্গাপুর, ভাকরা নাঙ্গল, বোকারো, ধানবাদ, বারাউনি, সিন্দ্রি - এগুলো সবই ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্মৃতিচিহ্ন।

পণ্ডিত ভীমসেন যোশী এবং বিরজু মহারাজকে জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর

ভোপাল, ৪ ফেব্রয়ারি ঃ পণ্ডিত ভীমসেন যোশী এবং বিরজু মহারাজকে জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। রবিবার পন্ডিত বিরজু মহারাজ এবং পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর জন্মবার্ষিকী। ইনি ভারতীয়.নৃত্যশৈলী কথককে বিশ্ব মঞ্চে প্রদর্শন করে সম্মানিত করেছিলেন। পণ্ডিত ভীমসেন যোশী হলেন বিখ্যাত হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় গায়ক, মহান সঙ্গীত অনুশীলনকারী এবং ভারতরত্ন পুরস্কার বিজয়ী। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব সামাজিক মাধ্যমে পণ্ডিত ভীমসেন যোশীকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি সুর সম্রাট ভীমসেন যোশীকে তাঁর

জন্মবার্ষিকীতে স্মরণ করে লিখেছেন, ভারত রত্ন পুরস্কারে ভূষিত, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের একজন মহান অনুশীলনকারী সুর সম্রাট পণ্ডিত ভীমসেন যোশী জির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি। আপনার সুরেলা সুর, যা ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে খেয়াল, ঠুমরি এবং ভক্তিমূলক সঙ্গীতের সঙ্গে আরও সমৃদ্ধ করেছে, আমাদের স্মৃতিতে আপনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন। অন্য একটি পোস্টে মোহন যাদব নৃত্যশিল্পী বিরজু মহারাজকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, বিখ্যাত ধ্রুপদী নৃত্য শিল্পী বিরজু মহারাজ জি, পদ্মবিভূষণ, সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার, কালিদাস সম্মান পেয়েছেন। তিনি বিশ্বজুড়ে ভারতীয.নৃত্যের কথক শৈলীকে বিখ্যাত করে তুলেছিলেন। তাঁর জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা।

মহারাষ্ট্রে অনলাইন 'টাস্ক' জালিয়াতিতে ১০.১৩ লক্ষ টাকা খোয়ালেন এক ব্যক্তি

থানে, ৪ ফেব্রয়ারি ঃ মহারাষ্ট্রে অনলাইন 'টাস্ক' জালিয়াতিতে ১০.১৩ লক্ষ টাকা খোয়ালেন এক ব্যক্তি। তিনি নভি মুম্বইয়ের বাসিন্দা। এই ঘটনায় ৪জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। রবিবার পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

পুলিশ রবিবার জানিয়েছে, মহারাষ্ট্রের নভি মুম্বইয়ের ৩৭ বছর বয়সী এক ব্যক্তি অনলাইনে কিছু কাজ করছিলেন। সাইবার অপরাধীরা তাঁকে নানারকম প্রলোভনমূলক প্রতিশ্রুতি দিয়ে ১০.১৩ লক্ষ টাকা লুট করেছে। নভি মুম্বইয়ের সাইবার থানা চারজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্তরা ওল্ড পানভেল এলাকার বাসিন্দা ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারপর তাঁকে ১৬ থেকে ২৭ জানুয়ারির মধ্যে কিছু অনলাইন প্রিপেইড কাজ করার প্রস্তাব দেয়। সাইবার থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ব্যক্তি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এবং ইউপিআই আইডির মাধ্যমে নির্দেশ অনুসারে মোট ১০,১৩,০০৫ টাকা পেমেন্ট করে টাকা খুইয়েছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন সাইবার থানার পুলিশ।

যারা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য কাজ করেছেন সেই পুলিশ কর্মীদের সম্মান জানাতে আরপিএফ-র অনুষ্ঠান

নয়াদিল্লি,৪ ফেব্রয়ারিঃ ন্যাশনাল পুলিশ মেমোরিয়াল, দিল্লি হল দেশের সমস্ত সিপি / ওসি / এপিএফ রাজ্য পুলিশের পুলিশ কর্মীদের সম্মান জানানোর জন্য যারা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য দায়িত্ব পালনে জীবন উৎসর্গ করেছেন। এই স্মৃতিসৌধটি আমাদের পুলিশ সদস্যদের জন্য একটি আশীর্বাদ হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে, যারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, জাতীয় সম্পদ রক্ষা, দুর্যোগ এবং অন্যান্য জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা করে সীমান্তে এবং অন্ত ঃপুরে সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ এবং অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করে।এনপিএম প্রতি সপ্তাহান্তে পুলিশ শহীদদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সম্মান জানাতে একটি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। এক মাসের জন্য এই অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব একটি কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনীকে রোটেশনে ন্যস্ত করা হয়েছে। ইভেন্টটি ২০২৪ সালের ফেব্রয়ারি মাসে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী দ্বারা সংগঠিত হবে। আরপিএফ, রেলওয়ে মন্ত্রকের অধীনে ইউনিয়নের একটি সশস্ত্র বাহিনী, জীবন বাঁচাতে, প্রয়োজনে সাহায্য করার জন্য এবং মানব পাচার ও মাদক চোরাচালানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মিশন নিয়েছে। ২০২৩ সালে, বাহিনী ৩৭১৯ জন জীবন রক্ষা করেছে, ১১৭৯৪ শিশু এবং ৩৪৯২ জন প্রাপ্তবয়স্ককে দুর্দশাগ্রস্ত উদ্ধার করেছে, ২৫৭ মানব পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে ১০৪৮ ভুক্তভোগীকে মানব পাচারকারীদের খপ্পর থেকে উদ্ধার করেছে এবং ৯২২ মাদক

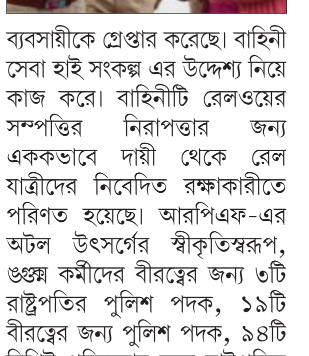

ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে। বাহিনী সেবা হাই সংকল্প এর উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। বাহিনীটি রেলওয়ের সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য এককভাবে দায়ী থেকে রেল যাত্রীদের নিবেদিত রক্ষাকারীতে পরিণত হয়েছে। আরপিএফ-এর অটল উৎসর্গের স্বীকৃতিস্বরূপ, ওঙ্ক্ষ কর্মীদের বীরত্বের জন্য ৩টি রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক, ১৯টি বীরত্বের জন্য পুলিশ পদক, ৯৪টি বিশিষ্ট পরিষেবার জন্য রাষ্ট্রপতির পদক এবং ৯৪২টি মেধাবী পরিষেবার জন্য পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে।মাসব্যাপী ইভেন্টের উপযুক্ত সূচনা হিসাবে, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ), ৩রা ফেব্রয়ারি, ২০২৪ তারিখে, ন্যাশনাল পুলিশ মেমোরিয়ালে পুলিশ মেমোরিয়ালে পুষ্পস্তবক অর্পণ, ব্যান্ড ডিসপ্লে এবং রিট্রিটের মতো বিভিন্ন কার্যক্রম সমন্বিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। নতুন দিল্লি. শ্রী সঞ্জয় কুমার মিশ্র, আইজি-কাম-পিসিএসসিআরপিএফ সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে এই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শহীদরা ব্যতিক্রমী সাহস ও বীরত্বের প্রতীক হিসেবে কাজ করে। ভারতীয় রেল ও এর যাত্রীদের রক্ষা করার জন্য বিদ্রোহী, জাতীয় বিরোধী উপাদান এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় কর্তব্যরত অবস্থায় আরপিএফ-এর কর্মী এবং অফিসাররা তাদের জীবন উৎসর্গ করে শহীদ হওয়ার একটি সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার রয়েছে। ১০০০-এরও বেশি RPFRPSF কর্মীরা দায়িত্ব পালনে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছেন। আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ, দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শহীদদের পরিবারকে জাতীয় পুলিশ স্মৃতিসৌধে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বাহিনী সদস্যদের পরিবারের পাশাপাশি তারা জাতীয় পুলিশ স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং প্রাঙ্গণে জাদুঘর পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠান চলাকালে প্রধান অতিথি শহীদদের পরিবারকে সম্মাননা ও সংবর্ধনা দেন, যার পরে একটি মনোমুগ্ধকর ব্যান্ড প্রদর্শন করা হয়।২০২৪ সালের ফেব্রয়ারী মাসের প্রতি শনিবার এবং রবিবার NPM-এ RPF দ্বারা অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হবে।

সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ও পুলিশি অভিযানে উদ্ধার গাঁজা ও ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা

সৌরভ দাশ, হাসনাবাদ, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ উত্তর চব্বিশ পরগনার হাসনাবাদ থানা এলাকার খোষালের মোড় এলাকার ঘটনা। জানা গেছে, খোকন পার নামে এক ব্যাক্তি গাঁজা পাচারের সঙ্গে বহুদিন ধরে যুক্ত, গোপন সুত্র মারফৎ এমন খবর পেয়ে শনিবার গভীর রাতে বি.এস.এফের এর ৮৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ন ও হাসনাবাদ থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালায় খোকন পার এর বাড়িতে।সেখান থেকেই উদ্ধার ২৮ কিলো গাঁজা ও ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। পলাতক খোকন পার। উদ্ধার হওয়া দ্রব্য রবিবার সকালে শুল্ক দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানা যায়।

বসিরহাটের ন্যাড়াবটতলা এলাকায় সিসি ক্যামেরা ভেঙে চুরি

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট,৪ ফেব্রুয়ারিঃ উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাটের ন্যাড়াবটতলা এলাকায় বিশ্বনাথ কুন্ডুর বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে, সিসি ক্যামেরার মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে, বাড়ির ভেতরের ক্যামেরা ভেঙে, জানলা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে পরপর তিনটি আলমারি ভেঙ্গে এবং শোকেস ভেঙে ৯০ হাজার টাকা ও ১২ ভরি সোনার গয়না এবং বেশ কিছু দামী দামী শাড়ি নিয়ে চম্পট দিলো দুস্কৃতীরা। বিশ্বনাথ কুন্ডু জানান,তিনি কয়েকদিন বাড়িতে ছিল না। গতকাল রাতে বাড়ি ফিরে , এবং বাড়ির গেট খুলে ভেতরে ঢুকেই দেখেন এই অবস্থা । এরপর আশেপাশের প্রতিবেশীদের ডেকে বসিরহাট থানায় খবর দেন তিনি । ঘটনাস্থলে আসে বসিরহাট থানার পুলিশ । যদিও বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়ার ফলে বাড়িতে বিদ্যুৎ না থাকায় সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখতে পারেনি পুলিশ । রবিবার সকালে বিদ্যুৎ সংযোগ ঠিক হলে সেই সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখবে পুলিশ।

জল বাহিত রোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে স্কুলে দেওয়া হল ফিল্টার মেশিন

দুরন্ত বার্তা, রায়দিঘি, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মথুরাপুর ২ নং ব্লকের নগেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জটা নগেন্দ্রপুর সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে জটা নগেন্দ্রপুর আইডিয়াল মিশন স্কুল প্রাঙ্গনে রবিবার সকাল থেকে শুরু হয় স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মিশন স্কুলের ১০ জন কৃতি পড়ুয়াদের জন্য ৩০ হাজার টাকা স্কলারশিপ তুলে দেন রোটারী ক্লাব অফ কলকাতা আরবানা। নাচ, গান, আবৃত্তি, যোগাসন প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে প্রায় ঘন্টা দুয়েক ধরে চলে অনুষ্ঠান। শেষে জল বাহিত রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে স্কুলের ১২২ জন পড়ুয়ার জন্য প্রতিশ্রুত পানীয় জলের একটি ফিল্টার মেশিন তুলে দেন তারা। উপস্থিত ছিলেন রোটারী ক্লাব অফ কলকাতা আরবানা-র সভাপতি জয়ন্ত গুহ, সহ সভাপতি আশীষ মুখার্জি, সম্পাদক হরিরাম গোবিন্দ, নগেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জগদ্ধাত্রী হালদার, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা তাপসী বারিক, সংগঠনের সম্পাদক পরিতোষ হালদার, সভাপতি পিন্টু চরণ নস্কর সহ অন্যান্যরা।

জয়নগর ঘটিহারানিয়া রুটে অনুষ্ঠিত হল অটো ইউনিয়নের সাধারণ সভা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ রবিবার জয়নগরের শচীন ব্যানার্জী সুবোধ ব্যানার্জী মেমোরিয়াল টার্স্ট্রি ময়দানে এ আই ইউ টি ইউ সির উদ্যোগে জয়নগর ঘটিহারানিয়া অটো ইউনিয়নের সাধারণ সভা হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সির সর্ব ভারতীয় কমিটির সদস্য নন্দ পাত্র,জেলা সভাপতি তথা কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক জয় কৃষ্ণ হালদার জেলা সম্পাদক গৌর মিস্ত্রি,জেলা কমিটির সদস্য আনসার সেখ,এস ইউ সি আই এর জেলা সম্পাদক নন্দ কুন্ডু,ইউনিয়নের সম্পাদক ইলিয়াস লস্কর,সভাপতি গোবিন্দ হালদার সহ আরো অনেকে।

এদিন মূলত এই রুটে অটো পরিষেবাকে আরও কত উন্নত করা যায়,নতুন রুট তৈরি ও নতুন পরিচালন কমিটি সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়।এদিন এই সভায় প্রায় সাড়ে চারশো অটো চালক,অটো মালিকেরা উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের মত প্রকাশ করেন।

পুলিশের হস্তক্ষেপে বন্ধ করা হল দোকান উদ্বোধনের সাউন্ড বক্স

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ ফেব্রুয়ারিঃচলছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। পুলিশের হস্তক্ষেপে দোকান উদ্বোধনের সাউন্ড বক্স বন্ধ করা হলো। মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় মাইক বা সাউন্ড বক্স বাজানোর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সেই নিয়ম না মানায় রবিবার সকালে হাওড়ায় ব্যবস্থা নেয় পুলিশ। অভিযোগ, একটি ফার্মেসি শপের উদ্বোধন উপলক্ষে এদিন হাওড়ার পঞ্চাননতলায় দোকানের সামনে প্রকাশ্য রাস্তায় বক্স বাজানো হচ্ছিল। বক্স বাজিয়ে দোকানের ওপেনিং উপলক্ষে প্রচার চলছিল। খবর যায় হাওড়া থানায়।

পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। পুলিশ ওই সাউন্ড বক্স বন্ধ করে দেয়। এই বিষয়ে এলাকার জনৈক বাসিন্দা বলেন, যদিও এই এলাকার কাছাকাছি কোনও মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র নেই, তবুও মাধ্যমিকের সময় বক্সের আওয়াজ কম হলেই ভাল হত।

কালিপুর মাঠে সভা করতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ প্রশাসনিক সভা করতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ১৩ ই ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার কালিপুর মাঠে সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে। রবিবার সভার স্থল পরিদর্শন করতে আসলেন রাজ্যের মন্ত্রীর স্নেহাশীষ চক্রবর্তীর সহ প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। এদিন এনারা মাঠ পরিদর্শন করে নির্বাচন করা হয়েছে আরামবাগের কালিপুর এই মাঠে সভা স্থল ঠিক হয়েছে বলে প্রশাসনিক তরফ থেকে জানা গেছে। মাঠের পাশেই অস্থায়ী হেলিপ্যাড করাও হবে বলে জানা গেছে। এদিন পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের মন্ত্রী স্নেহাশীষচক্রবর্তী ও হুগলি জেলাশাসক মুক্তা আর্য হুগলি জেলা পুলিশ সুপার কামনাশীষ সেন, অ্যাডিশনাল এসপি কিশানু রায়, আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী ও আরামবাগের এসডিও সুভাষিনী ই আরামবাগের আইসি রাকেশ সিং, ও হুগলী জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা ও আরামবাগের পৌরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী সহ শিশির হাজরা স্বপন নন্দীসহ বিশিষ্ট জন্য হাজির ছিলেন। এদের মাঠ পরিদর্শনে এসে রাজ্যের মন্ত্রী সেহাসিস চক্রবর্তী এদিন বলেন বিজেপির সরকারের বিরুদ্ধে ১০০ দিনের কাজের টাকায় কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় মন্তব্য করেন

যাত্রী বিক্ষোভ কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ **আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সূত্র মারফত খবর এর বিমান এসজি ২৯৬৬ বিমানটি সকাল আটটা পাঁচে তেজপুরের উদ্দেশ্যে প্রস্তানের সময় থাকলেও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণ দেখিয়ে সাড়ে দশটা ছাড়ার কথা থাকলেও সংশ্লিষ্ট বিমান কর্তৃপক্ষ জানায় বিমানটি ছাড়তে বিলম্বিত হবে সেক্ষেত্রে বিমানটি কলকাতা থেকে দুপুর একটায় তেজপুরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবে তাতেই যাত্রী বিক্ষোভ কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। যাত্রীরা ১০৪ নম্বর গেটের সামনে খুব উগড়ে দেয় সংশ্লিষ্ট বিমান কর্তৃপক্ষের কর্মীদের উপর,কারণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌঁছতে না পারায় এছাড়াও তেজপুর থেকে দুই যাত্রীর কানেক্টিং ফ্লাইট ধরে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবে না সেই কারণে কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের যাত্রী বিক্ষোভ শুরু হয়েছে।**

মর্মান্তিক পথ দূর্ঘটনা জয়নগর কুলতলি রোডে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ **আবারও মর্মান্তিক পথ দূর্ঘটনা জয়নগর কুলতলি রোডে। মৃত এক। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, রবিবার দুপুরে কুলতলি থেকে জয়নগর মুখি একটি অটো ও জয়নগর থেকে কুলতলি মুখি একটি মোটরভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে বকুলতলা থানার মোল্লারচক এলাকায়। আর তাতে অটোর চালক সহ তিনজন আহত হয়।আর মোটরভ্যান চালক মোটরভ্যান রেখে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় নিমপীঠ শ্রী রামকৃষ্ণ গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা আহতদের মধ্যে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত ব্যক্তির নাম সুশান্ত দাস (৪৩), বাড়ি কুলপি থানার কলোনী মোড় এলাকায়।পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ঘাতক মোটরভ্যানটিকে আটক করেছে তবে মোটরভ্যান চালক পলাতক।**

পুলিশ পুরো ঘটনা লিপিবদ্ধ করে তদন্তের কাজ শুরু করেছে। মৃতদেহ সোমবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল।

বাবা হলেন গায়ক দুর্নিবার সাহা

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ রবিবার দুর্নিবার ও মোহরের কোলে এল পুত্রসন্তান। এই সুখবর নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন দুর্নিবার। এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় গায়ক লেখেন, 'আমরা ভাবতেই পারিনি যে একটা কান্নার শব্দ এভাবে আমাদের মুখে হাসি নিয়ে আসবে। ছেলে হয়েছে।' প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের ৯ মার্চ অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সহকারী ঐন্দ্রিলা সেনকে বিয়ে করেন দুর্নিবার।

ঐন্দ্রিলা ইন্ডাস্ট্রির অন্দরে মোহর নামেই পরিচিত। দুর্নিবারের দ্বিতীয় বিয়ে মোহর। এরপর মোহরের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবরও সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছিলেন গায়ক। এবার এদিন পুত্রসন্তানের খবর জানালেন। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই অনুরাগী এবং টলিপাড়ার অনেকেই দুর্নিবার ও ঐন্দ্রিলাকে সমাজমাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

নরেন্দ্র মোদীকে ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। তাঁর দাবি, অর্জুনের রথকে যেমন শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করেছিলেন তেমনই নরেন্দ্র মোদীর জন্য ভারতও সুরক্ষিত রয়েছে। যদিও এই বক্তব্যের পর শুরু হয়েছে বিতর্ক। ভবানীপুরের একটি অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের ওই মন্তব্যকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার। তাঁর দাবি, চাটুকারিতার আশ্রয় নিয়েছেন কয়েকজন।

কী বলেছেন রাজ্যপাল?

রাজ্যপাল বলেছেন, অর্জুনের রথটি পুড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। এবং ভারত নামক রথটিও রক্ষা করছেন নরেন্দ্র কৃষ্ণ। তিনি আছেন বলেই ভারত ধ্বংস হয়নি।

মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্রে প্রকাশিত ডিভিসি খালের বেহাল দশা

হুগলি, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ হুগলি জেলার চাঁপদানির জরাজীর্ণ ডিভিসি খালের গল্প এই বছরের মাধ্যমিকের ইংরেজি (দ্বিতীয় ভাষা) প্রশ্নপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, শনিবার মাধ্যমিক ইংরেজি (দ্বিতীয় ভাষা) পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের আনসীন বিভাগে, চাঁপদানির ডিভিসি খালের দুর্দশার বিষয়টি প্রশ্নপত্রে দেওয়া হয়েছিল এবং ২০ নম্বরের প্রশ্ন ছিল। সেই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। চাঁপদানি পুরসভার চেয়ারম্যান সুরেশ মিশ্র রবিবার এই প্রসঙ্গে বলেন, চাঁপদানির ডিভিসি খালের খুবই নোংরা অবস্থা। এটি রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার প্রজনন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই খাল অবিলম্বে পরিস্কার করা প্রয়োজন। আমি কয়েক মাস আগে এই বিষয়ে আমার আওয়াজ তুলেছিলাম। সেই খবর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সংবাদের ভিত্তিতে করা এক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার ইংরেজি প্রশ্নপত্রে প্রশ্ন করা হয়েছে। এত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় এমন একটি গুরুতর বিষয়কে স্থান দেওয়ার জন্য, আমি পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদকে ধন্যবাদ জানাই । তিনি আরও বলেন, ডিভিসি খাল পরিস্কার করা চাঁপদানি পুরসভার আওতার বাইরে। সংশ্লিষ্ট দফতরে বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও ডিভিসি খাল পরিস্কারের কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। ডিভিসির জমে থাকা জল ও ময়লার কারণে পুরসভার আট, নয়, দশ ও তের নম্বর ওয়ার্ডে নানা ধরনের রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে। তবে পড়ুয়াদের জীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় এই খাল নিয়ে প্রশ্ন আসার পর, বেহাল দশার সমাধান হবে কি না তা দেখার বিষয়।

চাঁপদানি

মানকুন্ডুতে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু এক পিচ কিউরেটরের

বনস্পতি দে, মানকুন্ডু হুগলি,৪ ফেব্রুয়ারিঃ হুগলি জেলার মানকুন্ডুতে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু এক পিচ কিউরেটরের। ঘটনার জেরে উত্তাল এলাকা। উঠছে নানা প্রশ্নও। পিচ কিউরেটরকে দিয়ে বিদ্যুতের নানা কাজও করানো হত বলে অভিযোগ। অথচ বাংলা ক্রিকেট সংস্থার থেকে পিচ তৈরি এবং মাঠের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শিখেছেন সেই ব্যক্তি। মাত্র ২৬ বছরের পিচ কিউরেটর অর্পণ পালের মৃত্যুতে এলাকায় ক্ষোভ। মৃত্যুর পর ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভও চলে। মানকুন্ডু স্পোর্টিং ক্লাবে পিচ কিউরেটরের কাজ করতেন অর্পন পাল (২৬)। মানকুন্ডু মিলন নগরের বাসিন্দা অর্পণ। বাংলা ক্রিকেট সংস্থা (সিএবি) থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন তিনি। গত দশ বছর ধরে ক্লাবের মাঠ পিচ দেখাশোনা করতেন। ক্লাবের মাঠে জেলার ক্রিকেট সহ সিএবির খেলা হয়। মাঝে দু'দিন বৃষ্টি হওয়ায় মাঠে জল জমেছিল। পাম্প চালিয়ে জল বের করা এবং পিচ প্রস্তুতের কাজ করছিলেন অর্পণ। পাম্প চালিয়ে জল বের করার সময় বিদ্যুতের তার থেকে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হন। মাঠে সে সময় আরও একজন কাজ করছিলেন। তিনিই দেখতে পেয়ে ক্লাবে খবর দেন। অর্পনকে চন্দননগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বাঁচানো যায়নি। চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। দেহ ময়না তদন্তের পর সন্ধ্যায় ক্লাবের সামনে নিয়ে আসা হয়। ক্লাবের পতাকা ফুল মালা দেওয়া হয়। এরপরই মৃতের পরিবার ও পাড়ার লোকজন দশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবি করেন। ক্লাবের সঙ্গে একাধিক বার আলোচনা করেও রফা সূত্র মিলছিল না। মানকুন্ডু স্টেশন রোডে ভিড় জমে যায়। চন্দননগর থানার পুলিশ হাজির হয়। পুলিশের মধ্যস্থতায় আলোচনা হয় দফায় দফায়। মৃত যুবকের প্রতিবেশি মিঠুন নন্দী বলেন, 'অর্পন মাঠের পিচ প্রস্তুত থেকে সব কাজ করত। ও ইলেকট্রিকের কাজ জানত না। তাও ওকে দিয়ে ইলেকট্রিকের কাজ করানো হত। বিদ্যুতের কাটা তার জলে পরে থাকায় তা থেকে শর্ট সার্কিট হয়েছে। একটা তরতাজা ছেলে চলে গেল। ক্লাব সম্পাদক ওকে দিয়ে সব কাজ করাতো। অথচ মৃত্যুর পর ওর বাবা মায়ের কী হবে তা ভাবছে না। পরে ক্লাব সম্পাদক সঞ্জয় কর্মকার বলেন, 'অর্পন আমাদের মাঠের পিচ দেখাশোনা করত। আমরা ওদের দাবি মেনে এখন দু'লক্ষ টাকা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ওর বাবা মাকে প্রতিমাসে পাঁচ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। দু-জনের মেডিক্লেমও করে দেওয়া হবে।'

বিদায়ের পথে শীত, বাড়ছে তাপমাত্রা

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ বিদায়ের পথে শীত, রাজ্যের জেলায় জেলায় ক্রমশ বা চলেছে তাপমাত্রা। শনিবার থেকে এক ধাক্কায় তাপমাত্রা অনেকটাই বেড়েছে। রবিবারও আবহাওয়ার বিশেষ কোনও বদলের সম্ভাবনা নেই। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, সপ্তাহের শেষে জাঁকিয়ে শীত না থাকলেও কুয়াশার দাপট থাকবে। সকাল থেকেই ঘন কুয়াশার চাদরে মোড়া থাকবে শহর কলকাতা। তবে বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যমানতা বাড়তে পারে। আপাতত কলকাতায় বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে তাপমাত্রা খুব একটা কমবে না। আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় সকালের দিকে কুয়াশার দাপট থাকবে। ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা রয়েছে একাধিক জেলায়। দার্জিলিং এবং কালিম্পঙে রয়েছে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আপাতত বড় কোনও হাওয়া বদলের সম্ভাবনা খুবই কম। ঠান্ডা থাকবে। তবে নতুন করে তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা কম।

বাচ্চাদের প্রাণে সুরের আগুন ধরিয়ে দেওয়ার আর্জি শিল্পীর

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ৩৪০ বছর আগে জার্মানির থুরিংগিয়া রাজ্যের রাজধানী এবং বৃহত্তম শহর এরফুর্টে জন্মেছিলেন য়োহান সেবাস্টেয়ান বাখ। রবিবার সঙ্গীতসেবী অনুপ চ্যাটার্জি প্রায় সেই সুরেই তাঁর স্যাক্সোফোনের মূর্চ্ছনা শোনানোর ফাঁকে সমবেত অভিভাবকদের অনুরোধ করলেন বাচ্চাদের প্রাণে সুরের আগুন ধরিয়ে দিতে। এদিন কলকাতা প্রেস ক্লাবের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পর ছিল মধ্যাহ্নভোজন, বিশ্রাম এবং পুরস্কার বিতরণ।

ক্লাব প্রাঙ্গণের মঞ্চে অনুপবাবু মোড়ক থেকে যত্ন সহকারে বাঁশির মত একটা যন্ত্র বার করে গান ধরলেন। বললেন, একে বলে 'রেকর্ডো'। আমার এক সুইস ছাত্রী একবার প্রশ্ন করেছিলেন, আমার কাছে ক'জন 'রেকর্ডো' শেখে? আমি বলেছিলাম, ''কেউ না। অবাক হয়ে মেয়েটি আমাকে বলল, ''সেকি! আমাদের দেশে তো বাচ্চাদের হাতে হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় এগুলো।

ওদের খেলতে খেলতে মনে সুরের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। অনুপবাবু সমবেতদের বলেন, ''এর পর থেকে আমি এবং আমার স্ত্রী কোনও বাচ্চার কোনও অনুষ্ঠানে গেলেই 'রেকর্ডো' উপহার দিই। আপনাদেরও অনুরোধ করছি জিনিসটা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। বাচ্চারা গান শিখুক। দাম এক বাক্স চকলেটের চেয়ে বেশি নয়। ৫৫০-র মত। পুরস্কার দেওয়ার মঞ্চে এদিন আকর্ষণ ছিলেন 'ক্লাবের ঘরের ছেলে' ফুটবল তারকা মানস ভট্টাচার্য। ক্রীড়া সাংবাদিকতার পক্ষপাতিত্বের অনুযোগ করে তিনি বলেন, ''যখন ফুটবল খেলতাম, কাগজগুলোয় লক্ষ্য করতাম কারা আমাদের বিপক্ষে লেখে। এই তো গতকাল ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান অমীমাংসিত হল। কিন্তু গোটা শহর ইস্টবেঙ্গল হয়ে গেল। মোহনবাগান যেন খেলেইনি। আমরা কিন্তু ওই জায়গায় নামতে পারি না। এটা ঠিক ইস্টবেঙ্গল খুব ভাল দল তৈরি করেছে। তবে মোহনবাগান কিচ্ছু না, এটাও ঠিক নয়। যাক ছেড়ে দিন! মানসবাবুর সঙ্গে পর্যায়ক্রমে ক্লাবের কিছু সিনিয়র সদস্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কৃতীদের পুরস্কৃত করেন। খবরের সঙ্গে প্রেস ক্লাবের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদানের একটি খণ্ডচিত্র। বাঁদিকে ফুটবল তারকা মানস ভট্টাচার্য।

জয়নগর ১ নং বিডিও একাদশ ও জয়নগর থানা একাদশের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর,৪ ফেব্রুয়ারিঃ সামনে লোকসভা নির্বাচন। চলছে তাঁরই প্রস্তুতি। ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের তরফে নির্বাচন সংক্রান্ত সব ধরনের কাজ সেরে ফেলেছে।যে কোনো সময়ে ভোটের নির্ঘন্ট প্রকাশ হতে পারে। আর নতুন ভোটার ও মহিলা ভোটারদের ভোটদানের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ভাবে প্রচারে নেমে পড়েছে নির্বাচন কমিশন। আর তাঁরই অঙ্গ হিসাবে রবিবার জয়নগর ১ নং ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে জয়নগর ১ নং বিডিও একাদশ ও জয়নগর থানা একাদশের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ হয়ে গেল জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশত ফুটবল মাঠে।এদিন জয়নগর ১ নং ব্লকের বিডিও পূর্ণেন্দু স্যানাল বিডিও একাদশের অধিনায়ক হিসেবে মাঠে নামেন অপর দিকে জয়নগর থানা একাদশের অধিনায়ক হিসেবে আই সি পার্থ সারথি পাল মাঠে নামেন।এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং নেন বিডিও একাদশ।তাঁরা নির্ধারিত দশ ওভারে সাত উইকেটে ১১৮ রান করে। আর এই রানের জবাবে মাঠে নেমে জয়নগর থানা একাদশ নির্ধারিত ১০ ওভারে ১১৭ রান করে ৮ উইকেট হারিয়ে।এদিন এই খেলা দেখতে মাঠে উপস্থিত হয়ে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর ১ নং ব্লকের জয়েন্ট বিডিও তনয় মুখার্জি, জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস,সহকারী সভাপতি সুহানা পারভীন বৈদ্য, জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর, জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হাজী সাইফুল্লা লস্কর, শুকুর আলী,সজল কান্তি সাহা, জয়নগর ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস, জেলা জয় হিন্দ বাহিনীর সহ সভাপতি রাজু লস্কর সহ একাধিক পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান সহ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা এবং জয়নগর থানার বিভিন্ন আধিকারিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।আর এদিন এবিষয়ে জয়নগর ১ নং বিডিও পূর্ণেন্দু স্যানাল বলেন,নতুন ভোটার ও মহিলা ভোটারদের ভোট দানের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা মূলক প্রচার কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। আর তারই অঙ্গ হিসাবে এদিন এই ক্রিকেট ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়। এ দিন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন,সামনে ভোট সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। আর তাই বিডিও ও থানার মধ্যে কাজের মেল বন্ধন বাড়াতে ও নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে এই ধরনের খেলার প্রয়োজন আছে।আগামী দিনে জয়নগর ১ নং ও ২ নং বিডিও,জয়নগর ও বকুলতলা থানা, জয়নগর বিধায়ক ও জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। আর এদিনের এই খেলা দেখতে মাঘের শীতের রৌদ্রে বহু দর্শক উপস্থিত ছিলেন মাঠে। এদিন বিজয়ী ও পরাজিত দলকে ট্রফি তুলে দেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস সহ অন্যান্যরা।

হস্তশিল্পের প্রসারে ২ দিনের ট্রেড ফেয়ার হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ হস্তশিল্পের প্রসারে হাটে বাজারে ২ দিনের ট্রেড ফেয়ার চলছে হাওড়ায়। শনিবার হাওড়ার আন্দুল রোডের প্রমোদা ভবনে এই মেলার শুভারম্ভ হয়। ট্রেড ফেয়ারে লাইফ স্টাইল ও হস্তশিল্প প্রদর্শনীর পাশাপাশি হয় ফুড কার্নিভাল। এই মেলার কর্ণধার স্বাগতা শিকদার জানান, বিভিন্ন রাজ্যে হস্তশিল্প থেকে শুরু করে যে সমস্ত জিনিস তৈরি হয় সেগুলো বিভিন্ন বড় বড় বিপণী ও মলে চলে যায়। সেই সমস্ত পছন্দসই জিনিস ক্রেতাদের বেশি দাম দিয়ে কিনতে হয়। তাই আমরা এই ট্রেড ফেয়ারের আয়োজন করেছি। এখানে ক্রেতারা সরাসরি বিক্রেতাদের হাত থেকে স্বল্প মূল্যে জিনিসপত্র ক্রয় করতে পারবেন। এ ছাড়াও ক্রেতাদের জন্য বিশেষ ছাড়েরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, এছাড়াও মেলায় আগত দর্শনার্থীদের জন্য লাকি ড্র এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্রেতাদের জন্য ড্র এর মাধ্যমে বিশেষ পুরস্কার হিসাবে গোল্ড কয়েন, সিলভার কয়েন সহ বিভিন্ন পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, ক্লাব সহ প্রশাসনিক আধিকারীকদের আমন্ত্রন জানানো হয়েছে। এই মেলার ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের ম্যানেজার সৌমেন শিকদার বলেন, এই ট্রেড ফেয়ারের

নাম দেওয়া হয়েছে হাটে বাজারে। কয়েকটি জেলার পর আমরা হাওড়ায় এই প্রথম শুরু করছি ট্রেড ফেয়ার। এরপর আমরা আরও বিভিন্ন জেলায় করার চিন্তাভাবনা রেখেছি। এই দুইদিন বেচাকেনার সাথে চলবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এর পাশাপাশি শিশুদের জন্য অঙ্কন প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে। এখানে মোট ৫৫টা স্টল রাখা হয়েছে। যেখান থেকে ক্রেতারা তাদের মনেরমতো জিনিস স্বল্প মূল্যে ক্রয় করতে পারবেন। রবিবার এক ফ্যাশন শো এর ব্যবস্থা করা হয়। উদ্যোক্তারা জানান, যেহেতু মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে তাই মাইক ছাড়াই এই অনুষ্ঠান করতে হয়েছে। পরবর্তীকালে আরও বড় করে ট্রেড ফেয়ার করা হবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৬৬ সংখ্যা, সোমবার, ২১ মাঘ ১৪৩০

এশিয়ার নির্বাচনী সঙ্কট

একই বছরে তিনটি দেশের সাধারণ নির্বাচন। তাও আবার বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং ভারতের। বাংলাদেশের নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। সেখানে আওয়ামী লিগ জিতেছে। বিএনপি এবার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেনি। খালেদা জিয়ার শরীর খারাপ। তিনি এখন দলকে পরিচালনা করতে পারছেন না। আমেরিকারা বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিল। তারা মনে করেছিল বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এবং নির্বাচনী ব্যবস্থা বড্ড একপেশে হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। সেখানকার নির্বাচন একটি মাত্র দল যোগদান করছে তাও আবার শাসক দল। সেখানকার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিল পশ্চিমী দেশগুলি। তার ফলে বাংলাদেশে নির্বাচনী ব্যবস্থা দেখতে গিয়েছিলেন কয়জন আমেরিকান প্রতিনিধিরা। তারা জানতে চেয়েছিল সেখানকার নির্বাচন কী রকম হয়েছে? আওয়ামী লিগের নেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনে জয়লাভ করেই আমেরিকার প্রতিনিধিদের সমানে বলেছিলেন আপনারা নির্বাচন কেমন দেখলেন। কোথাও নির্বাচনী দুর্নীতি রেশ দেখতে পেয়েছেন তা দিয়ে বাংলাদেশের নির্বাচনকে প্রশ্নের মুখে দোষারোপ করা যেতে পারে। এর কোনও সঠিক জবাব দিতে পারেনি সেই আমেরিকার প্রতিনিধিগণ। তারা বলেছিলেন যে জনগণ নির্বাচন করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিল। ভোট দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে। ঠিক সেই রকম অবস্থা ক্রমশ হতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তানের নির্বাচন। পাকিস্তানের প্রধান বিরোধী দল তেহরিক-ই-পাকিস্তানের নেতা ইমরান খান এখন জেলে। তিনি দশ বছর এবং চোদ্দ বছর কারাগারে থাকবেন। তিনি অভিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবিকে সাজা দেওয়া হয়েছে। তিনি অবশ্য কারাগারে থাকছেন না। তিনি গৃহবন্দি হয়ে সাজার ফল ভোগ করবেন। তাহলে পাকিস্তানের নির্বাচন কি একপেশে হতে শুরু করে দিয়েছে তার নিয়ে ইতিমধ্যে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানের মুসলিম লিগ এবার ক্ষমতায় আসছে সেটা পরিস্কার। নওয়াজ শরিফ সেই রকম বুক কষতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি এবারে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন বলে বিদেশ ত্যাগ করে স্বদেশে এসে উপস্থিত হয়েছেন। নওয়াজ শরিফের বিরুদ্ধেও তোষাখানার মামলা ছিল। তিনি সেই মামলা থেকে রেহাই পাননি। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল দরে বিদেশে থাকার ফলে আজকে তাঁর মামলাগুলি তুলে নেওয়া হয়েছে। সেই একই রকম অপরাধে ইমরান খানকে দোষী করে জেলে পাঠানো হয়েছে। তাহলে দেখত পাওয়া যাচ্ছে যে পাকিস্তানের বর্তমান কালের শক্তিশালী দলও আবার শাসন ক্ষমতায় বসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। ইমরান খানের দল শক্তিশালী হলেও সেনারা যেহেতু সেই দলকে সমর্থন দিচ্ছে না সেই কারণে ইমরান খানের দল সরকার গঠন করতে পারছে না। এবারে সরকার গঠন করবেন নওয়াজ শরিফ সেই রকম কথা ভেসে উঠতে শুরু করে দিয়েছে সর্বত্র। পাকিস্তানের নির্বাচন ৮ ফেব্রুয়ারি। সেই দিকে ভারত এবং বাংলাদেশ তাকিয়ে রয়েছে। দিতে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক বলতে শুরু করেছে নওয়াজ শরিফ প্রধানমন্ত্রী হলে ভারতের কোনও সুবিধা হবে না। বরং ভারতকে আরও সতর্ক হয়ে থাকতে হবে। এদিকে ভারতের নির্বাচন সম্ভবত এপ্রিল মাসে করার কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। তার মধ্যেই আবার কানাডা সরকার সে দেশের নির্বাচনে চিন ও রাশিয়ার মতো ভারতকে বিদেশি শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করতে শুরু করে দিয়েছে সেখানকার গোয়েন্দা সংস্থা। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে কানাডার নির্বাচনে ভারত প্রভাব খাটাতে পারে। এদিকে ভারতের নির্বাচন প্রস্তুতির পথে। ফলে ভারতকে এখন সতর্ক হয়ে পা ফেলতে হচ্ছে। মলদ্বীপের সঙ্গে ভারত সম্ভাব বজায় রেখে চলার পথ খুঁজছে। এখনই বড় রকমের কোনও ঝামেলায় পড়তে চাইছে না ভারত। ভারতের নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে নয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতি কোন পথ ধরে চলবে। তার আগে নয়।

রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ

রাশিয়া কী কী অস্ত্র ব্যবহার করেছে তার কোনও তালিকা রাখছে না। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কাছে ইউক্রেনের ব্যবহৃত অস্ত্রের কোনও তালিকা নেই। ইউক্রেনে কোন কোন অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে তার কোনও খবর রাখছেন না রুশ প্রশাসন। ব্রিটেন এবং আমেরিকার গুপ্তচর সংস্থা বলতে শুরু করে দিয়েছে ইউক্রেনের ওপরে রাশিয়া এমন সব অস্ত্র প্রয়োগ করে হয়েছে যা আগে কোনও সময়ে ব্যবহার করা হয়নি। প্রবল প্রতিরোধ করতে যখন শুরু করে দিয়েছে ইউক্রেনের সেনারা। রাশিয়ার সেনারা এই সব নিষিদ্ধ অস্ত্র প্রয়োগ করতে শুরু করে দিয়েছে ইউক্রেনের সেনাদের মারতে শুরু করেছে। রাশিয়া বরাবরই শান্তির পক্ষে সায় দিতে শুরু করে দিয়েছেন। বিশ্বের অন্যতম সুপার শক্তি রাশিয়া হলেও এখন চিনের সঙ্গে আঁতাত করে চায় সেটা পরিস্কার। সেই কারণে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং মস্কো সফর করেছেন। চুক্তিও করেছেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। রাশিয়া বড় ভাই হয়ে যেভাবে নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে চিন কিন্তু ছোট ভাই হয়ে কম্পিত করতে পারে। তারাও সাহস করে তাইওয়ানের দিকে তাক করে এই রকম ক্ষেপনাস্ত্র ছুঁড়তে সাহস পায়নি। এমনকী রাশিয়া প্রয়োজন হলে জৈব অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারে। এখন ইউক্রেনের ওপরে চাপ দেয়া চাপাতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়া। বলা হচ্ছে ইউক্রেনের কাছে জৈব বা রাসায়নিক অস্ত্র রয়েছে। তারা নাৎসীবাদকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করেছে। ইউক্রেনের নাৎসীবাদকে খতম করতেই রাশিয়ার অভিযান।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে মা মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে তার সঠিক প্রয়োগ করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। দেশ ও দশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। মানব জীবনের আর্থিক উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, স্ত্রীজাতি কাউকে ঘৃনা করতে শেখায় না। মা কালী স্বয়ং নারীরূপী ভগবান। তিনি ভয়ঙ্করী হলেও তিনি সৃষ্টি কর্ত্রী। তিনি এই বিশ্বের ধারক এবং বাহক। তারাপীঠের মা হচ্ছেন জ্ঞান চক্ষু দানকারী। তিনি জ্ঞান চক্ষু দিয়ে থাকেন। জগতকে তিনি চেনাতে শেখান। তিনি আছেন বলেই তার সন্তানরা শক্তিশালী এবং বলবান হয়ে থাকেন। মা তার সন্তানদের জ্ঞান চক্ষু দান করে থাকেন। মা হচ্ছেন সর্বশক্তির অধিকারিনী। তিনি শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি শক্তি দেন বলেই তাঁর সন্তানরা মাথা উঁচু করে হাঁটতে পারে। তারাপীঠের কালী মন্দির বন্ধ থাকলেও কয়েকদিন ধরে তারাপীঠে ভক্তদের ভিড় হতে দেখা যাচ্ছে। সাধক বামাক্ষ্যাপার সাধনার স্থান হচ্ছে তারাপীঠ। বামাক্ষ্যাপা বলতেন, নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি সমাজ সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। স্ত্রী জাতি কাউকে অপমানিত করে না। মা কালী হচ্ছেন নারী শক্তি রূপিনী। তিনি একদিকে জ্ঞান অন্য দিকে ভক্তি দান করে থাকেন

দিল্লির লালকেল্লায় 'আজাদ হিন্দ বাহিনী'র সেনাদের কোর্ট মার্শালে উত্তপ্ত কলকাতার পার্ক

রবীন্দ্র কুমার শীল

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এম.এন. রায়ের অবদান কম নয়। তিনি কলকাতায় স্ত্রীক আসতেই সবাই তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থার আয়োজন করা হল। হল। ওয়েলিংটন স্কোয়ার ঃ ২০ জানুয়ারি সকাল বেলায় মানবেন্দ্র নাথ রায়কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য চাপদানীর ধর্মঘটী শ্রমিকেরা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এসে উপস্থিত হয়েছিল। মহিলারা এতে অংশ গ্রহণ করে। কিছু বলার জন্য অনুরোধ উঠলে শ্রীমতি রায় জানান যে মিস্টার রায়ের পক্ষে এখন কথা বলা একেবারে অসম্ভব। তিনি খুবই ক্লান্ত। আগামি কাল তিনি শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বক্তৃতা দেবেন। শ্রদ্ধানন্দ পার্ক ঃ ২১ জানুয়ারি বেঙ্গল প্রভিনসিয়াল কংগ্রেস কমিটি দুপুর বেলায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একটি সম্বর্ধনা সভা ডাকে। এই সভায় বক্তব্য রেখেছিলন এম এন রায়। ২২ জানুয়ারি রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবিতে এবং রাজনৈতিক অনশন-ধর্মঘট সম্পর্কে আলোচনা সভা ডাকা হয়েছিল। প্রায় সাতশো মানুষ উপস্থিত হয়েছিল। 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই', 'আন্দামান বন্দিদের মুক্তি চাই' বলে আওয়াজ উঠতে শুরু করে। মহম্মদ আলি পার্ক ঃ ২৩ জানুয়ারি ১৯৩৮ সালে বেঙ্গল প্রভিনসিয়াল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কমিটির ডাকে একটি সভায় বক্তব্য রাখেন এম এন রায়। কলকাতায় এই সব আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ সরকার আন্দামান বন্দিদের স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। এস এস মহারাজ জাহাজ তখন আন্দামানে যাতায়াত করতো। সেই জাহাজে করে ২১ জানুয়ারি ১৯৩৮ সালে ১-০০৯ বন্দি তক্তাঘাটে এসে উপস্থিত হয়েছিল। ওয়েলিংটন স্কোয়ার ঃ ১৯৩৮ সালে ২৬ জানুয়ারি রাজবন্দিদের মুক্তি দিতে হবে বলে ছাত্রছত্রীরা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে মিলিত হয়। সেখানে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। দেশবন্ধু পার্ক ঃ ১৯৩৮ সালে ২৬ জানুয়ারি দেশবন্ধু পার্কে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়েছিল। এখানে বক্তব্য রেখেছিলেন এম এন রায়। শ্রদ্ধানন্দ পার্ক ঃ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ২৫ হাজার মানুষ এসে উপস্থিত হয়েছিল। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বোস। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন নেলী সেন গুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, রাজকুমার চক্রবর্তী, কালীপদ মুখোপাধ্যায়সহ আরও অনেকে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। পোল্যাণ্ডকে জার্মান আক্রমণ করলো। ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। ব্রিটিশ ভারত জড়িয়ে গেল এই যুদ্ধে। তখন সরকারগুলি ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিতে শুরু করে। দেশের রাজন্যবর্গরা ব্রিটিশ সরকারের পাশে এসে দাঁড়ালো এই সমর্থন নিয়ে দেশবন্ধু পার্কে হিন্দু মহাসভার সম্মেলন বসেছিল ১৯৩৯ সালের ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বীর সভরকর, অধ্যাপক গঙ্গা সিং, এনসি চ্যাট্টার্জি, ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি সহ আরও অনেকে। মুসলিম লীগ শর্তসাপেক্ষে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করার ব্যাপারে রজি হল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ব্রিটেনের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তারপরেই গান্ধিজি বিনা শর্তে ইংরেজদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। গান্ধিজি তাঁর হরিজন পত্রিকায় লিখলেন -“”। তার ফল কংগ্রেসের দক্ষিণ এবং বামদের মধ্যে মানসিক বিরোধ দেখা দিতে শুরু করলো। ১৯৩৯ সালে সুভাষ চন্দ্র বোস কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন। তারপরে তিনি ফরওয়ার্ড ব্লক নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন। রাজা পার্ক ঃ কংগ্রেস থেকে বিতারিত হয়েও সুভাষ চন্দ্রের রাজনৈতিক প্রভাব কমলো না। ১৯৪০ সালে ১৫ মে রাজা পার্কে বক্তব্য রাখলেন সুভাষ বোস। এদিকে মহম্মদ আলি পার্কে মুসলিম লিগ পাকিস্তান দিবস পালন করলো। তারিখটা হচ্ছে ১৯৪১ সালে ২৩ মার্চ। মহম্মদ আলি জিন্নার প্রতি আস্থা রেখে ধ্বনিত হল জিন্না জিন্দাবাদ। অপর দিকে হিন্দু মহাসভা একের পর এক সভা করতে শুরু করে দিয়েছে। একদিকে হিন্দু মহাসভা এবং অন্য দিকে মুসলিম লিগ রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে শুরু করে দিল। তার ফলে হিন্দু মুসলমান আলাদা হয়ে গেল। জাতীয় রাজনীতি তখন দুইভাগে বিভক্ত হতে শুরু করে। দুধওয়ালা পার্কে পাকিস্তান বিরোধী সভা হল। সভার আয়োজন করেছিল হিন্দু মহাসভা। তারিখটা ছিল ২ আগস্ট ১৯৪৪ সাল। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে গান্ধি ও জিন্না বৈঠকের আলোচনার বিষয় নিয়ে এক সভার আয়োজন করেছিল ক্যালকাটা সিটি স্টুডেন্ট ফেডারেশন। ১৯৪৪ সালে ৫ নভেম্বর কলকাতা জেলা মুসলিম লিগ গান্ধি-জিন্নার বৈঠকের প্রেক্ষিতে মুসলিম লিগ তাদের সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিল। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ঈদ উপলক্ষ্যে বার্ষিক প্রফেট দিবস পালন করা হল।

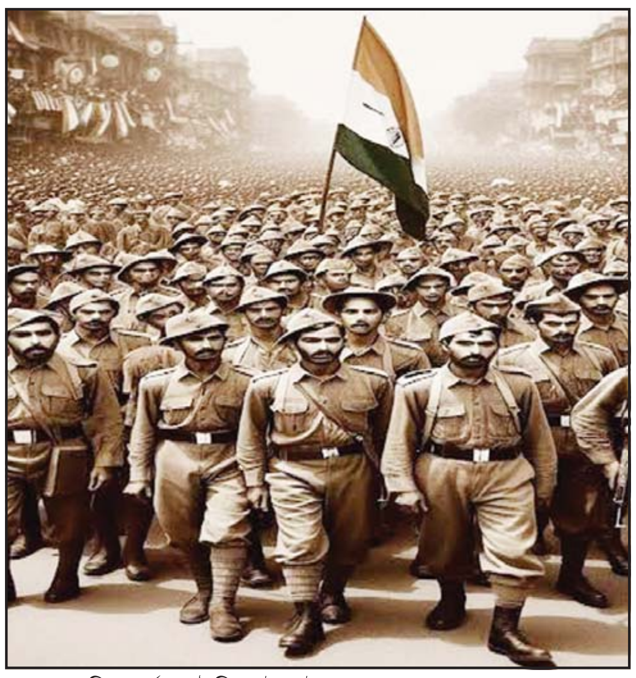

মহম্মদ আলি পার্কে অল ইণ্ডিয়া স্টুডেন্ট ফেডারেশন চারদিন ধরে অধিবেশন করার কথা জানায়। তবে পুলিশ অনুমতি দেয়নি। তার ফলে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অধিবেশন করার অনুমতি পাওয়া গিয়েছিল। আজাদ হিন্দ বাহিনী ভারত আক্রমণ করতে শুরু করে দিল। ১৯৪১ সালে গোপনে সুভাষ বোস জার্মান পাড়ি দিয়েছিলেন। তারপরে তিনি জাপান এসে উপস্থিত হন। রাসবিহারী বোসের হাত থেকে সেনা বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন সুভাষ বোস। তাঁর নেতৃত্বে সিঙ্গাপুরে স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইংরেজ সরকার খুব চালাকি করে সেই খবর যাতে ভারতের অভ্যন্তরে এসে পৌঁছাতে না পারে তার ব্যবস্থা করে রেখে দিয়েছিল। ভারতের অধিকাংশ জনগণকে বলা হয়েছিল জাপান আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতকে জাপানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে। প্রত্যেক ভারতীয় ব্রিটিশ সরকারের পাশে এসে দাঁড়াক। ১৯৪৪ সালে বার্মা সীমান্ত পার করে ভারতের মাটিকে পা রেখেছিল আজাদ হিন্দ বাহিনী। তখন কিন্তু ব্রিটিশ সরকার অধিকাংশ ভারতবাসীদের ভুল সংবাদ পরিবেশন করতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকা আনবিক বোমা নিক্ষেপ করলো জাপানের ওপরে। তার ফলে জাপান বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পন করলো। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনারা বাধ্য হয়ে ব্রিটিশ সরকারে হাতে ধরা দিল। এদিকে মস্কো বার্লিন দখল করে নিয়েছে। তার সংবাদ কলকাতায় এসে উপস্থিত হতেই বামপন্থীরা বিজয় উৎসব করতে শুরু করে। এদিকে শরৎ বোস জেল থেকে মুক্তি লাভ করলেন। তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল দেশবন্ধু পার্কে। সেখানে শরৎ বোস নিজ কণ্ঠে গাইলেন আজাদ হিন্দু বাহিনীর সঙ্গীত - 'কদম কদম বাড়ায়ে যা'। এদিকে যুদ্ধের দামামা থেমে গিয়েছে। ভারতের বড়লাট হয়ে এসেছেন লর্ড ওয়াভেল। কংগ্রেস নেতা ভুলাভাই দেশাই এবং মুসলিম লিগের নেতা লিয়াকত আলি একটি চুক্তির মধ্যে দিয়ে অন্তবর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করেন। সেই পরিকল্পনায় মত দিয়েছিলেন গান্ধিজি এবং জিন্না। পরে ভারতের ভাইসরয় ওয়াভেল অনুমতি দান করেন। সেটা 'ওয়াভেল পরিকল্পনা' হিসাবে খ্যাত। এদিকে ওয়াভেল পরিকল্পনাকে নিন্দা করতে শুরু করেন শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি, এম এন রায়। কমিউনিস্টরা ওয়াভেল পরিকল্পনাকে সমর্থন করতে থাকে। দেশবন্ধু পার্কে ২৩ জুন ১৯৪৫ সালে ওয়াভেল পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সভা ডাকা হয়েছিল। সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের জন্য সমান সংখ্যক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যার ফলে হিন্দু মহাসভা এর বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছিল প্রথম থেকেই। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি দাবিতে সভা হয়েছিল ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ সালে। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক এবং তারপরে মিসেস হেমপ্রভা মজুমদার। ১৯৪৫ সালে ২৯ আগস্ট কলকাতার ছাত্ররা 'সুভাষ বোস দিবস' পালন করলো ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। কলেজ স্কোয়ারে শুরু হয়ে গেল 'আদাজ হিন্দ বাহিনী'র সেনাদের বিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ। আই-এন-এ সেনানায়ক শাহনওয়াজ, সেহগাল এবং ধীলনের বিচার শুরু হয়েছে লালকেল্লায়। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানায়কদের জন্য নিঃশর্ত মুক্তির দাবি তোলা হয়। কলেজ স্কোয়ার, কনওয়ালিস স্কোয়ার, কুমারটুলি পার্ক, শ্রদ্ধানন্দ পার্ক, সত্যনারায়ণ পার্ক, হাজরা পার্ক, জোড়াবাগান পার্ক, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, দেশবন্ধু পার্ক, নারকেলডাঙ্গা ময়দান, চিলড্রেন্স পার্ক, টালা পার্ক প্রায় কলকাতার অধিকাংশ পার্কে আই-এন-এ দিবস পালন করা হলো। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি গান্ধিজির সমালোচনা করলেন চিলড্রেন পার্কে। তিনি বলেছিলেন, কংগ্রেস এবং গান্ধিজি মুসলিমদের খুশি করার জন্য চেষ্টা করছেন। দেশপ্রিয় পার্কে আই-এন-এ রিলিফ ফাণ্ড কমিটির স্বেচ্ছাসেবীদের একটি জমায়েত হয়েছিল। সেখানে আজাদ হিন্দ ফৌজ সপ্তাহ পালন করার কথা বলা হয়। ১৯৪৬ সালে স্বাধীনতার সংবাদ পাওয়ার ব্যাপারে ইতিবাচক ইঙ্গিত আসতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে আজাদ হিন্দু বাহিনীর সেনাদের সাহায্য করার জন্য রিলিফ ফাণ্ড তৈরি করা হল। জোড়াবাগন, দেশপ্রিয় পার্ক, হৃষিকেশ পার্ক, শ্রদ্ধানন্দ পার্ক জুড়ে স্বেচ্ছাসেবীরা কুচকাওয়াজ করতে শুরু করে। এদিকে মার্কেট স্কোয়ার, গুরুদোয়ারা পার্ক, দেশবন্ধু পার্ক, ব্লাঁকি পার্ক, গিরিশ পার্ক, সেন্ট জেমস স্কোয়ার, ময়দান, ওয়েলিংটন স্কোয়ার প্রভৃতি পার্কগুলিতে শাহনওয়াজ খানকে সম্বর্ধনা দেওয়া হল। ভারতীয় নৌবাহিনীর সেনারা বিদ্রোহ করতে শুরু করে দিল। তার ফলে ব্রিটিশ রাজ শক্তি বিপন্ন হল। বোম্বাই করাচি জ্বলে উঠতে শুরু করে দিল। নৌ সেনাদের আর্থিক দাবিগুলি রাজনৈতিক অন্দোলনে রূপান্তরিত হতে শুরু করলো। কোর্ট মার্শাল জারি করা হয়ে গিয়েছে। ওয়েলিংটন স্কোয়ার, শ্রদ্ধানন্দ পার্ক সহ কলকাতার বিভিন্ন পার্কগুলিতে নৌ সেনাদের সমর্থনে জনসভা হতে শুরু করলো। ১৯৪৬ সালে কলকাতা শহর ডুলে গেল হানাহানিতে। সেনা বাহিনী নামানো হল ২৪ ঘন্টা পরে। ১৯৪৬ সালে গড়ের মাঠে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম নাম দিয়ে একটি সভা করেছিল মুসলিম লিগ অক্টরলোনি মনুমেন্টের (শহিদ মিনার) তলায়। ১৯৪৬ সালে ১৬ আগস্ট কলকাতায় শুরু হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিচিশ পার্লামেন্টারি দলের নেতা রিচার্ডস প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন যে 'আমাদের শীঘ্রই ভারত ছাড়তে হবে। তা না হলে ওরা লাথি মেরে বের করে দেবে।' তারপরে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকে স্বাধীন ভারত গড়ে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা এলো। স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠা করতে সাধারণ নাগরিকেরা এগিয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছিল তার প্রমাণ দেবে কলকাতার পার্কগুলিকে সেই সময়ে বিভিন্ন ব্রিটিশ সরকার বিরোধী বিক্ষোভ মিছিলগুলির চিত্র। ভারতের বিপ্লবী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের রক্তদান ব্যর্থ হল কিনা তার জবাব ভবিষ্যত বলে লেখা সমাপ্ত করলাম। **(তথ্যসূত্র ঃ মুক্ত সংগ্রাম ও কলকাতার পার্ক, ডঃ দিলীপ কুমার চক্রবর্তী ও শান্তা বন্দ্যোপাধ্যায়।)**

লালকৃষ্ণ আদবানিকে 'ভারতরত্ন' দিয়ে অযোধ্যার রাম মন্দির নির্মাণকে মান্যতা দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

লালকৃষ্ণ আদবানি জন্মগ্রহণ করেছিলেন করাচিতে ৮ নভেম্বর ১৯২৭ সালে। পিতার নাম ছিল কৃষ্ণচাঁদ ডি আদবানি এবং মাতার নাম ছিল জ্ঞানী দেবী। তিনি প্রথম পড়াশুনা শুরু করেছিলেন করাচির সেন্ট প্যাট্রিক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে। তারপরে সিন্ধু সরকারি হায়দারবাদে ভর্তি হন। দেশভাগ হয়ে গেলে আদবানি পরিবার ভারতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুম্বইতে বসবাস করতে থাকে। তিনি তখন মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারি আইন কলেজে ভর্তি হয়ে আইন বিষয়ে স্নাতক হন। দেওয়ান পরমানন্দ গাঙ্গওয়ানের বন্ধু হয়েছিলেন। তাঁর বন্ধু রাম জেঠমালিনী এবং কে কে ব্রোহী সরকারি আইন কলেজের সেরা আইনজীবী তাঁকে হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। লালকৃষ্ণ আদবানি ১৯৬৫ সালে কমলা আদবানিকে বিবাহ করেন। তাঁর এক পুত্র নাম জয়ন্ত আদবানি এবং এক মেয়ে নাম প্রতিভা আদবানি। ২০১৬ সালে স্ত্রী মারা যান। সংসদ সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও তিনি ২০১৫ সাল পর্যন্ত তাঁর সুরক্ষার জন্য দিল্লির সরকারি একটি বাংলোয় বসবাস করতেন। রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল ১৯৪১ সালের ১৪ বছর বয়স থেকেই। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি করাচি শাখার প্রচারক হয়ে ওঠেন এবং সেখানে বেশ কয়েকটি শাখা গড়ে তোলেন। দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার পরে রাজস্থানের মংৎস্য-আলওয়ারে প্রেরণ তাঁকে প্রচারক করে পাঠানো হয়েছিল। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত আদবানি আলওয়ার, ভরতপুর, কোটা, বুন্দি ও ঝালওয়াড় জেলায় আরএসএসের প্রচারক হয়ে কাজ করেছেন। তাহলে বুঝতে পারা গেল যে তিনি জীবনের প্রথম থেকেই 'ভারত মাতা কি জয়' বলার অভ্যাস গ্রহণ করেছিলেন। গেরুয়া পতাকা তাঁর জীবনের প্রধান তপস্যা ছিল বলা যেতে পারে। আরএসএসের সহযোগিতায় ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৫১ সালে জনসংঘ প্রতিষ্ঠা করলেন। ভারতীয় জনসংঘের সদস্য হন আদবানি। রাজস্থানের জনসংঘের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক এসএস ভাণ্ডারির সেক্রেটারি নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই কাজে নিষ্ঠা সহকারে পালন করেন। তাঁর বিচারবুদ্ধি দেখে জনসংঘ তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে এসে সংসদীয় কাজের দেখভালের দায়িত্ব দিয়েছিল। তার ফলে তিনি দিল্লিতে এস বসবাস করতে শুরু করেন। পর তিনি জনসংঘের দিল্লি শাখার সভাপতি হন। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৬৭ সালে তিনি অন্তবর্তীকালীন দিল্লি মহানগর পরিষদে ভারতীয় জন সংঘের নেতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর তিনি প্রথম দিল্লি মেট্রোপলিটান কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৬৬ সালে জাতীয় নির্বাহী সদস্য হন। ১৯৭০ সালে ছয় বছর মেয়াদী রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৭৩ সালে দলীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা কানপুর অধিবেশনে এর সভাপতি হন। দলীয় আচরণ শৃঙ্খলা বিরোধী কাজের জন্য দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বলরাজ মাধোকে দলের সদস্য পদ থেকে বহিস্কার করে দিয়েছিলেন। ১৯৭৮

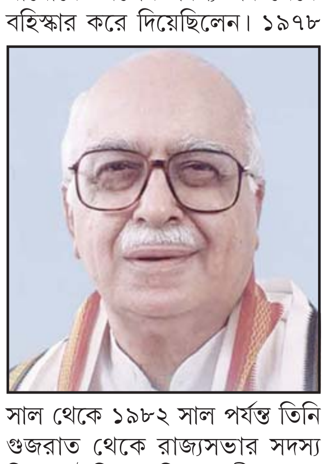

সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত তিনি গুজরাত থেকে রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধির জরুরী অবস্থার সময়ে জন সংঘ এবং অনেক বিরোধী দল জনতা পার্টিকে একীভূত হয়েছিল। তখন আদবানি এবং তাঁর সহকর্মী অটল বিহারী বাজপেয়ী জনতা পার্টির সদস্য হয়ে লোকসভার সদস্য হন ১৯৭৭ সালে। ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থার বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯৭৭ সালে জনতা জোট তৈরি হল। সেই সময়ে নির্বাচনে জিতে মোরাজি দেশাই ভারতের প্রধানমনন্ত্রী হন এবং আদবানি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আটল বিহারী বাজপেয়ী পররাষ্ট্র মন্ত্রী হয়েছিলেন। অযোধ্যা রাম জন্মভূমি নিয়ে বিতর্ককে কেন্দ্র করে আদবানি ভারতের জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেললেন। লালকৃষ্ণ আদবানিকে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার প্রধান কারিগর হিসাবে চিহ্নিত করতে শুরু করে দিল ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তান। এমনকী পাক প্রশাসন তাদের জঙ্গি তালিকায় আদবানির নাম নথিভুক্ত করে দিল। ১৯৮০ সালে অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আন্দোলন শুরু করলো। সেই সময়ে বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলা হল। এই নিয়ে পাকিস্তান ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। আদবানির রথযাত্রা করতে শুরু করে দিলেন। তার ফলে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। গুজরাতের সোমনাথ মন্দির থেকে শুরু হয়েছিল রথযাত্রা।। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব এই রথকে থামিয়ে দিয়েছিলেন। লালু বলেছিলেন এটি সাম্প্রদায়িক সহিংসতাকে পরিচালিত করছে। ১৯৯২ সালে বাবরি মসদিভ ভেঙে ফেলা হয়। জানা যায় বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলার সময়ে আদবানি উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখেন। বাবরি মসজদি মামলায় আদবানি অভিযুক্ত। ২০২০ সালে ৩০ সালে সিবিআই এর বিশেষ আদালত আদবানিকে খালাস দেয়। ২০০৫ সালে করাচিতে যান নিজের জন্মস্থান দর্শন করতে। সেই সময়ে তিনি জিন্নার মাজারে গিয়ে বলেছিলেন 'জিন্না ধর্মনিরপেক্ষ'

ভারত প্রেমই ইমরানের কারাদণ্ডের মুখ্য কারণ ?

.াশিয়া থেকেই ফিরেই ইমরান খান ভারতের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। আর তাতেই তাঁর নিজের বিপদ ডেকে আনেন। পাক সেনারা ইমরান খানের ভারত প্রীতিকে ভালো নজরে দেখতে পারেনি। তারা গোপনে ইমরান বিরোধিতায় অংশ গ্রহণ করে। আজও পাক প্রশাসনকে সেখানকার সেনারা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ভারত প্রীতি করতে গিয়ে এর আগে নওয়াজ শরিফ বিপদে পড়েছিলেন। পাকিস্তানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি এতখানি চমক দেবেন তা বুঝতে পারা যায়নি। ভারত পাকিস্তানের সংবাদ মাধ্যম লক্ষ্য রাখতে শুরু করে দিয়েছিল যে ভারত পাক মৈত্রী অন্য খাতে বইতে পারে। তবে তা হয়নি। নওয়াজ সফিরকে পাকিস্তান ত্যাগ করতে হয়। আর ইমরান খানকে এখন কারাগারে দিন কাটাতে হচ্ছে। দুটি মামলায় কারাদণ্ড হয়েছে ইমরানের। একটি দশ বছরের আর একটি চোদ্দ বছরের। শেষের টিতে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবিও। পাকিস্তানের নিম্ন আদালত থেকে বলা হয়েছে যে শরিয়ত আইন না মেনে বিবাহ হয়েছে বুশরা এবং ইমরানের। সেই সঙ্গে সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন বিচারক। ইমরান খান এখন রাওয়ালপিণ্ডির আদিয়ালা জেলে বন্দি হয়ে রয়েছেন। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তাঁর নামে একশোটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। দেশের কূটনৈতিক গোপন তথ্য পাঁস করার অভিযোগে দশ বছর এবং তোষাখানা মামলায় অভিযুক্ত হয়ে চোদ্দ বছর কারাদণ্ড ভোগ করার রায় দেওয়া হয়েছে ইমরানকে। তার সঙ্গে যোগ করা হল তাঁর অবৈধ বিবাহকে। ২০১৮ সালে দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে বসার আগে বুশরা বিবিকে বিবাহ করেছিলেন ইমরান খান। অভিযাগ ওঠে যে আগের স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদের পর যে সময়টুকু অপেক্ষা করতে হয় ইমরান খানকে বিবাহ করার সময়ে সেইসময়টুকনেননি বুশরা। তবে বুশরাকে এর জন্য হাজত বাস না করলেও চলবে। তিনি গৃহবন্দি থেকে এই সাজা পেতে পারেন। যদিও পাক সংবাদ মাধ্যম প্রকাশ করেছে যে তোষাখানার মামলায় দোষী সাব্যস্ত হও.ার পর বুশরাকে আদিয়ালা জেলে ঢুকতে দেখা গিয়েছিল। ফলে তিনি এখন কোথায় তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। পরপর তিনটি শাস্তি এক সঙ্গে কার্যকর করা হবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। এদিকে ৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা বলতে শুর করেছেন যে নওয়াজ শরিফকে প্রধানমমন্ত্রী করতেই তেহরিক-ই- পাকিস্তানের নেতা ইমরান খানকে জেলে বন্দি করে রাখা হয়েছে। আগামি দিনে তাঁকে নাওয়াজ শরিফের মতো দেশ ত্যাগ করতে হবে। ইমরান খান এখন নির্বাচন লড়াই করতে পারবেন না। তাঁর দলের সদস্যরা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে বলে জানতে পারা দিয়েছে। পাকিস্তানের সংসদে ইমরানের দলের সদস্যদের থাকার প্রয়োজন

কলকাতার কথা ঃ বিশ্বনাথ মতিলাল

মধ্য কলকাতার বিখ্যাত এলাকা হচ্ছে বহুবাজার। এই বহুবাজার অঞ্চলেই বসবাস করতেন বিশ্বনাথ মতিলাল। বিশ্বনাথ মতিলাল কোম্পানির সঙ্গে নুনের ব্যবসা করতেন। দুর্গা পিতুরি বাবু কোম্পানির দুর্গ তৈরি করার ঠিকাদার ছিলেন। তাঁর নামেই রাস্তা। দুর্গা পিতুরির ভাগ্নে ছিলেন বিশ্বনাথ মতিলাল। সেই কারণে এই পুজোর আর একটি নাম বিখ্যাত হয়েছে

মতিলালদের বাড়ির দুর্গা পুজো। আগে দুর্গা পুজোকে কেন্দ্র করে বলি দেওয়া হতো। প্রায় নয়টি পশু বলি দেওয়ার রীতি ছিল। সপ্তমিতে চিংড়ি মাছ এবং দশমীতে মেনু ছিল ইলিসের। কিন্তু মতিলালদের বাড়ি ভাঙা পরেনি। তবুও পুজোটা বন্ধ হয়ে গেছে। পুজোয় ঢাক বাজবে না। সেখান বাজানো হয় কাঁসর ঘন্টা ? । পাশে রয়েছে বেলু বাড়ি। তারা এক সময়ে বেলজিয়াম কাচের ব্যবসা করে বড় লোক হয়েছে। নটবর দে'র এলাকার বড় ব্যবসায়ী ছিলেন।

পাঠকদের চিঠি ঃ হিন্দু রাষ্ট্র সম্ভব ?

হিন্দু রাষ্ট্র তৈরি করতে হবে এটা বলতেই এখন চার দিকে হইচই হতে শুরু করে দিয়েছে। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে আবার হিন্দু রাষ্ট্রে আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে কেন? কী দরকার এই রকম আওয়াজ তোলার। হিন্দু রাষ্ট্র তৈরি করার কী কোনও প্রয়োজন রয়েছে। এই নিয়ে চলছে বিস্তর গবেষণা। কিন্তু হিন্দু রাষ্ট্র ভারত আগে থেকেই ছিল। তবে সেটা নাম গ্রহণ করে ছিল না। নেপাল হিন্দু রাষ্ট্র হলেও তা কিন্তু ঘোষণার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেনি। নেপাল বরাবরই হিন্দুত্বকে সম্মান দিয়ে এসেছে। সেখানে আবার বৌদ্ধরা রয়েছেন। বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মের একটি অংশ বলা যেতে পারে। গৌতম বুদ্ধ আগে বৈদিক ছিলেন। তারপরে তিনি অন্য মত প্রচার করেন। সেই মত আবার বৈদিক ধর্মে পাওয়া যায় বলা যেতে পারে একটি সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম আধুনিক হিন্দু ধর্মে পরিণত হয়েছিল। সেই কারণে হিন্দু ধর্ম বা বৈদিক ধর্মের যে অহিংসা বাণী রয়েছে তাকে আরও বেশি করে বিশ্বায়ন করেছে বৌদ্ধ ধর্ম। বৌদ্ধ ধর্ম ভারতকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছে। এই ধর্মের প্রচার যেভাবে বৃদ্ধি লাভ করেছিল তাতে একটি সময়ে বুদ্ধ গয়া থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটি স্থান বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের কাছে পীঠস্থান হয়ে রয়েছে। বহু আগেই বৈদিক ধর্ম থেকে হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি। **দেবানন্দ চক্রবর্তী, বোলপুর, শান্তিনিকেতন।**

রেলওয়ে নিরাপত্তার প্রধান কমিশনার মাঝেরহাট-তারতলা অংশের স্ট্রেচ পরিদর্শন করেছেন

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ শ্রী জনক কুমার গর্গ, রেলওয়ে নিরাপত্তার প্রধান কমিশনার (সিসিআরএস) নবনির্মিত মাঝেরহাট মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন করেছেন এবং মাঝেরহাট থেকে তারাতলা স্টেশন পর্যন্ত একটি ট্রলি পরিদর্শন করেছেন পার্পল লাইনের মাঝেরহাট স্টেশন চালু করার এবং বেগুনি লাইনের এই অংশে ট্রেন চলাচল শুরু করার সম্ভাবনার জন্য। তিনি মাঝেরহাট মেট্রো স্টেশনে পূর্ব রেলওয়ের সাথে প্রবেশ ও প্রস্থান গেটস, এএফসি-পিসি গেটস, টিকিট সিস্টেম, এস্কেলেটর, লিফট, সাইনেজ বোর্ড, ফায়ার ডিটেকশন এবং সাপ্রেশন সিস্টেম এবং অন্যান্য যাত্রী সুবিধা এবং যাত্রী বিনিময় ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন। পার্পল লাইনের তারাতলা মেট্রো স্টেশনও পরিদর্শন করেন তিনি। পরিদর্শনের সময়, সিসিআরএস স্টেশন কন্ট্রোল রুম, ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং (ইআই) সিস্টেম, সিগন্যাল ইকুইপমেন্ট রুম, বুকিং কাউন্টার ইত্যাদি পরিদর্শন করেছে। এছাড়াও, মাঝেরহাট থেকে জোকা স্টেশন এবং পিছনে এই প্রসারিত স্পিড ট্রায়ালটিও তাঁর উপস্থিতিতে সর্বোচ্চ ৬০ কিলোমিটার গতিতে পরিচালিত হয়েছিল। এই পরিদর্শনের সময়, শ্রী ভি কে শ্রীবাস্তব, প্রধান প্রধান প্রকৌশলী এবং অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) এবং অন্যান্য উচ্চ স্তরের মেট্রো আধিকারিকদের সাথে শ্রী অমিত রায়, রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডের (আরভিএনএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং আরভিএনএল-এর অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকরা তাঁর সাথে ছিলেন।

আবেদন করেও লেখার জন্য সহায়ক রাইটার পেলো না এক পরীক্ষার্থী! এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

তনয় কুমার মিশ্র, মালদ,৪ ফেব্রুয়ারি ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে গিয়ে লেখার জন্য সহায়ক রাইটার পেলো না এক বিশেষ ভাবে সক্ষম পরীক্ষার্থী। ফলে বিগত দুইদিন বাংলা ও ইংরেজি পরীক্ষায় চরম সমস্যায় পাল এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী।ওই পরীক্ষার্থীর পরিবারের অভিযোগ পরীক্ষার্থীর শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে সে লেখার জন্য সহকারী রাইটার চেয়ে বিদ্যালয় ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আবেদন করেও কোন ফল হয়নি। যদিও বোর্ডের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আবেদনের সঙ্গে প্রতিবন্ধী শংসাপত্র না থাকায় তার আবেদন মঞ্জুর হয়নি। পরীক্ষার্থীর নাম জিয়াউদ্দিন শেখ সে কালিয়াচক-২ ব্লকের নয়াবাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। পার্শ্ববর্তী বাঙ্গীটোলা হাইস্কুলে ছাত্রটির পরীক্ষার সিট পড়ে । পরীক্ষার্থীর পিতার অভিযোগ, আমার ছেলের সমস্যার কথা জানিয়ে বিদ্যালয় ও বোর্ডে বারবার আবেদন জানিয়েছি,কোন ফল হয়নি। ফলে প্রথম দুদিনই আমার ছেলে ঠিকঠাক পরীক্ষা দিতে পারেনি। একটি প্রতিবন্ধী ছেলের প্রতি এটা অবিচার করা হলো। নয়াবাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক সামসের জামান মনি বলেন, ওই পরীক্ষার্থীর শারীরিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। সে অত্যন্ত মন্থর গতিতে লেখে। কথা বলার ক্ষেত্রেও অনেকটাই জড়তা রয়েছে। ফলে তার জন্য আমরা লেখ্য-

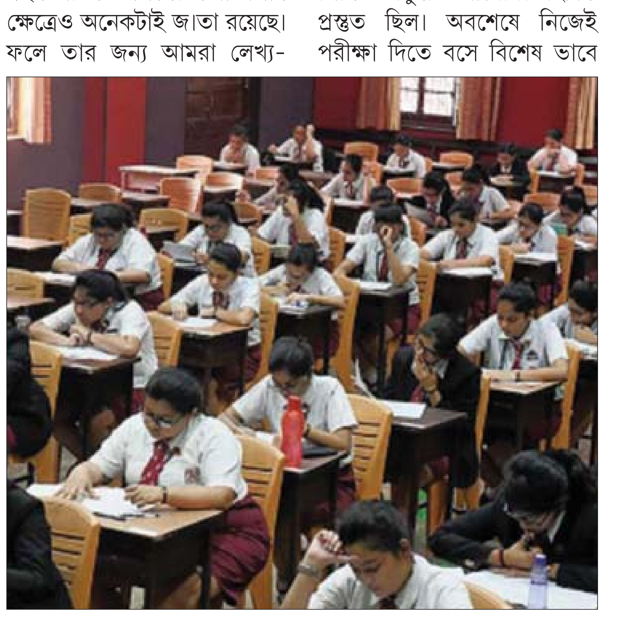

সহায়ক চেয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আঞ্চলিক কার্যালয়ে জানুয়ারির মাসের শেষ দিকে যোগাযোগ করি। কিন্তু বোর্ড আমাদের জানানো হয়, অনুমতি পাওয়ার ক্ষেত্রে দেরি হয়ে গিয়েছে। তারপরেও আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাই। পরীক্ষার দিন সকালেও আমাদের বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক ইপতেকার হোসেন পর্ষদের কন্ট্রোল রুমে বেশ কয়েকবার যোগাযোগ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সহায়ক নেওয়ার লিখিত অনুমতি আসেনি। সহায়ক প্রস্তুত ছিল। অবশেষে নিজেই পরীক্ষা দিতে বসে বিশেষ ভাবে সক্ষম পরীক্ষার্থী। কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর প্রায় লিখতে পারেনি বললেই চলে। ফলে সে একেবারেই মনমরা হয়ে পড়েছে।নয়াবাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ওই পরীক্ষার্থীর দায়িত্বে থাকা শিক্ষক ইফতেকার আহমেদ বলেন, জিয়াউদ্দিন মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। পর্ষদ যদি ওর আবেদন গ্রাহ্য করে এখনও সহায়ক নেওয়ার অনুমতি দেয় তবে ওই পরীক্ষার্থীর উপকার হবে। অন্যদিকে জেলায় মাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালন সমিতি সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই পরীক্ষার্থীর কাছে সহায়ক নিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদের লিখিত অনুমতি না থাকাতেই সমস্যা হয়েছে। ছাত্রটি প্রতিবন্ধী হলেও ছাত্রটি আবেদনের সাথে কোন প্রতিবন্ধী শংসাপত্র জমা দেয় নি। তাই এই সমস্যা! বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে আমাদের কোন ত্রুটি নেই আমরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে ফরওয়ার্ড করেছিলাম। ছেলেটি প্রতিবন্ধী হলেও সে এতদিনে কোন প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট পাইনি। সার্টিফিকেট ছাড়া এ ধরনের কোন অনুমতি দেওয়া হয় না। পতবে জেলা মাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালন কমিটির আহ্বায় বিপ্লব গুপ্ত বলেন, ওই ছাত্রের কোনো প্রতিবন্ধী শংসাপত্র নেই। এইজন্য বোর্ড থেকে কোন লিখিত অনুমতি পাইনি। বিষয়টি নিয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও তার পরিবারের আগেই ভাবা উচিত ছিল। আমরা বিষয়টি নিয়ে কী করা যায় তা খতিয়ে দেখছি। বিপ্লব বাবু আরো জানান জেলা ব্যাপি খুব সু ঃদর ভাবে পড়া হচ্ছে পরীক্ষা হচ্ছে প্রতিটি সেন্ট ারে। কেউ কোন অস উপায় অবলম্বন করলেই ধরা পড়া যাচ্ছে।

দিঘায় ব্রিজের নিচে খাল থেকে উদ্ধার ধড়হীন মাথা, চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ৪ ফেব্রুয়ারি,ঃ সেই দিঘাতেই এবার চাঞ্চল্য ছড়াল কেন্দ্র করে। দিঘা বাইপাসের কাছে বিলামুড়িয়া যাওয়া ব্রিজের নিচে খালে ধড়হীন মুন্ডু উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য। রবিবার সকালে খালে ধড়হীন মুন্ডু ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন সকালবেলা খালের জলে একটি কাটা মাথা ভাসতে দেখেন এলাকাবাসী। দ্রুত খবর দেওয়া হয় পুলিশে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দিঘা থানা ও দিঘা মোহনা থানার পুলিশ। আধিকারিকদের অনুমান, দীর্ঘদিন ধরেই পড়ে রয়েছে কাটা মাথাটি। ভাসতে-ভাসতে সেটি চলে এসেছে। যদিও, ওই ব্যক্তি কে, কীভাবেই বা এই অবস্থা হল সেই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। পুলিশ মাথাটি উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে তদন্তের জন্য।

বিআরএসকে নিন্দা

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ কৃষ্ণা নদীর জল ব্যবহার নিয়ে ভারত রাষ্ট্র সমিতি কে নিন্দা করেছেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেভান্থ রেড্ডি। তিনি রবিবার অভিযোগ করে সাংবাদিকদের একথা বলেন।

IN THE COURT OF THE LD. CIVIL JUDGE JUNIOR DIVISION 1st COURT AT JALPAIGURI

Title Suit No:185/2023 Sri Pradip Prasad @ Pradip Kumar Prasad ....Plaintiff

Vs

Thula Kheba Tamang ....Defendant

DRAFT COPY

The Plaintiff (PRADIP PRASAD @ PRADIP KUMAR PRASAD) has filed a suit fo Declaration, Permanent Injunction, Confirmation of possession and other Consequential reliefs along with an application for At-Interim Injunction on 30/03/2023 against you (THULA KHEBA TAMANG) and after hearing of the application as well as perusal of the documents of the plaintiff Ld. Court was pleased to allow the Ad- Interim Injunction application of the plaintiff in his favour. You are hereby notified to appear in this Court in person or by a pleader duly instructed and able to answer all material questions to the suit (or who shall be accompanied by some personable to answer all such questions) on the 10/5/24 at 10.30 AM in the forenoon, to answer the claim and in default of your appearance on the day before mentioned that the suit will be heard and determined Ex- Parte in your absence.

SCHEDULE OF THE LAND

All that piece and parcel Land is Situated within District and Sub Registry Office Jalpaiguri,A.D.S.R: Bhaktinagar, P.S:- Bhaktinagar, Pargana:- Baikanthapur, Mouza:- Dabgram, JL No:-2, R.S Sheet No: 8, L.R Sheet No: 24, R.S Khatian No: 574 corresponding to LR Khatian No:- 302 (Previously) & 430 (Present), R.S. Plot No's 264 corresponding to L.R Plot No: 106 area of Land measuring about 8.25 decimals or .0825 Acres or 5 Katha by virtue of one Registered Deed of Conveyance vide Deed No:-I-3571 of 1990 dated 11/05/1990 and the/said Land is butted and bounded as follows:-

North- Plot No: 843

South - 20 feet wide S. M. C Road

East- Sold Land of Pawan Kumar Agarwal & Others

West- Sold Land of Satyendra Aryya.

BY ORDER
Saibal Chakeaborty
SheristedarCivil Judge Junior Division 1st at Jalpaiguri

বহরমপুর থানার চালককে মারধরের অভিযোগ

মুর্শিদাবাদ, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ সাইকেল রাখা নিয়ে বিবাদের জেরে বহরমপুর থানার অস্থায়ী চালককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর থানার অন্তর্গত স্বর্ণময়ী এলাকায়। আহত ব্যক্তির নাম দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য । তিনি বহরমপুরের গোরাবাজার এলাকার বাসিন্দা।

E-Tender Notice

Application are invited from bonafied contractors/agencies vide NIT bearing memo nos are95/ RGP/24, 96/ RGP/24, 97/RGP/ 24, 98/RGP/24 , dated-05/02/2024 of the undermentioned for"CONSTRUCTION OF ROAD, INSTALLATION OF SOLAR LIGHT" works under Rasapunja Gram Panchayat, TM Block., South 24 Parganas. Last Date of Bid Submission: 12/02/2024, 01:00 pm, Date of Opening 16/02/2024, 11:00 am. For details, please see www.etender.com. And office Notice Board

Sd/- Prodhan
Rasapunja Gram Panchayat
T/Maheshtala Dev. Block
South 24 Parganas

রুপিক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

45/B, শুভম কমপ্লেক্স, ১ম A মেইন, জেপি নগর ৩য় ফেজ, বেঙ্গালুরু – 560078

স্বর্ণ নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারন জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, নিচে উল্লেখিত ঋণের ক্ষেত্রে বন্ধক রাখা সোনা, বকেয়া পরিশোধ না করার কারণে নিলাম করা হবে।একটি অনলাইন পোর্টাল **https://gold.samil.in**-এর মাধ্যমে **12/02/2024** তারিখে নিলাম হবে।

যদি উপরে উল্লিখিত তারিখে কোনো কারণে ই-নিলাম বাস্তবায়িত না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলির যে কোনও বা সমস্ত আইটেমের ক্ষেত্রে, রুপিক পরবর্তী যে কোনও তারিখ/সেগুলিতে পরবর্তী কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আইটেমগুলির ই-নিলাম/ব্যক্তিগত বিক্রয় পরিচালনা করবে।

ঋণের তালিকা (LOS ID)

12005054

উপরে উল্লিখিত নিলামে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের আগে ইএমডি জমা করতে হবে এবং তাদের বৈধ আইডি কার্ড এবং প্যান কার্ড নিয়ে আসতে লাগবে।

আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন - **1800 419 8000**

এসডি/- অনুমোদিত অফিসার রুপিক ক্যাপিট্যাল প্রাইভেট লিমিটেড

রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রা পথে পাল্টা বাইক মিছিল করল শাসক দল

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ এতদিন বিজেপির পাল্টা সভা করছিল তৃণমূল। এবার রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রা পথে পাল্টা বাইক মিছিল করল শাসক দল। যদিও তাদের দাবি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে এই বাইক মিছিল। কংগ্রেসের দাবি তৃণমূল তাদেরও ভয় পেয়েছে। তাই বাইক মিছিল।

২ ফেব্রুয়ারি বীরভূমের তারাপীঠ থানার বুধিগ্রাম অঞ্চলের মাজিপা।। থেকে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা করেছিলেন রাহুল গান্ধী। সেই যাত্রা তারাপীঠ, রামপুরহাট, নলহাটি, মুরারই হয়ে রাজগ্রাম থেকে ঝাড়খণ্ডের পাকুড় প্রবেশ করেছিল। রবিবার বিকেলে রাহুলের ন্যায় যাত্রার পাল্টা বাইক মিছিল করল তৃণমূল। একই রাস্তায় সেই মিছিল সন্ধ্যার সময় পৌঁছয় রাজগ্রামে। মিছিলে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, সভাধিপতি কাজল শেখ ছাড়াও ছিলেন সমস্ত বিধায়করা। সিউ।রি বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী বলেন, বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে আমাদের এই মিছিল। কোন নেতার পাল্টা মিছিল নয়। কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মিল্টন রসিদ বলেন, তৃণমূল বলছে কংগ্রেসকে দূরবীন দিয়ে দেখা যায় না। অথচ

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাহুল গান্ধীর পাল্টা মিছিল করছে। কোচবিহার থেকে বীরভূম সর্বত্র মানুষের ঢল মমতার ভীত নাড়িয়ে দিয়েছে। তাই জোটের নামে মমতা কংগ্রেস বিরধিতায় নেমেছে। এই তৃণমূলই বিজেপিকে আবার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আনবে। মমতা কংগ্রেসের দয়ায় মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। আজ তিনি কংগ্রেসের বিরোধিতা করছেন। উনি বেইমান।রাহুল গান্ধীর সফরের দিন পুলিশের নিরাপত্তা ছিল ঢিলেঢালা। রাহুল গান্ধীর কনভয়ের অ্যাম্বুলেন্সের পিছনে পুলিশের গাড়িতে ধাক্কা মেরে উল্টে রাহুলের অ্যাম্বুলেন্স চালককেই আটক করেছিল পুলিশ। কিন্তু এদিন তৃণমূলের মিছিল ছিল আঁটসাঁট নিরাপত্তা। মিছিল শুরু হওয়ার ঘণ্টাখানেক আগে থেকে ভারি যানবাহন চলাচল বন্ধ করেছিল পুলিশ।

জয়হিন্দ বাহিনীর নতুন প্রেসিডেন্ট যোগেশ্বর

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৪ ফেব্রুয়ারী ঃ বর্ধমান শহর তৃণমূল জয়হিন্দ বাহিনীর নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন যোগেশ্বর দাস বৈরাগ্য। পূর্ব বর্ধমান জেলা জয়হিন্দ বাহিনীর প্রেসিডেন্ট রবেন নন্দী রবিবার যোগেশ্বরবাবুর হাতে বর্ধমান শহর জয়হিন্দ বাহিনীর প্রেসিডেন্ট হিসাবে আপাতত এক বছরের জন্য নিয়োগপত্র প্রদান করেন। প্রেসিডেন্ট হিসাবে নতুন দায়িত্ব পেয়ে দলের সংগঠনকে আরও মজবুত এবং বুথ

স্তর থেকে তৃণমূলের সংগঠনকে আরো ভালভাবে পরিচালনা করার বিষয়ে আশাবাদি হন তিনি। জয়হিন্দ বাহিনীর নতুন শহর প্রেসিডেন্ট যোগেশ্বর দাস বৈরাগ্য জানিয়েছেন, দল তার উপর বিশ্বাস রাখায় তিনি খুব খুশী। তার দায়িত্ব বাড়ল। দলের কাজ যাতে ঠিকঠাক হয় সে বিষয়ে সর্বদা সচেষ্ট ও সচেতন থাকবেন। তাকে শহর জয়হিন্দ বাহিনীর প্রেসিডেন্ট করার জন্য যোগেশ্বরবাবু বর্ধমান দক্ষিনের বিধায়ক খোকন দাস এবং জেলা জয়হিন্দ বাহিনীর প্রসিডেন্ট রবীন নঃদীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। এর আগে বর্ধমান শহর তৃণমূল জয়হিঃদ বাহিনীর প্রেসিডেন্ট ছিলেন পল্লব দাস। উল্লেখ্য, ছাত্রজীবন থেকে ডানপন্থী রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত যোগেশ্বর দাস বৈরাগ্য ২০২২ সালের ২৭ জুলাই থেকে বর্ধমান শহর তৃণমূল জয় হিন্দ বাহিনীর চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। তার কর্মক্ষমতা, সক্রিয়তা ও দলের প্রতি দায়বদ্ধতার জন্যই তাকে চেয়ারম্যান থেকে শহর প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে বলেই মনে করছে বর্ধমানের রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

পূর্ব উত্তর রেলে বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অব্যাহত

গরখপুর, ০৪ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্ববর্তী রেলওয়ে নিত করা উচিত নয় কির্তিমণ স্থাপন করা হচ্ছে। এই রেলওয়ে উপর মাল লদানের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। জানুয়ারী মাস, ২০২৪ এ পূর্বোত্তর রেলে ০.৩৩৪৮ আমিলিয়ান টন কা মাল লদান হয়েছে, যা গত বছর মাস জানুয়ারী, ২০২৩-এ হুয়ে মাল লদান ০.২৮৩৭ আমি লিন টন এর তুলনায় ১৮ শতাংশ বেশি।একই ধরনের, বছর ২০২৩-২৪-এ সংঘবদ্ধ ভিত্তির উপর, মাস জানুয়ারী, ২০২৪ পর্যন্ত পূর্ব উত্তর রেলে কুল মাল লদান ৩.৬৩৩৬ আমিলিয়ান টন হয়েছে, যা গত অর্থবছরে জানুয়ারী, ২০২৩ পর্যন্ত হুয়ে মাল লদান ৩.০৫১ আমিলেন টন এর তুলনাতে ১৯.০৯ শতাংশ বেশি।

জমিতে বল খেলা নিয়ে পরিবারের দুই পক্ষের বিবাদ

মালদা, ৪ ফেব্রুয়ারীঃ পরিবারের দুই পক্ষের মধ্যে জমি নিয়ে বিবাদের জেরে ব্যাপক গন্ডগোল। কাকা তো ভাইকে মারধরের অভিযোগ অপর ভাইদের বিরুদ্ধে। ঝড়লো রক্ত। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী। পুলিশের হাতে আটক তিন অভিযুক্ত। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত রাঙাইপুর গ্রামের ঘটনা। এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন হুমায়ূন ইসলাম(৫২)। তাকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে তারই কাকাতো ভাই মনিরুল ইসলাম, আনিকুল আলী এবং রশিদ আলীর বিরুদ্ধে।হুমায়ূন ইসলামের অভিযোগ জমিতে ধান থাকা অবস্থায় বাচ্চারা বল নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি সেই সময় মানা করে ছিলেন। তারপরেই অভিযুক্তরা তার উপর চড়াও হয়। ইট,লাঠি কোদাল দিয়ে মারধর করে। এই ঘটনায় তার মাথায় আঘাত লেগেছে। আহত ব্যক্তি এই মুহূর্তে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীন হাসপাতালে চিকিসাধীন। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। আটক করে নিয়ে যায় তিন অভিযুক্তকে। ঘটনায় চাঞ্চল্য রয়েছে এলাকায়।আহত হুমায়ুন ইসলাম বলেন, বাচ্চাটা জমি দিয়ে বল নিয়ে যাচ্ছিল। তখন ধানের কাজ হচ্ছিল। আমি তাই মানা করেছিলাম। ওই জন্য ওরা এসে আমাকে ব্যাপক মারধর করেছে। এর আগে আমাদের কোন ঝামেলা ছিল না। অভিযুক্ত মনিরুল ইসলামের বক্তব্য, বাচ্চাটা সামান্য বল নিয়ে গেছিল। বাচ্চাটাকে বকাবকি করছিল। তাই আমরা প্রতিবাদ করেছি।

OFFICE OF THE KANDUAH GRAM PANCHAYAT

VILL-KANDUAH, P.O.-KANDUAH, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH

(1) NIeT No. KGP/197/eNIT/23-24, Dated: 02/02/2024 For and on behalf of the Kanduah Gram Panchayat, Pradhan invites tenders through E-tendering for the work of: Construction of cement concrete road from sulati pandit house to pappu mullick house at Kanduha GP under A.C 174 in MPLAD scheme. Document download/sale date from 05.02.2024 10:00 am to 12.02.2024 10:00 am. Bid submission end date up to 12.02.2024 10:00 am or as per tender portal. Bid Opening Date: 15.02.2024 at 10.00 AM or as per tender portal. For details please visit office of the undersigned or website https://wbtenders.gov.in.

Sd/- Pradhan
Kanduah Gram Panchayat

রতুয়ায় রাজনৈতিক কর্মসূচিতে এসে এনআরসি এবং বিএসএফ নিয়ে মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মমতাকে বিধলেন সুকান্তর

রতুয়া,৪ফেব্রুয়ারিঃ মালদহের রতুয়ার কাহালায় কর্মী সম্মেলনে এসে এনআরসি এবং বিএসএফ নিয়ে. মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মমতাকে বিঁধলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।রবিবার রতুয়ার কাহালা হাইস্কুল সংলগ্ন ময়দানে কাহালা অঞ্চল বিজেপির সম্মেলনে আসেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র সজল ঘোষ, শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ প্রমুখ।প্রথমে কাহালা হাইস্কুল চত্বরে কর্মীদের সঙ্গে বনভোজন করেন।নিজে হাতে রান্নায় সহযোগিতাও করেন সুকান্ত। তারপরেই মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন।সুকান্তর অভিযোগ মালদায় এসে এনআরসি নিয়ে মিথ্যাচার করেছেন মমতা।সংখ্যালঘুদের ভুল বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কেন্দ্র সরকার সিএএ লাগু করছে। কোথাও এনআরসি লাগু করার কথা বলা হচ্ছে না।কিন্তু মমতা বার বার ভুল বার্তা দিচ্ছেন।এর আগে যখন সিএএ পাশ হয় তখন মমতা উস্কানি দিয়ে ছিলেন। মালদার সামসি ও ভালুকা স্টেশনে আগুন জ্বলেছিল।সুকান্তর আরো অভিযোগ বিএসএফের বিরুদ্ধে মানুষকে উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করছেন মমতা ব্যানার্জি।উনার উদ্দেশ্য বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশ করিয়ে তাদের দিয়ে ভোট করানো।সেটা করতে পারছেন না দেব না। এটাই এখন কংগ্রেসের অবস্থা।তাই মমতা কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেও রাহুল নীরব। এছাড়াও মঞ্চ থেকে সুকান্তর দাবি ২০২৬ সালে মমতাকে বৃন্দাবন পাঠানো হবে। তার আগে ২০২৪ এর লোকসভা সেমিফাইনাল। কাহালা অঞ্চল থেকে পাঁচ হাজার একবার মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র সজল ঘোষ।নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী কে পেত্নী বলে কটাক্ষ করেন। মিথ্যেবাদী বলেও আক্রমণ করেন। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত বলেন, আজকের এই কর্মী সম্মেলন অঞ্চল কর্মীদের

বলেই এত রাগ সীমান্ত রক্ষা বাহিনীর উপর।রাহুল গান্ধী নিয়েও এদিন কটাক্ষের সুর বিজেপির রাজ্য সভাপতির গলায়। এই প্রসঙ্গে সুকান্তের বক্তব্য, মেরেছ কলসির কোন তাই বলে কি প্রেম ভোটের লিডের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দেন কর্মীদের উদ্দেশ্যে।রতুয়ার কাহালা থেকে সামসির কান্ডারনে আরেকটি বনভোজনে যোগ দেন সুকান্ত। এদিকে কাহালায় মঞ্চ থেকে ফের নিয়ে। পঞ্চায়েত ভোটে এই অঞ্চল বিজেপি জিতেছে। এখানকার নেতৃত্বের অনুরোধ ছিল। আমি আজ মালদায় এসেছি। তাই তাদের অনুরোধে উপস্থিত হলাম।

আদিনাথ বায়ল্যাবস লিমিটেড

CIN: L24230WB1982PLC034492

রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৪,নেতাজী সুভাষ রোড, ১ম তল, কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ০০১
ই-মেল ঃ investorsadinathbio.com,
ওয়েবসাইট ঃ www.adinathbio.com

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক বিবরণী তৃতীয় ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্তে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৩তারিখে
(দেখুনধারা ৪৭(১)(বি) সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫)

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২০২৩	নয় মাস শেষে ৩১.১২.২০২৩	চলতি ত্রই মাসিক সমাপ্তে গত বছরের ৩১.১২.২০২২
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত
১।	মোট আয় কারবার থেকে	২.১০৫	৭.০৩৫	-
২।	মোটলাভ (ক্ষতি) মেয়াদে (করেরপূর্বে, অতিরিক্ত এবং অথবাঅসাধারণআইটেমে)	(০.৪৬১)	(২.৩৯৮)	(২.০৬৭)
৩।	মোটলাভ (ক্ষতি) মেয়াদে (করেরপূর্বে, অতিরিক্তএবং অথবাঅসাধারণআইটেমপর)	(০.৪৬১)	(২.৩৯৮)	(২.০৬৭)
৪।	মোটলাভ (ক্ষতি) মেয়াদেকরেরপর, (অতিরিক্তএবং অথবাঅসাধারণআইটেমপর)	(০.৪৬১)	(২.৩৯৮)	(২.০৬৭)
৫।	মোটব্যাপকআয়মেয়াদে (সংযুক্তলাভ(ক্ষতি) মেয়াদে (করেরপর) এবংঅন্যান্যব্যাপকআয়	(০.৪৬১)	(২.৩৯৮)	(২.০৬৭)
৬।	ইক্যুইটিশেয়ারমূলধন	২,২০৭.৪২৬	২,২০৭.৪২৬	২,২০৭.৪২৬
৭।	সংরক্ষিত (রিভাল্যুএশান রিজার্ভ সহ যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্সশিটে)	-	-	-
৮।	শেয়ারপ্রতিআয়(১- টাকাপ্রতি) (বার্ষিকীকৃতনয়) মূল ও মিশ্র	(০.০০০)	(০.০০১)	(০.০০১)

দ্রষ্টব্যঃ
উপরোক্ত ফলাফলের সংক্ষিপ্ত রূপ, বিস্তারিত ফরম্যাট এবং ছয় মাস সমাপ্তে অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল যা সম্পূর্ণ করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে-www.cse-india.com তে। একই পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে- www.adinathbio.comতে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
আদিনাথ বায়ল্যাবস লিমিটেড এর পক্ষ থেকে
সুনীলকুমার
সর্বক্ষণের পরিচালক
DIN No.: 07777351

তারিখ ঃ ৩ রা ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br-VIII, KMC** invites E-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/072/20/2023-2024/BUSTEE

Name of work : **Repairing of the privies of the busties at 3, Gour Ghosh, 10, Rammoy Road etc. within ward no. 72 (KMC).** Estimated Cost : **₹ 3,43,278.19 (including GST and Cess).** Earnest Money : **₹ 7,000.00.** Period of Completion : **120 Days.**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/069/037/2023-2024/BUSTEE

Name of work : **Repairing of M.H., G.P., C.P. and replacement of M.H., G.P., C.P. Cover etc in 39 B, 40, 41 Beltala Road, 8/1, 8/3 Ahiripukur 1st lane etc in ward no. 069.** Estimated Cost : **₹ 1,99,814.05 (including GST and Cess).** Earnest Money : **₹ 4,000.00.** Period of Completion : **150 Days.**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/069/036/2023-2024/R

Name of work : **Restoration of Asphultum pavement disturbed by water supply department at 21 Chakraberia Lane to 13 D Paddapukur Lane in ward no. 069.** Estimated Cost : **₹ 2,12,354.94 (including GST and Cess).** Earnest Money : **₹ 4,300.00.** Period of Completion : **90 Days.**

Last date and Time of submission of Bid: **19.02.2024 at 12.00 Noon** (for Sl. No. 1 to 3). Date of opening of tender: **21.02.2024 at 12.00 Noon** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from: **07.02.2024 at 5.00 P.M.**(for Sl. No. 1 to 3) from the website **https://etender.wb.nic.in.** (for Sl. No. 1 to 3)

The **Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC** invites Tender online percentage rate two bid systems for the following work :

NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/135/053/2023-2024/R

Name of work : **Repairing of surface drain with ancillary works at Bengali Bazar, Shyamlal Lane etc N/H/No- B-134/A, H-125/G, H-115/A etc. in ward no.- 135, BR-XV.** Estimated Cost : **₹ 2,94,189.40 (including GST and Cess).** Earnest Money : **₹ 6,000.00.** Period of Completion : **120 Days.** Last date and Time of submission of Bid: **17.02.2024 at 11.00 A.M.** Date of opening of tender: **19.02.2024 at 11.00 A.M.** The bid forms and other details are available on and from: **06.02.2024 at 5.00 P.M.** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The **Director General (Bustee), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No.: KMC/EEBS/HQ/I/05/04/23-24/350 (1st Call)

Name of work : **Development of Modern Road side urinal at 20/1/1 Belgachia Road in ward no. 5, BR- I.** Estimated Cost (Incl. GST & LWC) : **₹ 3,35,204.52.** Earnest Money : **₹ 7,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

(2) NIT No.: KMC/EEBS/HQ/I/05/05/23-24/351 (1st Call)

Name of work : **Repairing of bustee sanitary latrines at 68/2/H/2-68/2/H/21 B.T Road and others bustee in ward no. 05,** Estimated Cost (Incl. GST & LWC) : **₹ 4,81,276.46.** Earnest Money : **₹ 10,000.00.** Period of Completion : **10 Days.**

(3) NIT No.: KMC/EEBS/HQ/I/04/02/23-24/352 (1st Call)

Name of work : **Repairing of bustee sanitary latrines at 1/H/60-1/H/75 Sarbakhan Road and others places in ward no. 04, BR- I.** Estimated Cost (Incl. GST & LWC) : **₹ 4,70,715.90.** Earnest Money : **₹ 10,000.00.** Period of Completion : **10 Days.**

Last date and Time of submission of Bid: **16.02.2024 upto 11.00 Hrs.** (for Sl. No. 1 to 3). Bid opening date and time for technical proposals: **19.02.2024 at 11.00 Hrs.** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from: **06.02.2024 at 17.00 Hrs.** (for Sl. No. 1 to 3) from the website **http://wbtenders.gov.in & https://www.kmcgov.in.** (for Sl. No. 1 to 3)

The **Executive Engineer (Water Supply) (MGPS & WPS), KMC** invites E-tender online in 2 bid system for the following work :

NIT No.: KMC/WS/MGPS/19/2023-24

Name of work : **Dredging & Desilting of suction intake and adjoining areas under the jetty at Mullick Ghat Pumping Station.** Estimated Amount : **₹ 2,86,587.50.** Earnest Amount : **₹ 5,800.00.** Period of Completion : **365 Days.** Last date and Time of submission of Bid(Online): **04.03.2024 up to 2.00 P.M.** The bid forms and other details will be available shortly from the website: **https://etender.wb.nic.in.**

The **OSD & EX-OFFICIO DG (TP&DD/TNP), KMC** invites e-tender/quotation online expression of interest of lower bidder for following work:

NIT No.: KMC/TNP/75/2023-2024

Name of work : **Installation of fencing along the bank of Tolly's Nullah behind Saiyed Jalal Shah Masjid near 147, Karl Marx Sarani Kolkata - 700023 on pollution abatement works in ward no. 75 under KMC.** Estimated Value : **₹ 4,32,838.18.** Earnest Money : **₹ 9,000.00.** Period of Completion : **45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid(Online): **17.02.2024 up to 11.30 A.M.** Bid submission start date (On line) on **06.02.2024 at 11.30 A.M.** Bid opening date and time for technical proposal (On line) : **19.02.2024 at 11.30 A.M.** The bid forms and other details are available on and from **06.02.2024 at 11.30 A.M.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

CORRIGENDUM

NIT No.- KMC/WS/CENT/35/23-24/02 published in this Newspaper on **19.01.2024 (Key No. 1298/23-24)** of **Water Supply (Central) Deptt.** the last date and time submission of bid (Online) will be read as **15.02.2024 at 3.00 P.M.** instead of 09.02.2024 at 5.00 P.M. Other terms and condition remain unchanged. 1387/23-24

বাসন্তীতে তৃণমূল বিজেপি মারামারিতে উত্তেজনা

বাসন্তী, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ টিউবওয়েলের জল নিয়ে দুই পক্ষের মারামারির ঘটনায় লাগল রাজনীতির রঙ। ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছেন দুই পক্ষের অন্তত পাঁচজন। রবিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার চুনাখালি এলাকায়। এই ঘটনায় উভয় পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানিয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন বিকেলে বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন তৃণমূল কর্মী খোকন মাইতি। সেই সময় প্রতিবেশী দীপঙ্কর মাইতি, স্বপন মাইতি, বিশ্বজিৎ মাইতিরা রাস্তার সরকারি টিউবওয়েলে স্নান করছিলেন। এতে জল অপচয় হচ্ছিল বলে অভিযোগ করেন খোকন। তখনই তাঁর উপর হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ খোকনের। তাঁকে রড, লাঠি দিয়ে মারধর করা হয়েছে। ঘটনায় গুরুতর জখম হলে তাঁকে বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাসন্তী থানায় এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন খোকন।

অন্যদিকে অভিযুক্তদের দাবি, তাঁরা বিজেপি দল করেন বলে তাঁদের উপর হামলা চালানো হয়েছে। তাঁদেরও তিনজন জখম হয়েছে। এ বিষয়ে রবিবার সন্ধ্যায় দু'পক্ষই বাসন্তী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ডায়মন্ড হারবারের অভিষেকের বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচার শুরু

ডায়মন্ড হারবার, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ যা পরিস্থিতি যে কোনো সময় ঘোষণা হতে পারে লোকসভা নির্বাচন। আর তার আগেই নিজের নিজের কেন্দ্রে লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করছে সাংসদরা। সেইমতই রবিবার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে বজবজ ২ নম্বর এর উমের পুর গ্রামে শুরু হলো দেওয়াল লিখনের কাজ। বজবজ ২ ব্লকের সভাপতি সুব্রত ব্যানার্জী র নেতৃত্বে দেওয়াল লেখা শুরু হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে তৃণমূল কংগ্রেসকে জেতানোর দাবিতে প্রচার চলে জোর কদমে। যদিও এখনও চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হয়নি তৃণমূলের। তবে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র ছাড়তে নারাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ফের ওই কেন্দ্র থেকেই লড়াই করবেন বলেও মনোভাব স্পষ্ট করেছেন। এদিকে ওই কেন্দ্রে লড়াই করার মত প্রকাশ করেছেন আই এস এফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। তাঁর দাবি ওই লোকসভা কেন্দ্রে মুসলিম ভোটারের আধিক্য আছে যা তাঁকে সাহায্য করবে।

হাসিনাকে চিঠি পাঠিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

ঢাকা, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চিঠি পাঠিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তাতে তিনি বাংলাদেশের উচ্চাভিলাষী অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে সমর্থনের পাশাপাশি একটি অবাধ ও মুক্ত ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অভিন্ন স্বপ্ন পূরণে অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠায় ঢাকার সঙ্গে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস রবিবার সকালে পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেনের কাছে এই চিঠি হস্তান্তর করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পাঠানো চিঠিতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন লিখেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রবাংলাদেশ অংশীদারত্বের পরবর্তী অধ্যায় শুরুর পর্বে আমি বলতে চাই, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও জ্বালানি, বৈশ্বিক স্বাস্থ্য, মানবিক সহায়তা, বিশেষ করে রোহিঙ্গা শরণার্থীসহ আরও অনেক ইস্যুতে আমাদের প্রশাসন একসঙ্গে কাজ করার ঐকান্তিক ইচ্ছা আমি তুলে ধরছি।' জো বাইডেন লিখেছেন, 'সমস্যা সমাধানে একসঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে আমাদের দীর্ঘ ও সফল ইতিহাস রয়েছে। আর আমাদের এই সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে দুই দেশের জনগণের শক্তিশালী সম্পর্ক।' প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাঁর চিঠিতে বলেছেন, 'বাংলাদেশের উচ্চাভিলাষী অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে সমর্থন এবং একটি অবাধ ও মুক্ত ভারতপ্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অভিন্ন স্বপ্ন পূরণে বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠায় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

গোয়েঙ্কাজি এক জীবন-এক মিশন-এর উদাহরণ, বিপাসনার জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন ঃ প্রধানমন্ত্রী

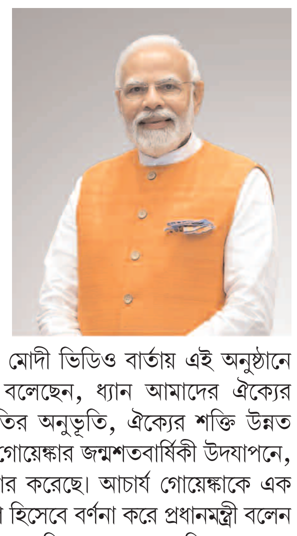

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ গোয়েঙ্কাজি এক জীবন-এক মিশন-এর উদাহরণ, বিপাসনার জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন, রবিবার প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন। এদিন মোদী বিপাসনা সাধনা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা এস এন গোয়েঙ্কার জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় একথা উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার বিপাসনা সাধনা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা এস এন গোয়েঙ্কার জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। মোদী ভিডিও বার্তায় এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। তিনি ভিডিও বার্তায় বলেছেন, ধ্যান আমাদের ঐক্যের অনুভূতির সঙ্গে সংযুক্ত করে। সংহতির অনুভূতি, ঐক্যের শক্তি উন্নত ভারতের মূল ভিত্তি। আচার্য এস এন গোয়েঙ্কার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে, সবাই এই মন্ত্রটি সারা বছর ধরে প্রচার করেছে। আচার্য গোয়েঙ্কাকে এক জীবন, এক মিশন-এর মহান উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে তাঁর একটাই মিশন ছিল সেটা হল বিপাসনা। সমগ্র বিশ্বের কাছে বিপাসনা প্রাচীন ভারতীয় জীবনধারার একটি চমৎকার উপহার কিন্তু আমরাই এই ঐতিহ্য ভুলে গেছি। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, মায়ানমারে ১৪ বছর তপস্যা করার পর গোয়েঙ্কাজি দীক্ষা নেন এবং তারপর ভারতের এই প্রাচীন গৌরব নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। প্রধানমন্ত্রী গোয়েঙ্কাজির ব্যক্তিত্বকে বিশুদ্ধ জলের মতো শান্ত ও গম্ভীর বলে উল্লেখ করে বলেন, তিনি একজন নীরব ব্যক্তির মতো নির্মল পরিবেশ ছড়িয়ে দিতেন। তিনি বিপাসনা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান দিয়ে সকলকে উপকৃত করেছিলেন, এই কথা বলে প্রধানমন্ত্রী নিজের বক্তব্য শেষ করেন।

প্রযুক্তির ব্যবহারে বিচার ব্যবস্থা সহজ হবেঃ অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ প্রযুক্তির ব্যবহারে বিচার ব্যবস্থা সহজ হবে, রবিবার দিল্লিতে সিএলইএ-কমনওয়েলথ অ্যাটর্নি এবং সলিসিটরস জেনারেল কনফারেন্স (সিএজিএসসি-২৪)-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে একথা বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি এই অনুষ্ঠানে আরও বলেন, প্রযুক্তির ব্যবহার কাজকে আরও সহজ হয়ে উঠেছে। বিচার ব্যবস্থার প্রতিটি অংশে প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও তিনি এদিন মন্তব্য করেন। তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন সম্পর্কে শাহ বলেন, এই আইনগুলি প্রয়োগের ফলে ভারতে বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক আইনী ব্যবস্থা জারি থাকবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ন্যায়বিচার সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী করতে প্রযুক্তি বড় ভূমিকা পালন করতে পারে।

Name Change

I, Nirmal Biswas S/o Narendra Biswas R/o Vill. PanditpurUttarpara, P.O.- Barachupria, P.S.- Hanskhali, Dist. Nadia, Pin-741502 shall henceforth be known as Nirmal Kumar Biswas. I declare that Nirmal Kumar Biswas and Nirmal Biswas is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-02-2024.

Name Change

I, Mihir Biswas S/o Amulya Biswas R/o Sibchandpur, Nadia, Pin-741502, W.B., Indiashall henceforth be known as Ajit Biswas. I declare that Ajit Biswasand Mihir Biswas is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-02-2024.

Name Change

I, Parvin KhatunD/o Based Khan R/o Vill. Mukundapur, P.O.- Sagareswar, P.S.- Ramnagar, Dist. East Medinipur Pin-721446 shall henceforth be known as Parveen Khatun. I declare that Parveen Khatun and Parvin Khatun is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-02-2024.

Name Change

I CHARANPREET SINGH,SON OF SANATAM SINGH,R/O 100 VIP NAGAR,PO-VIP NAGAR,DIST-SOUTH 24 PARGANAS,PIN-700100, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KARANPREET SINGH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/02/2024,THAT KARANPREET SINGH AND CHARANPREET SINGH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SATNAM SINGH,SON OF BANT SINGH R/O 100 VIP NAGAR, ANANDAPUR,PO-VIP NAGAR,DIST-SOUTH 24 PARGANAS,PIN-700100, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANATAM SINGH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/02/2024, THAT SANATAM SINGH AND SATNAM SINGH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SK SHABAN ALI, S/O SEIKH MUKHTAR ALI, R/O T-175/A, MITHA TALAB BARA BAGAN, KOLKATA - 700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK SHABAAN ALI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/02/2024, THAT SK SHABAAN ALI AND SK SHABAN ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I YASMIN BANU & YEASMIN BEGUM, W/O SEIKH MUKHTAR ALI, R/O T-175/A, MITHA TALAB BARA BAGAN, KOLKATA -700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS YASMIN BANO, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/02/2024, THAT YASMIN BANU & YEASMIN BEGUM AND YASMIN BANO ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I NAUSEEN KHATOON, W/O SUJAT HUSSAIN, R/O Q-56 AKRA ROAD, GARDEN REACH, KOLKATA -700024, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NAUSHEEN KHATOON, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/02/2024,THAT NAUSEEN KHATOON AND NAUSHEEN KHATOON SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SEIKH MUKTAR ALI AND MOKHTAR ALI,S/O MAIZAN SEIKH, R/O T-175/A, MITHA TALAB BARA BAGAN, KOLKATA -700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEIKH MUKHTAR ALI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/02/2024, THAT SEIKH MUKTAR ALI AND MOKHTAR ALI ALSO SEIKH MUKHTAR ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নিখোঁজ ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা গড়িয়ায়

গড়িয়া, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার গড়িয়ার ফরতাবাদে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ এলে পুলিশের উপর হামলার অভিযোগ এলাকাবাসীর। পরে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বাড়ির পাশেই দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র বৃহস্পতিবার রাতে একটি বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলেন। রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে এলাকারই বেশ কয়েকজনের সাথে গল্প গুজব করছিল। তারপর বাথরুম পেয়েছে বলে নিচে নেমে আসে অপ্রতিম দাস নামে ওই যুবক। তারপর থেকে অপ্রতিমের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি বলে এলাকার বাসিন্দাদের এবং পরিবারের বক্তব্য। অপ্রতিম বারুইপুরের একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল। এলাকায় মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিল সে। অপ্রতিমকে খুজে না পেয়ে নরেন্দ্রপুর থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করে পুলিশ। বারবার পুলিশের সাথে যোগাযোগ করেন পরিবারের লোকজন। পরিবারের অভিযোগ পুলিশ তদন্তে গাফিলতি করেছে। রবিবার দুপুরে বাড়ির কাছাকাছি একটি জলাশয়ে অপ্রতীমের দেহ দেখতে পায় এলাকার বাসিন্দারা। খবর পেয়ে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ এলে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশের উপর হামলার অভিযোগও ওঠে। পরে খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতেই নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে অপ্রতিমের পরিবার। তার মোবাইল ফোন থাকলেও বৃহস্পতিবার রাত থেকেই তার মোবাইল ফোন সুইচ অফ ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। নিখোঁজের অভিযোগ দায়েরের পরেই ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ, এমনটাই জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে। এলাকায় গিয়ে তদন্তের পাশাপাশি আশেপাশের বিভিন্ন থানাতেও জানানো হয়। এছাড়া রাজ্য পুলিশের যে মিসিং পোর্টাল রয়েছে সেখানেও তথ্য সহ ছবি সহ দেওয়া হয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

সোমবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে। অপ্রতিমের পরিবারের অভিযোগ খুন করা হয়েছে তাঁকে। কিন্তু কি কারণে এই ঘটনা সে বিষয়টি এখনও পরিস্কার নয়। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি এটি খুন না এই মৃত্যুর পিছনে অন্য কোন কারণ রয়েছে সেটাও ক্ষতিয়ে দেখছে।

সমাজসেবী দেবাশীষ সর্দারের উদ্যোগে ধুমডাঙ্গী আশ্রমে দুস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণসহ একাধিক কর্মসূচি

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ এদিন ঐতিহ্যবাহী ধুমডাঙ্গী আশ্রমে সংলগ্ন এলাকার গ্রামবাসীদের জন্য একাধিক সামাজিক কর্মসূচি করা হয়। লোক কথা অনুযায়ী এই ধুমডাঙ্গী আশ্রম বহু পুরনো, এই আশ্রমে মাঝেমধ্যেই আসতেন ভবানী পাঠক। সংলগ্ন এলাকার গ্রামবাসীদের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন তিনি। মাঝেমধ্যেই এই আশ্রমে একাধিক সামাজিক উদ্যোগ নেওয়া হয়ে থাকে। এদিন সকালে দুস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ, এছাড়া গ্রামবাসীদের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ,চক্ষু পরীক্ষা শিবির, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার সুবিধা প্রদান করা হয়। এদিন অন্তত ত্রিশ জন মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় কম্বল। সমাজসেবী দেবাশিষ সর্দারের উদ্যোগে এই কর্মসূচি রূপায়িত করা হয়। তিনি এই বিষয়ে জানান অর্থের অভাবের কারণে গ্রামবাসীরা চিকিৎসা করাতে পারেন না তাই তাদের কথা ভেবে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির ,স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার সুবিধা প্রদান করা।

এছাড়া অর্থের কারণে প্রচন্ড শীতের মধ্যে কম্বল কিনতে পারেন না গ্রামবাসীরা তাই তাদের কথা ভেবে এই উদ্যোগ।

ক্যানিংয়ে প্রতিবেশী যুবককে অপহরণের অভিযোগ

ক্যানিং, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ আংশিক মানসিক ভারসাম্য প্রতিবেশী বছর তিরিশের এক যুবককে অপহরণের অভিযোগে গ্রেফতার হলেন বাবা ও ছেলে। ক্যানিংয়ের পশ্চিম হাতামারি গ্রামের ঘটনায়। ধৃতদের নাম মনা হাসান লস্কর ও আরশেদ লস্কর। শনিবার রাতে এদেরকে গ্রেফতার করে পুলিশ। রবিবার ধৃতদের আলিপুর আদালতে তোলা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বিগত বেশ কিছুদিন ধরে স্থানীয় যুবক রফিকুল মোল্লা নিখোঁজ। রফিকুলের পরিবারের অভিযোগ তাঁকে অপহরণ করে অন্যত্র পাচার করেছে অভিযুক্ত বাবা ও ছেলে। এ বিষয়ে ক্যানিং থানায় তাঁরা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ গ্রেফতার করেছে দুজনকে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

মুঙ্গিয়াকামিতে শ্যালকের মারে গুরুতর আহত ভগ্নিপতি

তেলিয়ামুড়া, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ শ্যালকের মারে গুরুতর আহত ভগ্নিপতি। বর্তমানে চিকিৎসাধীন হাসপাতালে। ঘটনা শনিবার রাতে খোয়াই জেলার মুঙ্গিয়াকামি থানাধীন ছনপাড়া এলাকায়। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে মুঙ্গিয়াকামি থানাধীন বংশীপাড়া এলাকার বাসিন্দা শ্যামল দেববর্মা ছনপাড়া এলাকার এক দোকানে কিছু সামগ্রী ক্রয় করতে গেলে এলাকার জিতেন্দ্র দেববর্মা নামের ব্যক্তি তাকে মারধর করে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি অন্যান্যরা প্রত্যক্ষ করে তাকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসে। এদিকে হাসপাতালে চিকিৎসারত শ্যামল দেববর্মা জানান, তাকে যে মারধর করেছে সম্পর্কে তার শ্যালক। ঘটনার কারণ সঠিক জানতে পারেনি বলে জানান শ্যামল। সে এও জানায়, কয়েক বছর আগে জীতেন্দ্র দেববর্মার বোনের সাথে শ্যামল দেববর্মার বিয়ে হয়েছিল। পারিবারিক কিছু ঝামেলার দরুন বর্তমানে শ্যামলের স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে তার বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তখন থেকেই একটা ঝামেলা চলছিল।

বিশালগড়ে বিজেপি নেতার বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে ছাই বসত ঘর সহ রবারের গুদাম

বিশালগড়, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ বিজেপির বুথ সভাপতির বাড়িতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। ঘটনা সিপাহিজলা জেলার বিশালগড় থানাধীন পূর্ব লক্ষীবিল কর্মকার পাড়ায়। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে বিশালগড় থানাধীন পূর্ব লক্ষীবিল কর্মকারপাড়া এলাকার বিজেপির ১৬৪৬ নং বুথের সভাপতি মাধব দত্তের বাড়িতে আচমকা বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংগঠিত হয়। বাড়ির একটি বসত ঘর এবং অপর আরেকটি ঘরে থাকা লক্ষাধিক টাকার রাবারের সিট পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনা খবর যায় বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের কাছে। তারা ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে ছুটে যান বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে মহকুমা শাসক সহ প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দেন।

গ্যাস সিলিন্ডারের আঘাতে স্বামীকে খুন স্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৪ ফেব্রুয়ারীঃ চাঞ্চল্যকর ঘটনা পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসিতে। স্ত্রীর হাতে স্বামী খুনের অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসি ২ ব্লকের ভুঁড়ি অঞ্চলের কালী মোহনপুর গ্রামে। জানা গেছে ৬২ বছরের সন্তোষ মজুমদার পেশায় একজন কাঠ মিস্ত্রি। তার বাড়ির কাছেই একটা কাঠের দোকান আছে।এদিন সকাল ৯ টা নাগাদ দোকানে গিয়ে স্বামীর সাথে বচসায় জড়িয়ে পড়ে তার স্ত্রী শ্রীমতী মুজমদার।এবং বচসার জেরে ভারী কোনো বস্তু দিয়ে স্বামীর মাথায় আঘাত করে, ফলে মৃত্যু ও হয় স্বামী সন্তোষ মজুমদারের বলে এলাকাবাসীদের অনুমান। মৃত সন্তোষ মজুমদারের কন্যা শর্মিলা বিশ্বাস জানান ,প্রায়ই মা, বাবার উপর অত্যাচার চালাতো। মায়ের অত্যাচারে বিবাহিত কন্যা শ্বশুর বাড়ি থেকে বাবা - মা র কাছে ঘুরতেও আসতোনা। বাবা কে হত্যা করেছে তার মা, এমনি দাবি করেন তাদের কন্যা শর্মিলা বিশ্বাস। এবং তিনি তার মায়ের কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছেন।

স্ত্রীর হাতে স্বামী খুন এই ঘটনা এলাকায় চাউর হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে। খবর যায় গলসি থানায়। গলসি থানার পুলিশ মৃত দেহ উদ্ধার করে এবং অভিযুক্ত স্ত্রীকে পুলিশ আটক করে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে এলাকায় হাজির হন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান সুবোধ ঘোষ। তিনি বলেন মৃত সন্তোষ মজুমদার একজন সহজ সরল মানুষ ছিলেন। এবং অভিযুক্ত স্ত্রীও অঙ্গনওয়ারীর একজন সহ কর্মী তাই এই ঘটনায় স্ত্রীর নৃশংস ভাবে স্বামী হত্যার বিষয়ে তিনি পূর্ণ তদন্তের দাবী জানান।

বিভিন্ন রেলওয়ে পদে নিযুক্তির জন্য প্রকাশিত বার্ষিক ক্যালেন্ডার

মালিগাঁও, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড (আরআরবি) -এর মাধ্যমে বিভিন্ন রেলওয়ে পদে নিযুক্তির জন্য বার্ষিক ক্যালেন্ডার ২০২৪ প্রকাশের ঘোষণা করলেন মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রীঅশ্বিনী বৈষ্ণব। এর ফলে নিযুক্তি প্রক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি হবে এবং নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে নির্ধারিত ক্যাটাগরির জন্য পরীক্ষা আয়োজিত করা যাবে। মাননীয় রেলওয়ে মন্ত্রীর মত অনুযায়ী, রেলওয়ের সব গুলি ক্যাটাগরির সময়সীমা বার্ষিক ভাবে স্থির করা হবে এবং প্রত্যেকটি ক্যাটা গরির জন্য পৃথক ভাবে বছরে চারবার করে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে, যাতে প্রত্যেকে ইসমান সুযোগ লাভ করতে পারবেন। প্রত্যেক বছর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার ফলে বয়স বেশি হয়ে যাওয়ার সমস্যার সমাধানে সাহায্য হবে। সেই অনুযায়ী , এই বছর অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট পদের জন্য নিযুক্তি প্রক্রিয়া জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত, এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত টেকনিসিয়ান নিযুক্তি প্রক্রিয়া এবং এনটিপিসি, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এবং প্যারামেডিক্যাল ক্যাটাগরির পদের জন্য নিযুক্তি প্রক্রিয়া জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। লেভেল-১ পদ, মিনিস্ট্রিয়াল এবং আইসোলেটেড ক্যাটাগরির জন্য নিযুক্তি প্রক্রিয়া এই বছরের অক্টোবর-ডিসেম্বরের মধ্যে আয়োজিত হবে। বার্ষিক ক্যালেন্ডার হলো একটি বার্ষিক নিযুক্তি প্রক্রিয়া, যা রেলওয়ে পরীক্ষার জন্য অধিক সুযোগ প্রদান করে। এর মাধ্যমে প্রত্যেক বছর যোগ্য প্রার্থীদের সমান সুযোগ দেওয়া হবে। নিযুক্তি প্রক্রিয়া এখন আরও দ্রুত হবে এবং আর আর বিআর আরসি -এর দ্বারা তালিকা ভুক্ত হওয়ার পর প্রার্থীদের নিয়োগও প্রশিক্ষণ তাৎক্ষণিক ভাবে সম্পন্ন করা যাবে। যদি একজন প্রার্থী একবারের সুযোগে যোগ্যতা অর্জন করতে না পারেন, তাহলে ভবিষ্যতে সেই প্রার্থীর জন্য আরও সুযোগ থাকবে। যে সমস্ত প্রার্থী নির্বাচিত হবেন তাঁদের জন্য ক্যারিয়ারের উন্নত প্রোমোশনের সম্ভাবনা থাকবে। নির্বাচন প্রক্রিয়া, প্রশিক্ষণ এবং নিয়োগ দ্রুত ভাবে করা হবে।

রেলওয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে চাকরির রেকেট, দালাল ও মধ্য ভোগীদের থেকে প্রার্থীদের সাবধান হওয়ার পাশাপাশি কোনও ধরনের ফাঁদে না পড়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

রাহুল গান্ধী রাত্রি যাপন করবেন রামগড়ে, পৌঁছেছেন সেফ হাউসে

রামগড়, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ ভারত জোড়া ন্যায় যাত্রায় রাহুল গান্ধী রামগড়ে রাত কাটাবেন। বোকারো থেকে শুরু করে তার কনভয় গোলায় থামে। এখানে জনসভায় ভাষণ দেওয়ার পর তিনি সরাসরি রামগড়ে পৌঁছোন, সাধারণ নাগরিকদের সাথে দেখা করেন। কংগ্রেস রামগড় শহরের সিধু কানহু ময়দানে সেফ হাউস তৈরি করেছে। সেফ হাউসের নিরাপত্তার দায়িত্ব রয়েছেন এসপিজি এবং সিআরপিএফ । রাহুল গান্ধীর যাত্রা আবার শুরু হবে ৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮টায়। সেফ হাউসেই জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হবে। জাতীয় সঙ্গীতে অংশ নেবে পুরো দল। এরপর কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে রামগড় শহরে যাবেন রাহুল গান্ধী। শহরের বাজারটান্ড, চটি বাজার হয়ে গান্ধী চকে পৌঁছাবে তার কনভয়। এর পরে রাহুল গান্ধী মেন রোড, সুভাষ চক হয়ে রাঁচির উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।

ভানোটের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ বিধায়ক সতপাল সিং সত্তির

উনা, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ হিমাচল প্রদেশের প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি এবং উনা সদর ভিস কেন্দ্রের বিধায়ক সতপাল সিং সত্তি রবিবার বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা হরিওম ভানোটের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে তাঁর বাড়িতে যান। সতপল সত্তি হরিওম ভানোটের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এবং পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দেন। সতপল সত্তি বলেন, হরিওম ভানোট একজন দক্ষ নেতা। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি দলের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। রাজ্য বিজেপি মিডিয়া ইনচার্জ হিসাবে, তিনি খুব ভালভাবে বিজেপির নীতির প্রচারের কাজ চালিয়ে যান।

তিনি রাজ্য সরকারের মিডিয়া উপদেষ্টা কমিটির সদস্য হিসেবেও কাজ করেছেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের রেলওয়ে যাত্রী পরিষেবা কমিটির জাতীয় সদস্যও ছিলেন।

তিনি আরও বলেন, হরিওম ভানোটের মৃত্যুতে বিজেপি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে হারালো। এটাকে নিজের ব্যক্তিগত ক্ষতি বলেও অভিহিত করেছেন তিনি।

সমগ্র বিশ্বের ভরসা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

কৌশিক দাস ঃ তাঁকে বলা হয় 'ভারতের রসায়নের পিতা'। তবে নিজের সাফল্য এবং অবদানের প্রসঙ্গ উঠলেই বলতেন, তিনি নাকি ভুলবশত রসায়নবিদ হয়ে গেছেন। কেবল রসায়নবিদ হিসেবে বা 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' ও মার্কারির আবিষ্কার করার জন্যই নয়, তাঁর শিক্ষক হিসেবে, বৈজ্ঞানিক হিসেবে অবদান, এমনকি ভারতের স্বাধীনতায় তাঁর অবদানের জন্যও আজও গোটা বিশ্ব জুড়ে তাঁর বহুল চর্চা। ইনি আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। রসায়ন, বিজ্ঞান, শিক্ষা, মানবকল্যান, স্বাধীনতা সকলেই রয়েছে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের অনিস্বীকার্য অবদান। ১৮৬১ সালের ২রা আগস্ট যশোর জেলার অন্তর্গত কপোতাক্ষ নদীর তীরবর্তী রাড়ুলী গ্রামে জন্ম নেন পি সি রায়। পিতা হরিশ্চন্দ্র রায় এবং মাতা ভুবনমোহিনী দেবীর পুত্র আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন অত্যন্ত তুখোড় এবং প্রত্যুৎপন্নমতি। সাত ভাইবোনের মধ্যে প্রফুল্ল চন্দ্র ছিলেন তৃতীয় সন্তান। বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করাকালীনই রসায়নে আগ্রহ দেখাতে থাকেন তিনি। ফলে এই পথেই হাটেন প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার সুফল তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন গণমানুষের মাঝে। তার জীবনের সবটুকু জুড়েই ছিল এদেশের মানুষ। বলতেন, 'আমার সমস্ত কিছুর কেন্দ্রবিন্দুই এদেশের মানুষ ভালো থাকবে বলে।' আমরা আজ যে সমবায়ের কথা বলি তার জনক ছিলেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। একসময় তার মাসিক আয় ছিল পৌনে দুই হাজার টাকা। অথচ তিনি তার সকালের নাস্তার জন্য বরাদ্দ রাখতেন ১ পয়সা। ১ পয়সার বেশি নাস্তা হলে তেলেবেগুনে জ্বলে

উঠতেন। মাসিক আয় থেকে নিজের জন্য মাত্র ৪০ টাকা রেখে দান করে দিতেন সব। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত এই দশ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি একাই দান করেছিলেন ১ লাখ ৩৬ হাজার টাকা। অজৈব এবং জৈব নাইট্রেটের রসায়নে তার অবদান আজও গোটা বিশ্বে চর্চিত। এই 'মাস্টার অফ নাইট্রেটই' প্রমাণ করেন কীভাবে পারদের সঙ্গে লঘু নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় মার্কিউরাস নাইট্রেট তৈরি করা যায়। এছাড়াও, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, সালফার ঘটিত জৈব পদার্থ এবং প্লাটিনাম, ইরিডিয়াম কিংবা সোনা সম্বলিত জৈব রাসায়নিকের যৌগ তৈরি করে রসায়নের জগতে নতুন পথ দেখান আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র। আবিষ্কার করেছিলেন ১২টি যৌগিক লবণ এবং ৫টি থায়এস্টার। কিন্তু এই সকল বিষয়ে কম বেশি আমরা সকলেই জানি। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের বিষয়ে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা জানেন না অনেকেই। প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, প্রথমে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার কিছু সময় বাদেই আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন তিনি।এর ফলে কয়েক বছরের জন্য তাঁকে স্কুল থেকে বিরতি নিতে হয়। এই সময়ে, তিনি আত্ম-অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। স্নাতক ডিগ্রি না থাকা সত্ত্বেও, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়.১৮৮২ সালে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত হন। এমনকি সেখানে সম্মানজনক গিলক্রিস্ট পুরস্কার বৃত্তিও পান তিনি। তৎকালীন সময়ে শুধুমাত্র ম্যাট্রিকুলেশন সম্পন্ন করেছিলেন আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। খাতায় কলমে ডিগ্রী নয়, নিজের বুদ্ধিমত্তা এবং কঠোর পরিশ্রম দাঁড়ায় তিনি তাঁর প্রতিভা গোটা বিশ্বকে প্রমাণ করেছিলেন এবং রসায়নে নতুন পথের দিশা দেখিয়েছিলেন। ভারতীয় রসায়নবিদ এবং শিক্ষাবিদ প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ইউরোপের বাইরে প্রথম ব্যক্তি যিনি রয়্যাল সোসাইটি অফ কেমিস্ট্রি দ্বারা স্থাপিত একটি রাসায়নিক ল্যান্ডমার্ক ফলক দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলেন। এই ফলকটি রসায়নের ক্ষেত্রে তাঁর বিশাল অবদানের একটি প্রমাণ, যার মধ্যে রয়েছে ভারতে প্রথম ওষুধ কোম্পানির বিকাশ এবং দেশে আধুনিক রসায়নের প্রবর্তন। তার উত্তরাধিকার বিশ্বজুড়ে রসায়নবিদ এবং বিজ্ঞানীদের প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। ১৯২৪ সালে, প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কেমিস্ট রে রূপান্তরিত কেমিস্ট্রি স্কুল ইন্ডিয়ান স্কুল অফ কেমিস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করেন, যা ভারতে রসায়নের অগ্রগতির জন্য নিবেদিত একটি অগ্রগামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত। এই স্কুলটি ছিল দেশের প্রথম রসায়ন স্কুল যা দ্রুত রসায়নের অধ্যয়নের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই স্কুল সারা দেশের শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করে। রায়ের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এমন একটি স্কুল তৈরি করার যা শিক্ষার্থীদের রসায়নের ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তিতে শেখার সুযোগ দেবে এবং সফল রসায়নবিদ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও জ্ঞান প্রদান করবে। ১৮৮৯সালে, প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কলকাতার মর্যাদাপূর্ণ প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নের অস্থায়ী সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। তাঁকেই প্রথম ভারতে অস্থায়ী সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। এটি তাঁর কর্মজীবনের একটি প্রধান মাইলফলক ছিল। পাশাপাশি এই ঘটনা বিজ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘ এবং বিশিষ্ট যাত্রার সূচনা করেছিল। বিজ্ঞান ও শিক্ষা জগতে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের অবদান ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক। বিজ্ঞানের মাধ্যমে দেশের উন্নতি সাধন করা তথা পরাধীন ভারতীয়দের আত্মমর্যাদাকে বাড়ানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী বীরদের প্রতি তাঁর ছিল গভীর সহানুভূতি। জাতিভেদ ,বাল্যবিবাহ ,পণপ্রথা প্রভৃতি হিন্দু সমাজের কুসংস্কারের বিরোধী ছিলেন তিনি। ভূমিকম্প ,বন্যা ,দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দেশের প্রাকৃতিক বিপর্যয় তিনি অকাতরে দান করেছিলেন। ভারত স্বাধীন হলেও, আজও দেশের কোণায় কোণায় রয়েছে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের অবদান।

মেঘালয়ে ৩.৫ মাত্রার ভূমিকম্প, ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন মানুষ

শিলং, ০৪ ফেব্রুয়ারি ঃ রবিবার বিকেলে মেঘালয়ের পূর্ব গারো পার্বত্য জেলায় মাঝারি তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। সিসমোলজি বিভাগ জানিয়েছে, দুপুর ২.৩৭ মিনিট ১৫ সেকেন্ডে পূর্ব গারো পাহাড় জেলায় ভূমিকম্প অনুভূত হয। রিখটার স্কেলে এর তীব্রতা মাপা হয়েছে ৩.৫। ভূমিকম্পের কারণে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। ভূমিকম্প অনুভূত হতেই আতঙ্ক লোকজন ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ইন্ডিয়ান সেন্টার ফর সিসমোলজি অনুসারে, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল মেঘালয়ের পূর্ব গারো পাহাড় জেলায় ১২ কিলোমিটার ভূগর্ভে। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল ২৫.৮০ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০.৬৯ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে।

নিশিগঞ্জে বাজেয়াপ্ত বিপুল পরিমাণ গাঁজা, গ্রেপ্তার এক

নিশিগঞ্জ, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ কোচবিহারের নিশিগঞ্জে গাঁজা পাচারের অভিযোগ উঠল সিভিক ভলেন্টিয়ারের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম আনিছুর রহমান। সে দিনহাটা থানায় কর্মরত। রবিবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নিশিগঞ্জ ফাঁ।রি ওসি সৌগত দাসের নেতৃত্বে পুলিশ আধিকারিকরা নাকা চেকিং বসায় নিশিগঞ্জে। সেইসময় একটি ছোট গা।ি আটকাতেই তাতে চালক সহ চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। খবর পেয়ে নিশিগঞ্জে পৌঁছোয় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সঃ দীপ গা।ই, মাথাভাঙ্গার এসডিপিও সমরেন হালদার, মাথাভাঙা থানার আইসি হেমন্ত শর্মা প্রমুখ। পুলিশ ও মাথাভাঙ্গা ২-এর বিডিও উজ্জ্বল সর্দারের উপস্থিতিতে গাড়ি থেকে প্রায় ২৩ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত হয়। পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করে ঘটনার তদন্তে নেমেছে। কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানান, ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস অ্যাক্টের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ধৃতদের সোমবার আদালতে তোলা হবে।

বাগডোগরায় পাচারের আগে বিপুল পরিমাণ বার্মা টিক কাঠ উদ্ধার, আটক ১

বাগডোগরা, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ পাচারের আগে বিপুল পরিমাণ বার্মা টিক কাঠ উদ্ধার করলো বাগডোগরা বনদফতর। জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে শনিবার রাতে বাগডোগরা বনবিভাগের কর্মীরা ফাঁসিদেওয়ার ক্যানেল রোডে চেকপোস্টে অসম নম্বরের একটি ট্রাক আটক করে। ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় লক্ষাধিক টাকার বার্মাটিক কাঠ।ঘটনায় আটক করা হয.ট্রাক চালক ওযা।সিম খানকে।সে হরিয়ানার বাসিন্দা। রবিবার বাগডোগরা বন বিভাগের রেঞ্জার সোনাম ভুটিযা.জানান, উদ্ধার হওযা.টিক কাঠের মূল্য প্রায.৬০ লক্ষ টাকা। কাঠ বোঝাই ট্রাকটি কলকাতার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। চালকের কাছে কাঠের কোন বৈধ নথি ছিল না। গোটা ঘটনার তদন্ত করছে বনদফতর।

যুবকের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল গোটা এলাকা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ রাত দুপুরে এক মদ্যপ যুবকের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হযে.পরল অম্বিকানগর ১ নম্বর রোড সংলগ্ন এলাকা। ঘটনা সূত্রে প্রকাশিত, এলাকার স্থানীয.বাসিঃদা বিশ্বজি চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরেই এলাকার ত্রাস হযে.উঠেছে। বহুদিন ধরেই তার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ জমা পড়েছে নিউ জলপাইগুড়ি থানায। এছাড়াও রযেছে নিজের এলাকায. অশান্তি সৃষ্টি করা।তার মধ্যেই উল্লেখযোগ্য রযেছে মাদকের ব্যবসা। এর আগেও বিশ্বজি চৌধুরী পাঁচ বছর জেল খেটে এসেছেন।

তবে গতরাতে এমন কি ঘটলো যাতে এলাকাবাসী এতটাই ক্ষিপ্ত হযে. উঠলো??? জানা যায, গতকাল রাতে যুবক তার নিজের বাড়ীর সামনেই নেশাগ্রস্ত ভাবে চিকার চেঁচামেচি করছিল। চিকার চেঁচামেচি শুনে পাড়ার লোক জড়ো হযে.যায। এরপর তাকে এসব বন্ধ করতে বলায.উক্ত যুবক বিশ্বজি চৌধুরী ক্ষিপ্ত হযে.এলাকার কিছু যুবককে মারধর করে। যুবকের বিষযে.তার বাবা-মা জানান তারা এই বিষযে.কিছুই জানেন না এবং তারা তাদের ছেলের সাজা চান। এরপরেই খবর দেওযা.হয.নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশকে। এলাকাবাসীরা নিউ জলপাইগুড়ি থানায.এই বিষযে.একটি মার্চ পিটিশন ও জমা দেন। এ বিষযে.এলাকার পঞ্চাযেত্ বাদল দাস জানান, বহুদিন ধরেই এই পরিবারটিকে এই এলাকা থেকে উঠে যেতে বলা হচ্ছে ঠিক এইসব কারণেই। তিনি আরো জানান দিনে দিনে ভযঙ্কর হযে.উঠেছে এই পরিবারটি।

সেবক রোডে বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ পেব্রুয়ারি ঃ শিলিগুড়ির সেবক রোডে বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় এক ব্যবসায়ীর মৃত্যুর ঘটনায় দুদিন পর গ্রেফতার হল গাড়ির চালক। ধৃতের নাম দীপু গিরি। উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার দুই বন্ধুর সঙ্গে সেবক রোডে দাড়িয়ে ছিলেন মুকেশ মিত্তল। সেসময় ভক্তিনগর চেকপোস্টের দিক দিয়ে দ্রুতগতিতে একটি গাড়ি আসছিল। দ্রুতগতির গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। গাড়ির নীচে চাপা পড়ে দুজন। ঘটনার পর আহতদের উদ্ধার সেবক রোডে একটি নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে মুকেশ মিত্তলকে মৃত বলে জানান চিকিৎসকেরা। দুর্ঘটনার পরই পালিয়ে যায় ঘাতক গাড়িটিতে থাকা তিনজন। খবর পেয়ে ভক্তিনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এদিকে ঘটনার পর মৃতের পরিবার ও পরিজনেরা গাড়ি চালকের গ্রেফতারের দাবী তোলে। এরপরই পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্ত চালকের খোঁজ শুরু করে। শনিবার রাতে গান্ধীনগর এলাকা থেকে চালক দীপু গিরিকে ধরে ফেলে পুলিশ। ধৃতকে আজ জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

মাটিগাড়ায় পাবে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মদ বাজেয়াপ্ত

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি মহকুমার মাটিগাড়া এলাকার পাবে অভিযান চালিয়ে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার মদ বাজেয়াপ্ত করল আবগারি দফতর। শনিবার গভীর রাতে পাবটিতে অভিযান চালান আবগারি দফতরের আধিকারিকরা। সেখানে ভুটান এবং সিকিমের সেনা ক্যান্টিনের বিদেশি মদ অবৈধভাবে মজুত ছিল বলে অভিযোগ। ঘটনায় পাবের ম্যানেজার পূজন লোহারকে (৩৮) গ্রেফতার করা হয়েছে। আবগারি দফতরের অ্যাডিশনাল কমিশনার সুজিত দাস রবিবার এ তথ্য জানিয়েছেন। সুজিত দাস বলেন, আবগারি দফতরের কর্মীরা মাটিগাড়া এলাকায় একটি পাব হানা দিয়েছে। এরপর পাব থেকে ভুটান ও সিকিম সহ সেনা ক্যান্টিনের মদ উদ্ধার করা হয়। যা অবৈধভাবে রাখা হয়েছিল। এই ঘটনায় পাবের ম্যানেজারকে আটক করা হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। অবৈধভাবে মদ বিক্রির কারবার বন্ধ করতে লাগাতার অভিযান চলবে বলে জানিয়েছেন তিনি ।

আয়োজন করা হলো শিলিগুড়ি শ্রী যোগা চ্যাম্পিয়নশিপ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি বাবা সাহেব ডাক্তার বি আর আম্বেদকার পাঠাগার এন্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় আয়োজন করা হলো শিলিগুড়ি শ্রী যোগা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪। রবিবার দুপুরে শিলিগুড়ি ইনডোর স্টেডিয়াম সংলগ্ন সোসাইটির কার্যালয়ে এই চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করা হয়। এই চ্যাম্পিয়নশিপে সহযোগিতার হাত বাড়ায় উত্তরবঙ্গ আদর্শ যোগা একাডেম। এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হলো, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা যোগ বিশেষজ্ঞ শিব হাজরা। এছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির সভাপতি, সম্পাদক সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। জানা গিয়েছে শিলিগুড়ি বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ৪৭ জন এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এদিন এই যোগা চ্যাম্পিয়নশিপের পাশাপাশি এলাকার দু ঃস্থ মানুষদের কথা মাথায় রেখে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ভারত সেবাব্রতী মহাসংঘের সহযোগিতায় এই চক্ষু পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে উপস্থিত চিকিৎসক এলাকার মানুষদের চক্ষু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

রামনগর আটমহল মুসলিম সমাজ কল্যাণ সমিতির নতুনভাবে পথ চলা শুরু

দুরন্ত বার্তা, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ রামনগর আটমহল মুসলিম সমাজ কল্যাণ সমিতির নতুনভাবে পথ চলা শুরু সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে।রামনগর আটমহল মুসলিম সমাজ কল্যাণ সমিতির নতুনভাবে পথ চলা শুরু সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে। রামনগর এক নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ২২টি গ্রামের প্রতিনিধিদের নিয়ে আজ গঠিত হলো আটমহল মুসলিম সমাজ কল্যাণ সমিতি। এই সমিতি অনেক আগে গড়ে উঠলেও নতুন বছরে নতুনভাবে এই সমিতি পথ চলা শুরু করল। একদিকে মুসলিম ধর্মের রক্ষাও যেমন করবে এই কমিটি অন্যদিকে সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ে থাকার বার্তা দেবে এই কমিটি। আটমহল মুসলিম সমাজ কল্যাণ সমিতি আজ রবিবার সকাল দশটায় দুর্গাপুর বাস স্ট্যান্ডে সমিতির অস্থায়ীভবনে নবনির্বাচিত কমিটি গঠিত হয় ও আগামী দিনে বিভিন্ন কর্মসূচির রূপরেখা বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।রামনগর আটমহল মুসলিম সমাজ কল্যাণ সমিতি একদিকে মুসলিম ধর্মের রক্ষার কাজ যেমন করবে ঠিক অন্যদিকে সমাজের সর্বস্তরের সার্বিক উন্নয়ন ও বাল্যবিবাহ রোধ, মানুষের অভাব অভিযোগ শোনা তসহ সমাজের সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে সমন্বয় গড়ে তোলা এই কমিটির মূল লক্ষ্য। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব মানুষরা বঞ্চিত রয়েছে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে এই আটমহল মুসলিম সমাজ কল্যাণ সমিতি সার্বিক উন্নয়ন করবে। বিভিন্ন মানুষের সমস্যায় যেমন এগিয়ে আসবে অন্যদিকে সাধারণ মানুষের দাবিগুলোকে তুলে ধরবেন সরকারের সামনে। রামনগর এলাকায় মুসলিম সম্প্রদায়ের সার্বিক সমাধানের রাস্তা যেমন একদিকে প্রসারিত হবে ঠিক তেমনিভাবে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের মাঝে সমন্বয়ের বার্তা পৌঁছে দেবে এই কমিটি।রামনগর আটমহল মুসলিম সমাজ কল্যাণ সমিতির সভাপতি আব্দুল খালেক কাজী ও সম্পাদক তথা রানীসাই বাণীপিঠ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শেখ সফিউল রহমান এই কমিটিকে নিয়ে বিশেষ বার্তা দেন।রামনগর এক নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বাইশটি গ্রামের কমিটির প্রতিনিধিরা আজকের সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেকের সার্বিক মতামত ও আলোচনার মাধ্যমে আগামী দিনে কর্মসূচির রূপরেখা তৈরি হয়।রামনগর আটমহল মুসলিম সমাজ কল্যাণ সমিতির প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ হলো বাল্যবিবাহ রোধ করা ও শিক্ষা, বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণ, সাথে সম্প্রীতির বার্তা প্রকাশ করা। আটমহল মুসলিম সমাজ কল্যাণ সমিতির যুগ্ম সহ সভাপতি হাবিব বেগ,ওহিদ আলীও সহ সম্পাদক সেক সাবির আলী আগামী দিনে সমিতির বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে বার্তা তুলে ধরেন।রামনগর এক ব্লক এলাকার মধ্যে সারা বছর ধরে আটমহল মুসলিম সমাজ কল্যাণ সমিতি কাজ করবে। সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে তাদের সঠিক দিশা দেখানোই এই কমিটির আগামী দিনের লক্ষ্য। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামনগর এক পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ জহিরুল ইসলাম, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রবীন মহম্মদ।

পাকিস্তানকে গোপন তথ্য পাচারের অভিযোগে মিরাট থেকে গ্রেফতার যুবক

লখনউ, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ পাকিস্তানকে গোপন তথ্য পাচারের অভিযোগে উত্তরপ্রদেশ অ্যান্টি টেরোরিস্ট স্কোয়াড (এটিএস)-এর হাতে গ্রেফতার হল এক ব্যক্তি । ধৃতের নাম নাম সত্যেন্দ্র সিওয়াল। সে মস্কোয় ভারতীয় দূতাবাসে কাজ করত বলে জানা গিয়েছে। উত্তরপ্রদেশের ওয়াহাপুরের শাহমহিউদ্দিনপুর গ্রামের বাসিন্দা সত্যেন্দ্র। তাকে মিরাট থেকে গ্রেফতার করেছে এটিএস। দীর্ঘদিন ধরেই সত্যেন্দ্রকে নিয়ে সন্দেহ করছিল উত্তরপ্রদেশের এটিএস। জানা গিয়েছে, ২০২১ সাল থেকে মস্কোয় ভারতীয় দূতাবাসে কাজ

করত সে। তখন থেকেই পাকিস্তানের আইএসআইকে ভারতের বিভিন্ন গোপন তথ্য সে পাচার করেছে বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই সে বিদেশমন্ত্রক ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচার করেছে বলে জানতে পেরেছে এটিএস। যদিও প্রাথমিকভাবে জেরায় সে কোনও অভিযোগ স্বীকার করেনি। পরে তদন্তকারীরা চাপ দেওয়াতে সে চরবৃত্তির অভিযোগ স্বীকার করে নেয়। তল্লাশির সময.তার কাছ থেকে মোবাইল ফোন, আধার কার্ড, প্যান কার্ড এবং একটি পরিচয়পত্র উদ্ধার করা হয় ।

জমজমাট আবহে সম্পন্ন হলো সুতি এমএলএ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা

রাজু আনসারী, সুতি, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ হাজার হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে জমজমাট আবহে সম্পন্ন হলো সুতি এমএলএ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা। রবিবার মুর্শিদাবাদের সুতির ছাবঘাটি কে.ডি বিদ্যালয় ময়দানে কার্যত টানটান উত্তেজনার মধ্যে অরঙ্গাবাদ ১-২ গ্রাম পঞ্চায়েত ও উমরাপুর,কাশিমনগর পঞ্চায়েত টিমের খেলা সম্পন্ন হয়। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভার খেলে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ২৩০ রান তুলতে সক্ষম হয় অরঙ্গাবাদ পঞ্চায়েত টিম। পাল্টা খেলতে নেমে ১৮ ওভার তিন বলে অল উইকেট হারিয়ে ১৭০ রান তুলে উমরাপুর, কাশিমনগর পঞ্চায়েত টিম, আর সেই উমরাপুর, কাশিমনগর পঞ্চায়েত টিমকে হাড়িয়ে জয়লাভ করে অরঙ্গাবাদ ১-২ গ্রাম পঞ্চায়েত টিম। এদিন সুতির ছাবঘাটি কে.ডি বিদ্যালয় ময়দানে এই খেলার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আখরুজ্জামান, সুতির বিধায়ক

ঈমানি বিশ্বাস, সুতি-২ ব্লকের পঞ্চায়েত্ সমিতির সভাপতি সাহানাজ বিবি, সুতি-১.২ তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, লতিফুর রহমান সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। জাতীয় সঙ্গীত, মাঠপরিক্রমা, বেলুন উড়ানোর মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হয় ফাইনাল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। তারপরেই টস হয়। প্রথমেই ব্যাট করতে নামে অরঙ্গাবাদ ১-২ গ্রাম পঞ্চায়েত টিম। খেলায় হাজার হাজার মানুষের সমাগম এক অন্য মাত্রা এনে দেয়। এদিকে জমজমাট খেলায় অরঙ্গাবাদ পঞ্চায়েত টিম জয়ী হতেই কার্যত উচ্ছাসে ভেসে উঠেন সমর্থকরা। সুতি এমএলএ কাপ টুর্নামেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে জয়ী টিমকে ৮০ হাজার টাকা এবং ট্রফি দিয়ে সম্মাননা প্রদান করা হয় এবং রানার্স টিমকে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। সবমিলিয়ে হাজার হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে সুতি এমএলএ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট কার্যত জমজমাট হয়ে উঠে।

গোলাপ দিবসের প্রহর গুনছে বাগনানের গোলাপ গ্রাম

বাপ্পাদিত্য ঘোষালঃ হাতে মাত্র আর কটা দিন, তারপরেই এসে যাবে গোলাপ দিবস বা রোজ ডে। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি সর্বত্র ধুমধামের সঙ্গে পালিত হবে গোলাপ দিবস। সেই দিন থেকেই ভালবাসার উদযাপন শুরু হবে। তারপর একে একে প্রপোজ ডে, চকোলেট ডে, টেডি বিয়ার ডে, প্রমিজ ডে, হাগ ডে, কিস ডে হয়ে অবশেষে ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্ট।ইন্স ডে-তে ভালবাসার উদযাপন পূর্ণতা পাবে। এই মুহূর্তে গোলাপ দিবসের জন্য চূড়ান্ত ব্যস্ততার ছবি লক্ষ্য করা যাচ্ছে বাগনান থানার গোলাপ গ্রাম বিরামপুরে। এখানে গ্রামের অধিকাংশ মানুষের রুজি রোজগার বলতে গোলাপ চাষ। প্রতিবছর ৭ ফেব্রুয়ারি রোজ ডে এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে উপলক্ষে বিরামপুরের গোলাপ বাগানে নব হিল্লোল জাগে। রাশি রাশি রংবেরঙের গোলাপ ভালবাসার রঙে রঙিন হয়ে ওঠে। প্রথমে এই গ্রামে কয়েকটি পরিবার গোলাপ চাষ শুরু করে। তারপর সেই চাষে সাফল্য আসতে থাকায় ধীরে ধীরে সারা গ্রামের প্রায় একশটি পরিবার গোলাপ চাষে উদ্বুদ্ধ হয়। এই মুহূর্তে গোলাপ চাষের মাধ্যমে অন্ততপক্ষে পাঁচশো মানুষের অন্যের সংস্থান হয়। তারপরেও দিনমজুর ও মালির কাজী নিযুক্ত অসংখ্য মানুষ তাঁদের পরিবারের জীবন জীবিকা নির্বাহ করেন। আসন্ন ৭ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে বিরামপুরে এই মুহূর্তে সাজ সাজ রব। তবে শুধুই ৭ ফেব্রুয়ারির জন্যই নয় ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্ট।ইন ডে উপলক্ষেও প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করেছেন এখানকার গোলাপ চাষীরা। তাঁরা জানিয়েছেন, ওই দুটি দিনেই তাঁদের উপাদিত গোলাপ এই রাজ্য থেকে ভিন রাজ্যে পাড়ি দেবে। এক সময় বাগনানের গোলাপ দিয়েই ব্রিটেনের রাজ পরিবার ভ্যালেন্ট।ইন্স ডে পালন করতো বলে শোনা যায়। তাঁরা জানিয়েছেন, বিজ্ঞান যত উন্নত হচ্ছে গোলাপ চাষে তত নতুন নতুন পদ্ধতি আনা হচ্ছে। আগে জোড়-কলম পদ্ধতিতে গাছের চারা তৈরি করা হত। কিন্তু এখন সেই পুরনো পদ্ধতি বাতিল হয়ে গ্রাফটিং ব্রিডিং পদ্ধতিতে গোলাপ চারা তৈরি করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর পথশ্রী প্রকল্পে দীর্ঘদিনের রাস্তার দাবী পূরণ হলেও রাস্তা নির্মাণে ব্যাপক দুর্নীতির ছায়া, দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ

মালদা, ৪ ফেব্রুয়ারী ঃ দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তা নিয়ে ছিল সমস্যা। লালমাটির রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল প্রবেশ করতে পারত না অ্যাম্বুলেন্স।বর্ষাকালে কর্দমাক্ত রাস্তায় যানবাহন তো দূরের কথা মানুষ পায়ে হেঁটে চলাচল করতে পারত না। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা নির্মাণের দাবি ছিল এলাকাবাসীর। মুখ্যমন্ত্রীর পথশ্রী প্রকল্পে সেই দাবি পূরণ হয়। প্রায় দেড় কোটি অর্থ বরাদ্দে শুরু হয় রাস্তা নির্মাণের কাজ। কিন্তু এলাকাবাসীর নতুন রাস্তার স্বপ্ন পূরণের মাঝে বাঁধ সেধেছে দুর্নীতি। ঠিকাদারি সংস্থার বিরুদ্ধে রাস্তা নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর। এদিকে দুর্নীতির এই অভিযোগ সামনে আসতেই শুরু হযেছে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূল নেতাদের কাটমানি জন্য ঠিকাদাররা দুর্নীতি করতে বাধ্য অভিযোগ বিজেপির। কোন রকম দুর্নীতি বরদাস্ত হবে না পাল্টা সাফাই তৃণমূলের।মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের বরুই গ্রাম পঞ্চাযেতের সালমান হাউস থেকে কোতোল পর্যন্ত প্রায.দুই কিলোমিটার রাস্তা প্রথশ্রী প্রকল্পের অধীনে ১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা বরাদ্দকৃত অর্থে নির্মাণের কাজ চলছে।কিন্তু এলাকাবাসীর অভিযোগ সঠিক সিডিউল মেনে হচ্ছে না রাস্তার কাজ।ব্যবহার করা হচ্ছে নিম্নমানের সামগ্রী। রাস্তার দুই

ধারে ছয় ইঞ্চির ঢালাই হলেও মাঝখানে হচ্ছে তিন থেকে চার ইঞ্চি।বহু জায়গায় নির্মাণের কাজ শেষ হতেই ফেটে যাচ্ছে রাস্তা।তাই সঠিক ভাবে রাস্তার কাজের দাবীতে এদিন বিক্ষোভ দেখায় এলাকার মানুষেরা। এলাকার মানুষের মতে এতদিন রাস্তা নিয়ে সমস্যা ছিল। এখন যখন নতুন রাস্তা হচ্ছে তবে ভালো ভাবে কাজ করতে হবে। যদিও ঠিকাদারি সংস্থার প্রতিনিধির দাবি এলাকাবাসী এখানে নিজেরা কাজ দেখভাল করেন। অন্যদিকে বিজেপির অভিযোগ ঠিকাদার কে কাটমানি দিতে হয় তৃণমূল নেতাদের। তাই ঠিকাদার সঠিক ভাবে কাজ করতে পারে না। পাল্টা তৃণমূলের দাবি মুখ্যমন্ত্রীর প্রকল্পের জন্যই ওই এলাকার মানুষ রাস্তা পাচ্ছে। দুর্নীতি হলে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। গোটা ঘটনার সামনে আসতেই চরমে উঠেছে রাজনৈতিক তরজা।স্থানীয় বাসিন্দা সাজিরুল ইসলাম বলেন, সঠিকভাবে রাস্তার কাজ হচ্ছে না। বেশিরভাগ জায়গায় রাস্তা ভেঙে যাচ্ছে। যতটা ঢালাই করার কথা সেই ভাবে করছে না। আমরা চাই রাস্তার কাজ সঠিকভাবে হোক।আরেক স্থানীয় আবদুল কালামের বক্তব্য, এতদিন রাস্তা নিয়ে সমস্যা ছিল।এখন রাস্তা যখন হচ্ছে তবে ঠিকভাবে কাজ হোক।কাজে দুর্নীতি হচ্ছে। তাই আমরা আজ বিক্ষোভ করছি।ঠিকাদার সংস্থার প্রতিনিধি মহবুব আলমের দাবি, কাজ যেভাবে বলা হয়েছে সেই ভাবেই হচ্ছে। এলাকাবাসী এখানে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজের পাহারা দেন। উনারা তো সারাক্ষণ কাজে দেখভাল করছেন।বিজেপি নেতা কিষান কেডিয়ার অভিযোগ, ঠিকাদারকে তৃণমূল নেতাদের কাটমানি দিতে হয়। অঞ্চল নেতা ব্লক নেতা সকলেই টাকা নেয়। তাই স্বাভাবিকভাবে তাকে কাজের সঙ্গে আপোষ করতে হচ্ছে। মানুষ পরিষেবা পাচ্ছে না।তৃণমূল নেতা বাবলু কর্মকারের দাবি, ওই এলাকার রাস্তার সমস্যা সমাধান হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য। এলাকাবাসীর অভিযোগ যদি সত্যি হয।তবে প্রশাসনকে বলবো খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ নিতে।

মাভেন্স বায়টেক লিমিটেড

CIN: L17297WB1981PLC034226

রেজ. অফিস ঃ রুম নং ৪০৭, ৪র্থ তল, প্রাঙ্গন নং-৪, ক্লাইভরো, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১

ই-মেলঃ investorsmavensbiotech.com , ওয়েবসাইটঃ www.mavensbiotech.com

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক বিবরণী তৃতীয় ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্তে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৩তারিখে

(দেখুনধারা ৪৭(১)(বি) সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫)

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২০২৩	নয় মাস শেষে ৩১.১২.২০২৩	চলতি ত্রই মাসিক সমাপ্তে গত বছরের ৩১.১২.২০২২
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত
১।	মোট আয় কারবার থেকে	২.৮৪০	৭.৮১৫	-
২।	মোটলাভ (ক্ষতি) মেয়াদে (করেরপূর্বে, অতিরিক্ত এবং অথবাঅসাধারণআইটেমে)	(০.৬০০)	(৪.৫৫১)	(৩.৩৩৯)
৩।	মোটলাভ (ক্ষতি) মেয়াদে (করেরপূর্বে, অতিরিক্তএবং অথবাঅসাধারণআইটেমপর)	(০.৬০০)	(৪.৫৫১)	(৩.৩৩৯)
৪।	মোটলাভ (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর, (অতিরিক্তএবং অথবাঅসাধারণআইটেমপর)	(০.৬০০)	(৪.৫৫১)	(৩.৩৩৯)
৫।	মোট ব্যাপক আয়মেয়াদে (সংযুক্তলাভ(ক্ষতি) মেয়াদে (করেরপর) এবংঅন্যান্যব্যাপকআয়	(০.৬০০)	(৪.৫৫১)	(৩.৩৩৯)
৬।	ইক্যুইটিশেয়ারমূলধন	১,০৯৯.২০০	১,০৯৯.২০০	১,০৯৯.২০০
৭।	সংরক্ষিত (রিভাল্যুএশান রিজার্ভ সহ যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের নিরীক্ষিত ব্যলেন্সশিটে)	-	-	-
৮।	শেয়ার প্রতি আয়(১- টাকাপ্রতি) (বার্ষিকীকৃতনয়) মূল ও মিশ্র	(০.০০১)	(০.০০৪)	(০.০০৩)

দ্রষ্টব্যঃ
উপরোক্ত ফলাফলের সংক্ষিপ্ত রূপ, বিস্তারিত ফরম্যাট এবং ছয় মাস সমাপ্তে অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল যা সম্পূর্ণ করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীনধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজাররি কোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পাওয়া যা বেস্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে-www.cse-india.com তে। একই পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে -www.mavensbiotech.comতে।

মাভেন্স বায়টেক লিমিটেড এর পক্ষ থেকে
জয় প্রকাশ
সর্বক্ষণের পরিচালক
DIN No.: 02525414

তারিখ ঃ ৩ রা ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা

প্রিন্স অব ক্রিকেটের ‘প্রাইসলেস’ ইনিংস

শুভমন গিলের প্রশংসায় সচিন-বীরুরা

বিশাখাপত্তনম, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ খারাপ পারফর্ম করলে নেটিজেনরা যেমন ক্রিকেটারদের তুলোধনা করতে ছাড়েন না, তেমনই ভালো পারফর্ম করলে ক্রিকেটারদের সিংহাসনে বসাতেও ভোলেন না। রাজার মতো প্রত্যাবর্তন করলেন ভারতীয় ক্রিকেটের প্রিন্স। একদিন আগেও যাঁরা শুভমন গিলের ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলছিলেন, তাঁরাও আজ তাঁর শতরানের জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। ফর্ম ইজ টেম্পোরারি, ক্লাস ইজ পার্মানেন্ট অনেকেই এই তত্ত্বে বিশ্বাসী। বিশাখাপত্তনমে রবিবার ভারতের তরুণ তুর্কি শুভমন গিলকে দেখে মনে হচ্ছিল মেজাজটাই আসল রাজা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রবিবার সকালে ৬০ বলে হাফসেঞ্চুরি করেছিলেন শুভমন। প্রথম সেশনে ৬০ রানে অপরাজিত ছিলেন শুভমন। ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীরা এবং শুভমন গিলের অনুরাগীরা চাইছিলেন প্রিন্স অব ক্রিকেটের ব্যাটে একটা ঝকঝকে শতরান দেখতে। বিশাখাপত্তনমে লাঞ্চ বিরতির পর শুভমন পৌঁছান তিন অঙ্কের রানে। ৩৩২ দিন পর টেস্ট ক্রিকেটে শতরান এল শুভমন গিলের ব্যাটে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে ১৩২ বলে শতরান পূর্ণ করেন শুভমন। এটি তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ারের দশম শতরান। ভাইজ্যাগে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছনোর পথে শুভমনের ব্যাটে এসেছে ১১টি চার এবং ২টি ছয়। পঞ্জাবের ছেলে শুভমন গিল গত ১০টি টেস্ট ম্যাচে মাত্র ১টি সেঞ্চুরি করতে পেরেছিলেন। কেরিয়ারের ২২তম টেস্ট খেলতে নেমে শতরান করলেন শুভমন। তাঁর এই শতরান অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেল। এর আগে শুভমন ২টি টেস্ট সেঞ্চুরি করেছিলেন ওপেনিংয়ে নেমে। আর এ বার তিন নম্বরে নেমে প্রথম তিন অঙ্কের রান করলেন শুভমন। ২৪ বছর বয়সী শুভমন গিল বিশাখাপত্তনমে শতরান করতেই শুভেচ্ছা বার্তায় ভাসছেন। ভারতীয় কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকর থেকে শুরু করে প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক কেভিন পিটারসেনও প্রশংসায় ভরিয়েছেন শুভমন গিলকে। শুভমন গিলের বয়স আজকের দিনে ২৪ বছর ১৪৯ দিন। ২৪ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি শতরান করা ভারতীয় ক্রিকেটারদের তালিকায় তিন নম্বরে পৌঁছে গেলেন শুভমন গিল। এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন সচিন তেন্ডুলকর। ২৪ বছর বয়সে সচিনের ব্যাটে এসেছিল ৩০টি আন্তর্জাতিক শতরান। এবং ২৪ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিরাট কোহলি করেছিলেন ২১টি শতরান। টেস্ট কেরিয়ারে শুভমন গিল তৃতীয় শতরান করার পর তাঁকে দেশ-বিদেশের প্রাক্তন ক্রিকেটাররা প্রশংসায় ভরিয়েছেন। মাস্টার ব্লাস্টার সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স-এ লেখেন, ‘শুভমন গিলের এই ইনিংসে ওর দক্ষতা চোখে পড়েছে। সঠিক সময়ে ১০০ করলে, তার জন্য শুভেচ্ছা।’ দেশের প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার বীরেন্দ্র শেহওয়াগ টিম ইন্ডিয়ার ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল এবং শুভমন গিলের ছবি দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স-এ লিখেছেন, ‘২৫ বছরের কম বয়সী এই দুই যুবককে দেখে আনন্দিত বোধ করছি। দুজনই এই ভালো পারফর্ম করেছে। খুব সম্ভবত আগামী এক দশক বা তারও বেশি সময় ধরে বিশ্ব ক্রিকেটে এই দুজনের আধিপত্য থাকবে।’ ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার ওয়াসিম জাফর ডান হাতি ব্যাটার শুভমনের প্রশংসা করেছেন। ভারতের তরুণ তুর্কি শুভমনের প্রশংসা করেছেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ইয়ান বিশপ। তিনি লিখেছেন, ‘আশা করছি শুভমন গিল এই টেস্ট সেঞ্চুরি থেকে দারুণ আত্মবিশ্বাসী হবে এবং এই ফর্ম্যাটে ভালো পারফর্ম করতে করতে এগিয়ে যাবে।।’

নয় উইকেট নিলেই জয়

ইংল্যান্ডের চাই আরও ৩৩২ রান

বিশাখাপত্তনম, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ ম্যাচের এখনও দু-দিন বাকি। এখনও ফল নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে! থাকাই স্বাভাবিক। প্রতিপক্ষ টিমের নাম ইংল্যান্ড। ব্রেন্ডন ম্যাকালাম-বেন স্টোকস জুটি দায়িত্বে আসার পর থেকে একের পর এক অনবদ্য জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট টিম। এই ম্যাচ অ্যাডভান্টেজ ভারত, তবে চালকের আসনে বলা যায় না। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের বড় প্রাপ্তি শুভমন গিলের স্বস্তির সেঞ্চুরি। ভালো ইনিংস খেলেন অক্ষর প্যাটেলও। লোয়ার অর্ডারে রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ব্যাটিংও ভোলার নয়। কী পরিস্থিতিতে বিশাখাপত্তনম টেস্ট? যশস্বী জয়সওয়ালের ডাবল সেঞ্চুরিতে প্রথম ইনিংসে ৩৯৬-এর বড় স্কোর গড়ে ভারত। বোলিংয়ে দাপট দেখিয়েছিলেন জসপ্রীত বুমরা। হাফডজন উইকেট নেন। ২৫৩ রানেই ইংল্যান্ড অলআউট করে ভারত। প্রথম ইনিংসে একশোর বেশি লিড নিলেও চিন্তা ছিলই ভারতীয় শিবিরে। হায়দরাবাদ টেস্টে হারের কারণেই এই চিন্তা বেড়েছে। বিশাখাপত্তনমে পরিস্থিতি হয়তো তেমন নয়। শুভমন গিলের সেঞ্চুরিতে দ্বিতীয় ইনিংসে ২৫৫ করে ভারত। রোহিত-যশস্বী দ্বিতীয় ইনিংসে বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ। অভিষেক ম্যাচে নামা রজত পাতিদার করেন ৯ রান। ইংল্যান্ডের বাঁ হাতি স্পিনার টম হার্টলি ৪ এবং তরুণ লেগ স্পিনার ৩ উইকেট নেন। শ্রেয়সের ফর্ম কিন্তু চিন্তায় রাখল ভারতকে। সিরিজে ২-০ এগিয়ে যেতে ইংল্যান্ডের সামনে লক্ষ্য ৩৯৯ রান। এই রানটাকে ভারতের জন্য সুরক্ষিতই বলা যায়। তবে পুরোপুরি চালকের আসনে বলা যাবে না। ইংল্যান্ডের ওপেনিং জুটিতে যোগ হয় ৫০ রান। বেন ডাকেটকে ফিরিয়ে ইংল্যান্ড শিবিরে প্রথম ধাক্কা রবিচন্দ্রন অশ্বিনের। তৃতীয় দিনের শেষে ১ উইকেট হারিয়ে ৬৭ রান তুলে নিয়েছে ইংল্যান্ড। বাকি দু-দিন ভারতের চাই ৯ উইকেট, ইংল্যান্ডের প্রয়োজন আরও ৩৩২ রান। জো রুট ব্যাট হাতে নামতে পারবেন কিনা নিশ্চয়তা নেই। আর চতুর্থ দিনের পিচে ব্যাটারদের পক্ষে শট খেলাও সহজ নয়।

আফ্রিকা কাপ অব নেশনস

৯ বছর পর সেমিতে ৯ জনের আইভরিকোস্ট, জয় দঃ আফ্রিকার

ইয়ামোসোক্রো, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ নাটকীয় কোয়ার্টার ফাইনালে মালিকে ২-১ গোলে হারিয়ে আফ্রিকান নেশনস কাপের সেমিফাইনালে উঠেছে আইভরিকোস্ট। ম্যাচের ৪৩ মিনিটে ওদিলোন কোসোনো লাল কার্ড দেখলে ১০ জনের দল হয়ে যায় আয়োজক আইভরিকোস্ট। এই কারণে ম্যাচের বেশির ভাগ সময় ১০ জন নিয়ে খেলতে হয়েছে দলটিকে। এমনকি শেষ মুহূর্তে আরও একজন লাল কার্ড দেখলে সেই সংখ্যা নেমে আসে ৯-এ। যদিও কোনও কিছুই শেষ পর্যন্ত আইভরিকোস্টের সেমিতে যাওয়া ঠেকাতে পারেনি। ঘুরে দাঁড়িয়ে নির্ধারিত সময়ের পর লড়াই করেছে অতিরিক্ত সময়েও। শেষ পর্যন্ত জয় নিয়েই মাঠ ছেড়েছে আইভরিকোস্ট। সেমিফাইনালে আইভরিকোস্ট মুখোমুখি হবে কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের। অন্য সেমিফাইনালে কেপ ভার্দে ও দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচটি নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য ড্রয়ের পর গড়ায় টাইব্রেকারে, যেখানে ৪টি শট ঠেকিয়ে নায়ক হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার গোলরক্ষক রনউইন উইলিয়ামস। টাইব্রেকারে ২-১ গোলের এই জয়ে ২০০০ সালের পর আবার শেষ চারে উঠল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেবারের মতো এবারও সেমিতে নাইজেরিয়াকে পেয়েছে বাফানারা। ২৪ বছর আগের ম্যাচটিতে অবশ্য ২-০ গোলে হেরেছিল তারা। ফলে সুপার ইগলদের বিপক্ষে এবারের ম্যাচটি দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য প্রতিশোধেরও। স্তাদ বুয়াকেতে প্রথম সেমিফাইনালে আয়োজক দর্শকদের হতাশা বাড়িয়ে একপর্যায়ে জয়ের কাছাকাছিই পৌঁছে গিয়েছিল মালি। ৭১ মিনিটে এগিয়ে যাওয়ার পর ৯০ মিনিট পর্যন্ত সেটি ধরে রাখে তারা। ম্যাচে লম্বা সময় পর্যন্ত দাপুটে ফুটবলও খেলেছে মালি। ম্যাচের শুরুতে অবশ্য পেনাল্টি মিস করে সুযোগ হাতছাড়া করেছে তারা। এরপর নির্ধারিত সময়ের শেষ মুহূর্তে সিমন আদিংরার গোলে ম্যাচে সমতা ফেরায় আইভরিকোস্ট। ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে, যেখানে ১২৩ মিনিটে ওমার দিয়াকিতের গোলে ২-১ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে আইভরিকোস্ট, যা তাদের নিয়ে গেছে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের দশম সেমিফাইনালে। সর্বশেষ সেমিফাইনাল খেলেছিল তারা ৯ বছর আগে। শেষ মুহূর্তে যাঁর গোলে তিন আসর পর আইভরিকোস্ট এই প্রতিযোগিতার সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে, সেই দিয়াকিতে ম্যাচ শেষে আবেগে আত্মহারা হয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘‘এই ধরনের ম্যাচে ব্যাখ্যা করার মতো তেমন কিছু থাকে না। এটা পুরোপুরিই আবেগের ব্যাপার। আনন্দ এতটাই বেশি ছিল যে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, আগেই একটা হলুদ কার্ড দেখেছিলাম। এটা আমার দিক থেকে ভুল ছিল। সেমিফাইনালে আমি না থাকলেও আমরা নিজেদের কাজটা করতে পারব।’’ অন্য দিকে ১৯৯৬ সালের চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকা নিজেদের দ্বিতীয় শিরোপা থেকে এখন মাত্র দুই ম্যাচ দূরে। দলটির সেমিতে যাওয়ার নায়ক উইলিয়ামসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন কোচ হুগো ব্রোস, ‘‘আমি বলব না যে আমরা সৌভাগ্যবান ছিলাম। আসলে আমাদের আজ দারুণ একজন গোলরক্ষক ছিল। যদি আপনি চারটি পেনাল্টি বাঁচান, তবে সেটি আর সৌভাগ্য থাকে না।’’

অভিষেকের লড়াই ব্যর্থ, ৭ উইকেট সাবাড় করে ‘মোহিত’ করলেন অবস্তি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ ঘরের মাঠে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে অপ্রত্যাশিত হারের মুখ দেখতে হল বাংলাকে। ইডেনে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে এক ইনিংসে এবং ৪ রানে হারল মন্ত্রীমশাইয়ের বাংলা। বড় লিড থাকায় বাংলাকে ফলো অন করিয়েছিল মুম্বই। নক আউটের রাস্তা খোলা রাখতে হলে এই ম্যাচ জিততেই হত বাংলাকে। ফলো অন খেয়েও দ্বিতীয় ইনিংসে অনবদ্য প্রত্যাবর্তন করেছিল বাংলা। কিন্তু শেষ অবধি মোহিত অবস্তির ৭ উইকেটে নাস্তানাবুদ হতে হল বাংলাকে। প্রথম ইনিংসে ১৯৯ রানে অলআউট হয়েছিল বাংলা। ১০৮ রানে অপরাজিত ছিলেন অনুষ্টুপ মজুমদার। আজ, রবিবার বাংলাকে ফলো অন করায় মুম্বই। প্রথম উইকেটে সৌরভ পাল ও শ্রেয়াংস ঘোষের জুটিতে ওঠে ২৯ রান। এরপর দ্বিতীয় উইকেটে শ্রেয়াংস ঘোষ ও সুদীপ কুমার ঘরামি তোলেন ১৫ রান। শ্রেয়াংস ও সৌরভের উইকেট তুলে নেন মুম্বইয়ের মোহিত অবস্তি। এরপর সুদীপকে ফেরান রয়স্টোন। এরপর মাঠে নামেন প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি হাঁকানো অনুষ্টুপ। কিন্তু অবস্তির ‘মোহিত’ করা বোলিংয়ে বোল্ড আউট হয়ে ১৪ রানে ফেরেন অনুষ্টুপ। অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি প্রথমে অনুষ্টুপের সঙ্গে এবং তারপর অভিষেক পোড়েলের সঙ্গে জুটিতে যথাক্রমে তোলেন ১৬ ও ৫২ রান। বাংলার নেতা মনোজকে (২৬) ফেরান তনুশ। একদিকে একের পর এক উইকেট হারালেও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন অভিষেক। ষষ্ঠ উইকেটে করণ লালের সঙ্গে অভিষেক জুটিতে তোলেন ৫৮ রান। ছন্দে থাকা অভিষেকের উইকেট তোলেন মোহিত। ১৫টি চার মেরে ৮২ রানের ইনিংস উপহার দেন অভিষেক পোড়েল। ১৬ ওভার বল করে ৫২ রান দিয়ে মোট ৭টি উইকেট ঝুলিতে ভরেছেন মোহিত। আর ১টি করে উইকেট পেয়েছেন রয়স্টোন, তনুশ ও অথর্ব। চলতি রঞ্জিতে ৫ ম্যাচ খেলে এই প্রথম হারের মুখ দেখল বাংলা। আপাতত বি-গ্রুপের তিন নম্বরে বাংলা। আর ৫ ম্যাচে ৪টি জয় ও ১টি হারের পরও শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে মুম্বই। ঝুলিতে রয়েছে ২৭ পয়েন্ট। এই ম্যাচ বাংলা হারায় কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার রাস্তা অনেকটাই কঠিন হল।

এশিয়ান কাপের সেমিতে রোমাঞ্চের অপেক্ষা

কাতার, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ এএফসি এশিয়ান কাপে ইরান বনাম জাপানের ম্যাচটা তখন অতিরিক্ত সময়ে যাওয়ার অপেক্ষায়। কিন্তু ১-১ গোলে সমতায় থাকা ম্যাচটি অতিরিক্ত সময়ে যাওয়ার আগেই নাটকীয় মোড় নিয়ে আসেন ইরানের আলিরেজা জাহানবকশ। ৯৬ মিনিটে তাঁর করা পেনাল্টি গোলে ২-১ ব্যবধানে জেতে ইরান। এই জয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো এশিয়ান কাপের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করল তারা। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৬ সালের মধ্যে টানা তিনবার এশিয়ান শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা ঘরে তোলে ইরান। এর পর থেকেই চলছে ইরানের শিরোপা-খরা। এমনকি আর কখনো ফাইনালেও খেলা হয়নি। তাই ইরানের জন্য এবার সেমিফাইনালটি গেরো খোলারও। যদিও কাজটা মোটেই সহজ হবে না। সেমিফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ কাতার। যারা শুধু আয়োজকই নয়, প্রতিযোগিতার বর্তমান চ্যাম্পিয়নও। ঘরের মাঠে টানা দ্বিতীয় শিরোপা জেতার এ সুযোগ নিশ্চয়ই হাতছাড়া করতে চাইবে না কাতার। তাদের অবশ্য সেমিফাইনালের টিকিট পেতে বেশ ঘাম ঝরাতে হয়েছে। উজবেকিস্তানের বিপক্ষে নির্ধারিত সময়ের পর অতিরিক্ত সময়েও ম্যাচ সমতায় থাকে ১-১ গোলে। টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। টানা দ্বিতীয়বারের মতো সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করার পর ইরানের কোচ আমির গালেনোই বলেছেন, ‘‘ইরানের মানুষদের জন্য তারা (খেলোয়াড়েরা) নিজেদের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছে। এটা ইরানের ফুটবলের জন্য টার্নিং পয়েন্ট হতে পারে।’’ অন্যদিকে টানা দ্বিতীয় শিরোপার অপেক্ষায় থাকা আয়োজক কাতারের কোচ টিনটিন মার্কেজ এখন ইরানের মুখোমুখি হওয়ার অপেক্ষায় আছেন, ‘‘অবশ্যই বড় একটি ম্যাচ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু তার আগে আমাদের সতেজ হয়ে উঠতে হবে। কারণ, এই ম্যাচে অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত খেলতে হয়েছে।’’ দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে জর্ডান ও দক্ষিণ কোরিয়া। ২০০৪ সালের আগে কখনোই এএফসি এশিয়ান কাপের মূল পর্বে খেলার সুযোগ পায়নি জর্ডান। ২০০৫ সালে প্রথম এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলে জর্ডান। তবে ২০০৭ সালে পেরোতে পারেনি বাছাইপর্ব। এরপর অবশ্য প্রতিবারই খেলেছে তারা। যদিও সর্বোচ্চ সাফল্য ছিল দুবার কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা। এবার সেই সাফল্যকে পেরিয়ে গেল। কোয়ার্টার ফাইনালে তাজিকিস্তানকে ১-০ গোলে হারিয়ে প্রথমবারের মতো এএফসি এশিয়ান কাপের সেমিফাইনালে পৌঁছেছে তারা। সেমিতে জর্ডানের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়া কোয়ার্টার ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে ২-১ গোলে। দক্ষিণ কোরিয়া ১৯৬০ সালের পর আর কখনো এশিয়ান শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট না পরলেও বরাবরই এ প্রতিযোগিতার অন্যতম ফেবারিট হিসেবে খেলেছে। এই দলে সন হিউং-মিনসহ ইউরোপীয় মঞ্চে খেলা একাধিক তারকা আছেন। যদিও জর্ডানের মরোক্কান কোচ হুসাইন আমোতা বলেছেন, প্রতিপক্ষ নিয়ে না ভেবে নিজেদের সামর্থ্যের ওপর আস্থা রাখতে চান তাঁরা। তিনি বলেছেন, ‘‘প্রতিপক্ষ কারা, এটার ওপর নয়, আমাদের ফল নির্ভর করছে নিজেদের পারফরম্যান্সের ওপর।’’

রিয়াল মাদ্রিদে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এমবাপে, ফরাসি সংবাদমাধ্যমের দাবি

প্যারিস, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ তাহলে কি সত্যিই রিয়াল মাদ্রিদেই যাচ্ছেন কিলিয়ান এমবাপে? আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না এলেও ফরাসি সংবাদমাধ্যম লা প্যারিসিয়ান জানিয়েছে, আগামী গ্রীষ্মে পিএসজির সঙ্গে চুক্তি শেষ করে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেবেন কিলিয়ান এমবাপে। পিএসজি ছেড়ে রিয়ালে যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নাকি নিয়ে ফেলেছেন এই ফরাসি তারকা। এমবাপের রিয়ালে যাওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে ইএসপিনও। এমবাপের রিয়ালে যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে লা প্যারিসিয়ান লিখেছে, ‘আর কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। কিলিয়ান এমবাপে মরসুম শেষে লিগ আঁ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্লাবে যোগ দিতে যাচ্ছেন। এর আগে জানুয়ারিতে এমবাপ্পেকে রিয়ালের চুক্তির প্রস্তাব দেওয়ার খবর প্রকাশ করে ইএসপিএন। সূত্রের উল্লেখ করে সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, আগামী সপ্তাহে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর ক্লাবটিতে যাওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবেন এমবাপে। ফরাসি এই ফরোয়ার্ড এখনো পিএসজি কিংবা রিয়ালকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু না জানালেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নাকি নিয়ে ফেলেছেন। এমন খবর অবশ্য আগেও শোনা গেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তেমন কিছুই হয়নি। জল ঘোলা করে আবার সেই পিএসজিতেই থেকে যান এই ফরাসি তারকা। মূলত কয়েক মরসুম ধরেই এমবাপেকে নিয়ে দলবদলের রুদ্ধশ্বাস এক লড়াইয়ে নেমেছে রিয়াল ও পিএসজি, যেখানে আগের লড়াইগুলোতে শেষ পিএসজি জিতলেও এবার সম্ভবত গল্পটা বদলাতে যাচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে রিয়ালের হয়ে খেলার স্বপ্নপূরণ হবে এমবাপেরও। এমবাপের রিয়ালে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেলেও পিএসজি নাকি শেষ আশা হিসেবে দেখছে অনুষ্ঠেয় প্যারিস অলিম্পিককে। এরই মধ্যে নিজ দেশে আয়োজিত অলিম্পিকে খেলার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন এমবাপ্পে। রিয়াল-এমবাপের চুক্তি চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে নাকি দর-কষাকষি হতে পারে এমবাপ্পের অলিম্পিকে খেলার সুযোগ পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে, যা শেষ মুহূর্তে নতুন কোনও মোড় নিয়ে আসে কি না, সেদিকে তাকিয়ে আছে পিএসজি। এমবাপের রিয়ালে যাওয়া ঠেকাতে পিএসজি নাকি বেতন বাড়ানোর প্রস্তাবও দিয়েছিল। তবে এমবাপে সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং ফ্রি এজেন্ট হিসেবে ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইএসপিএন জানিয়েছে, রিয়ালে এমবাপের বেতন তিনি পিএসজিতে যা পান, তাঁর অর্ধেকে নেমে আসতে পারে। সম্ভাব্য এই পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে পিএসজি নাকি দুটি সম্ভাবনা সামনে রেখে পরিকল্পনা সাজিয়েছিল। একটি পরিকল্পনা তারা সাজায় এমবাপেকে রেখে এবং অন্যটি তাঁকে বাদ দিয়ে। তবে এমবাপে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর এখন তাঁকে বাদ দিয়েই এগোতে হবে দলটিকে। এর আগে ২০১৭ সালে মোনাকো থেকে আলোড়ন তুলে পিএসজিতে আসেন এমবাপে। তবে এমবাপের সব সময়ের স্বপ্ন ছিল রিয়ালের হয়ে খেলার। এমনকি কয়েক দিন আগেও প্রথমবার রিয়ালে ঘুরতে যাওয়ার মুগ্ধতার কথা জানান বিশ্বকাপজয়ী এই ফুটবলার। শুরু থেকে এমবাপের রিয়ালে আসার স্বপ্ন থাকলেও দুই পক্ষের মধ্যে বারবার দেয়াল তুলে দাঁড়ায় পিএসজি। এমবাপেকে ধরে রাখতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে তারা। এমনকি ২০২১ সালের জুনে তাঁর রিয়ালে যাওয়া থামাতে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাঁখোও ফোন করেছিলেন। গত গ্রীষ্মের দলবদলেও এমবাপে-পিএসজির সম্পর্ক খাদের কিনারে গিয়ে দাঁড়ায়। ঘটনার সূত্রপাত এমবাপের পাঠানো চিঠি নিয়ে। সেখানে তিনি সাফ জানিয়ে দেন, মেয়াদ শেষ করার পর তিনি আর চুক্তি নবীকরণ করবেন না। জবাবে পিএসজি জানায় চুক্তি না করলে তখনই ক্লাব ছাড়তে হবে। এ টানাপোড়েনে প্রাক্-মরসুমে এশিয়া সফর থেকেও বাদ পড়েন এমবাপে। এমনকি পুরো মরসুম বেঞ্চে বসিয়ে রাখার হুমকিও দেওয়া হয়। এ কারণে ফরাসি ফুটবলারদের সংগঠনের তোপেও পড়তে হয় পিএসজিকে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এমবাপে সেই পিএসজিতেই থেকে যান। এই মরসুমে এখন পর্যন্ত সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২৮ ম্যাচে করেছেন ২৯ গোল।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com